IFIC

আমাদের কথা

নিউজলেটার

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪

আইএফআইসি হাইলাইটস | পরিবারে যারা এলো | ক্রিয়েটিভ কর্নার | রং-তুলির গল্প

পূর্বকথা

নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যায় আপনাকে স্বাগতম।

আর্থসামাজিক পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশ্বের সাথে আমাদের দেশের এই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে আইএফআইসি নিজেদের যুগোপযোগী ও উত্তোরণমুখী করে তুলছে নিয়মিত। আমাদের এই সংখ্যায় গৌরবগাথা, বর্তমানের চলমান উদ্যম ও ভবিষ্যতের দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনার সারসংক্ষেপের পাশাপাশি জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এ দেশের নতুন পটভূমির নানা অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে আমাদের সহকর্মীদের নানান সৃজনশীল লেখনী ও ভাবনায়। বিভিন্ন শাখা-উপশাখা থেকে সহকর্মীদের পাঠানো কবিতা, গল্প, চিত্রাঙ্কন, স্মৃতিচারণ ও সৃজনশীল লেখায় নিউজলেটারটি হয়েছে আরো প্রাণবন্ত। পাশাপাশি এই সংখ্যাকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা এবং আপনাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে প্রকাশে আরও নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা ও ফটোগ্রাফি।

প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যাংকিংয়ের যুগে আইএফআইসি ব্যাংক তার সুদৃঢ় অবস্থান ধরে রেখেছে দেশের প্রতিটি প্রান্তে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, জৈন্তাপুর থেকে পারুলিয়া পর্যন্ত। ২০২৪ সালে এসে আমরা অতিক্রম করেছি কিছু নতুন মাইলফলক। দেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হিসেবে আইএফআইসি এখন ১৪০০-এর অধিক শাখা ও উপশাখা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং আমাদের আমানতের পরিমাণ ৫০,০০০ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। আমাদের ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং নতুন প্রজন্মের জন্য ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা গ্রাহকদের আস্থা ও ভালোবাসা অর্জন করেছে।

ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে নিয়মিত বিজনেস কনফারেন্স, যেখানে আমানত, ঋণ, সেবা ও পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা শাখাগুলোকে সম্মাননা দেওয়া হয়। আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি ও প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে নেয়া নানা উদ্যোগ সারা দেশে প্রশংসিত হচ্ছে। একই সাথে, রেমিট্যান্স সেবা আরও নিরাপদ ও সহজ করে তোলা হয়েছে প্রযুক্তির সহায়তায়।

ব্যাংকিংয়ের কঠিন গাণিতিক হিসাবের বাইরেও যে আমাদের সহকর্মীদের ভেতরে সৃজনশীলতা ও মানবিকতার মেলবন্ধন আছে এই প্রকাশনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের কথা'র এই সংখ্যাটি আপনাদেরও ভালো লাগবে এবং আমাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা সার্থক হবে আপনাদের উৎসাহ ও পরামর্শে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

IFIC
আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই
একাউন্ট একটাই
আকর্ষণীয় রেটে দৈনিক মুনাফা পাওয়া যায়
আইএফআইসি একাউন্টে চার্জ ফ্রি লেনদেন করা যায় যতখুশি
আইএফআইসি আমার কার্ড বিদেশেও ব্যবহার করা যায়
ব্যাবসায়িক লেনদেনও করা যায়
থাকুন, দেশের বৃহত্তম ব্যাংকের সাথে
ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ১৪০০+ শাখা-উপশাখা
এজেন্ট নয় সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং
বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ভেতরের পাতায়

০৪ মাননীয় চেয়ারম্যান-এর কথা

০৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

০৯ ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ হাইলাইটস

১০ প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

১৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

১৪ ফিচার- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম

১৮ আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

২২ রং-তুলির গল্প

২৪ কবিতা

৩২ গল্প ও স্মৃতিচারণ

৪১ প্রবন্ধ

৪৪ ভ্রমণকথা

৫০ স্মৃতিকথা

৫৩ ফটোগ্রাফি

৫৫ ইভেন্টস্

৬৪ পরিবারে যারা এলো

৭১ যাদের হারিয়েছি

মাননীয় চেয়ারম্যান-এর কথা

প্রথমেই স্মরণ করতে চাই বিগত জুলাই মাসে নিহত ও আহত সেই সকল বীর ছাত্র-জনতাকে, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে জনগণের সম্মিলিত শক্তির বিজয় ও স্বৈরশাসনের অবসান হয়ে আমরা এক নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। তাঁদের লক্ষ্য, আদর্শ এবং সংগ্রামের পথ অনুসরণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, তবে কোনো বাধাই আমাদের লক্ষ্য অর্জনে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না।

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি মনে করি, এটি শুধু ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের বাইরের একটি উদ্যোগ নয়, বরং আমাদের কর্মীদের সৃজনশীলতা, চিন্তাভাবনা এবং লেখালেখির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি মঞ্চ।

সাহিত্য মানুষের মননশীলতা বিকাশে সহায়ক হয় এবং এটি কর্মক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রত্যেক কর্মীই একজন সৃজনশীল মানুষ এবং 'আমাদের কথা' নিউজলেটার সেই সৃজনশীলতাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের একটি চমৎকার উদ্যোগ। আমি আশা করি, সম্পাদকমণ্ডলী আইএফআইসি ব্যাংক নিয়ে কর্মীদের নিজস্ব ভাবনাও সংগ্রহ করবে এবং 'আমাদের কথা'য় প্রকাশ করবে।

সবশেষে, 'আমাদের কথা' ব্যাংকের সকল কর্মীর মধ্যে একটি নতুন ধারা তৈরি করবে এবং ভবিষ্যতে এটি আরও সমৃদ্ধ এবং প্রভাবশালী হয়ে উঠবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি ব্যাংকের সার্বিক উন্নতির পাশাপাশি প্রত্যেক কর্মীর সফলতা কামনা করি। ধন্যবাদ।

মো. মেহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

আইএফআইসি ব্যাংকের নিউজলেটার 'আমাদের কথা' জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের সংখ্যাতেও অতীতের মতোই সম্মানিত গ্রাহকদেরকে সাথে নিয়ে আমাদের অগ্রযাত্রার এক অনন্য প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

আইএফআইসি ব্যাংক আজ শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক হয়ে গ্রাহকমুখী সেবা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাংকিংয়ের মধ্য দিয়ে পৌঁছে গেছে সারা দেশে, আপামর মানুষের দোরগোড়ায়। প্রযুক্তিনির্ভর এই ডিজিটাল যুগের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ব্যাংকিং কার্যক্রমের আধুনিকায়ন করে চলেছি, যাতে আমাদের গ্রাহকদের জন্য আরো সুবিধাজনক ও কার্যকরী ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা যায়। আমাদের লক্ষ্য শুধু প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন নয়, বরং দক্ষ কর্মী তৈরি করা, যারা আমাদের গ্রাহক সেবার মান আরও উন্নত করতে অবিরত কাজ করে যাচ্ছে।

'আমাদের কথা'র এই সংখ্যাটিতে আমাদের কর্মীদের সৃজনশীল লেখা ও কর্ম একটি বড় অংশজুড়ে প্রকাশিত হচ্ছে। গতানুগতিক জীবনযাত্রার পাশাপাশি যেকোনো ধরনের সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ সবসময় প্রশংসনীয়। যারা রুটিন জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক, আবেগ এবং অনুভূতির মাধ্যমে কাজ করেন, তারা সহজেই গ্রাহকদের প্রয়োজন বুঝতে সক্ষম এবং তাদের সর্বোত্তম সেবা প্রদান করতে পারেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ আমাদের ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠিত হয়। নবনিযুক্ত সম্মানিত চেয়ারম্যান-সহ পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যের যুগোপযোগী নির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার সকল সহকর্মীকে, তাদের অবিরত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম অব্যাহত রেখে আইএফআইসি ব্যাংকের সাথে থাকার জন্য। আমি আশা করি, ভবিষ্যতেও আপনারা আইএফআইসি ব্যাংকের এই অগ্রযাত্রায় শামিল হবেন।

আমি সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

সৈয়দ মনসুর মোস্তফা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আইএফআইসি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ আয়োজিত এ সভায় নবনিযুক্ত স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মো. মেহমুদ হোসেনকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। নিম্নে পুনর্গঠিত এ পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সকল সদস্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হয়েছেন মো. মেহমুদ হোসেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ব্যাংকের পুনর্গঠিত পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভায় তাঁকে ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ব্যাংকটির সংস্কার ও পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। চার দশকের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ ব্যাংকার ন্যাশনাল ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া ও এনআরবি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও গভর্নিং বডির সদস্য ছিলেন।

মো. মেহমুদ হোসেন
চেয়ারম্যান

জনাব মোঃ এবতাদুল ইসলাম স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে গত ০৪ সেপ্টেম্বর নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর সুপারনিউমেরারি অধ্যাপক হিসেবে তিনি ব্যাপক সমাদৃত।

মোঃ এবতাদুল ইসলাম
স্বতন্ত্র পরিচালক

জনাব কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে গত ০৪ সেপ্টেম্বর নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি স্বনামধন্য চার্টার্ড একাউন্টেসি ফার্ম ‘এ ওয়াহাব এন্ড কোং’-এর পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি অডিট, হিসাবরক্ষণ, ট্যাক্সেশন এবং ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টেশন বিষয়ক বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি, বেসরকারি সংস্থা, বিশ্বব্যাংক এবং বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করেছেন।

কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম, এফসিএ
স্বতন্ত্র পরিচালক

জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ব্যাংকের পুনর্গঠিত পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তিনি ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সর্বশেষ অতিরিক্ত সচিব (বিধিবিধান, বাস্তবায়ন ও সরকারি প্রতিষ্ঠান) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
পরিচালক

জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের ম্যাক্রোইকোনোমিক্স পলিসি এনালাইসিস অ্যান্ড ফোরকাস্টিং বিভাগের অধীনে কর্মরত। গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় ব্যাংকের পুনর্গঠিত পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি পরিচালক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন।

মুহাম্মদ মনজুরুল হক
পরিচালক

IFIC
সেবায়
সাফল্যে
আস্থায়
আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি

হাইলাইটস

ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

BDT in mln

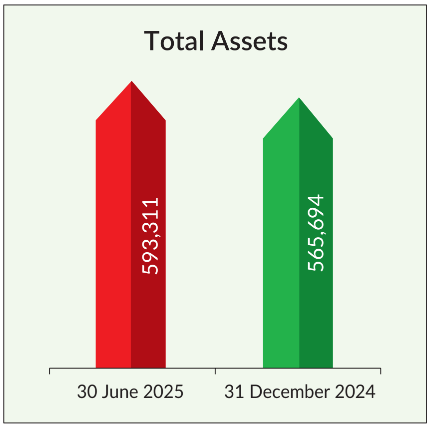

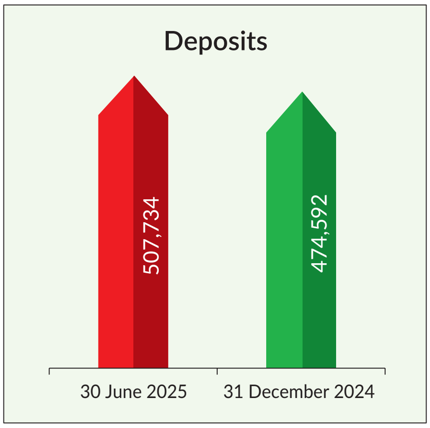

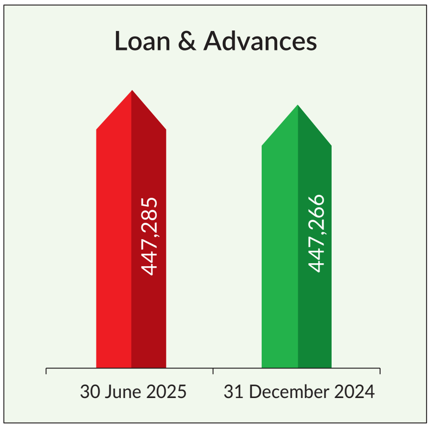

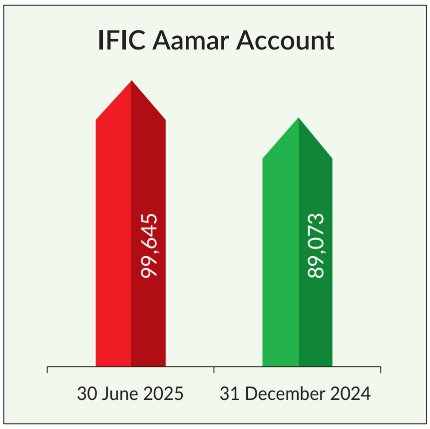

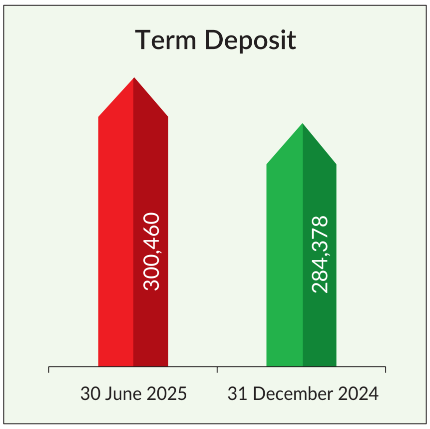

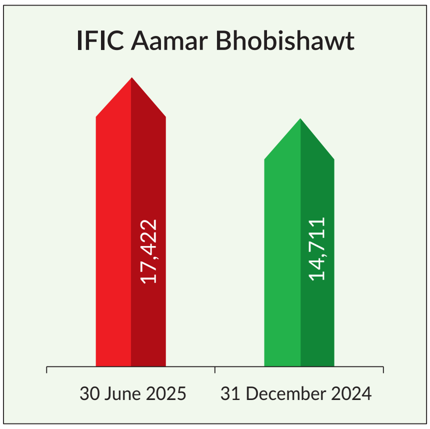

প্রথম অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ৪.৮৮% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯৩,৩১১ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত বছরের তুলনায় ২৮,৩৫২ মিলিয়ন টাকা বেশি। একই সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ৩৩,১৪২ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৭,৭৩৪ মিলিয়ন টাকায় উপনিত হয়েছে, যা বিগত বছরের তুলনায় ৬.৯৮% বেশি এবং ব্যাংকের মোট ঋণ স্থিতি প্রথম অর্ধ-বার্ষিকে ৪৪৭,২৮৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

বিগত বছরের তুলনায় ব্যাংকের মেয়াদি আমানত ৫.৬৬% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩০০,৪৬০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট' বিগত বছরের তুলনায় ১১.৮৭% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯৯,৬৪৫ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও, ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ' বিগত বছরের তুলনায় ১৮.৪৩% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৭,৪২২ মিলিয়ন টাকা।

প্রোডাক্ট, সার্ভিস ও ধারাবাহিক কার্যক্রম

আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই, একাউন্ট একটাই

ইয়ানুর আক্তার

একজন ব্যক্তির জন্য ব্যাংক একাউন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নগদ টাকার নিরাপত্তা, ব্যবসায়িক/পার্সোনাল লেনদেন, বেতন গ্রহণ/প্রদান, ট্যাক্স প্রদান, সঞ্চয় বৃদ্ধি, এসব বিভিন্ন কারণে ব্যাংক একাউন্ট প্রয়োজন হয়। এসব প্রয়োজন লক্ষ্য করে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের একাউন্ট অফার করে থাকে। সাধারণত ব্যাংকগুলো কারেন্ট, সঞ্চয়ী ও এফডিআর হিসাব অফার করে থাকে। কারেন্ট একাউন্টে গ্রাহকরা সীমাহীন লেনদেন সুবিধা পায় ও কোনো মুনাফা প্রদান করা হয় না।

অন্যদিকে সঞ্চয়ী একাউন্টে স্বল্প হারে দ্বিবার্ষিক ভিত্তিতে মুনাফা পাওয়া যায়। আর এফডিআর হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত জমা টাকাতে উচ্চহারে মুনাফা পাওয়া যায়।

এই তিন ধরনের একাউন্টের সম্মিলনে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম IFIC BANK PLC নিয়ে এসেছে 'IFIC আমার একাউন্ট'। এটি একটি অনন্য একাউন্ট, যেখানে কারেন্ট ও সঞ্চয়ী হিসাবের বৈশিষ্ট্যগুলোকে একসাথে অফার করা হয়েছে। কারেন্ট একাউন্টের মতো যত ইচ্ছা লেনদেন করা যায়, আবার সঞ্চয়ী হিসাবের মতো মুনাফাও পাওয়া যায়। এই মুনাফা আবার সঞ্চয়ী হিসাবের মুনাফা থেকে আলাদা। স্ল্যাব-ভিত্তিক মুনাফা দেয়া হয়, যা দৈনিক ভিত্তিতে হিসাব হয় ও প্রতি মাস শেষে একাউন্টে পাওয়া যায়।

আর এই মুনাফা এফডিআর-এর মুনাফার সমান, যা একজন গ্রাহককে দিচ্ছে বাড়তি সুবিধা। প্রতি মাসে এফডিআর-এর মতো উচ্চহারে মুনাফা একজন গ্রাহকের বাড়তি আয় হিসেবে কাজ করে। আমার একাউন্ট-এ গ্রাহকেরা এই একাউন্টে ডিপোজিট করার পাশাপাশি এটিকে লোন একাউন্ট হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে। এই একাউন্টে ডেবিট কার্ড দেওয়া হয়, যা দেশে ও বিদেশে সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়। ফলে, গ্রাহককে বাড়তি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হয় না। এছাড়াও এই একাউন্টে রয়েছে Alternative delivery সার্ভিস- এটিএম, অনলাইন ব্যাংকিং, QR এবং মোবাইল অ্যাপ, যার মাধ্যমে ব্যাংকে না এসেও সহজে লেনদেন করা যায়। তাই এক একাউন্টে সকল সুবিধা আছে বলেই আমরা বলি 'সুবিধা যেমনই চাই, একাউন্ট একটাই'।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৯৯২
হেড অব রিটেইল প্রোডাক্টস্, হেড অফিস

একাউন্ট সার্ভিস ও গভঃ সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট

মোছাঃ রুহ্ আফজা চেতনা

বর্তমান বিশ্বে যখন কাস্টমার সন্তুষ্টি সেবাখাতের সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়, তখন একাউন্ট সার্ভিস ও গভঃ সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহকের একাউন্ট ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করে আসছে। এই বিভাগটি গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত বহুমুখী প্রয়োজনীয়তা, যেমন : একাউন্ট খোলা, চেক বই প্রদান, গ্রাহকের তথ্য হালনাগাদ, সঞ্চয়পত্র খোলা ও নগদায়নসহ যাবতীয় কার্যাবলি যুগোপযোগী দক্ষতার সাথে এবং আইনানুযায়ী সম্পাদন করছে।

ক্রমবর্ধমান নিত্যনূতন গ্রাহক চাহিদা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা আমাদের সেবার ক্ষেত্র ও মান উন্নয়ন করেছি, তার সাথে প্রযুক্তির সংযুক্তি এর গতিকে করেছে অনবদ্য। eKYC, Bulk Account Processing-এর মতো প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়ার ব্যবহার এর কার্যক্রমকে করেছে সহজ ও গতিশীল।

এই বিভাগ তার দক্ষ কর্মীবাহিনীর সাহায্যে গ্রাহকের পাশে নিম্নোক্ত সেবা নিয়ে সবসময় পাশে আছে :

১. হিসাব খোলা
২. চেক ইস্যু করা
৩. তথ্য হালনাগাদ
৪. লেনদেন হালনাগাদ
৫. SS Card-এর তথ্য সংরক্ষণ
৬. একাউন্ট প্রুনিং
৭. অদাবীকৃত আমানত বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রদান
৮. সঞ্চয়পত্র খোলা ও নগদায়ন
৯. ট্রেজারি বিল-বন্ড ক্রয়-বিক্রয়
১০. বিভিন্ন রেগুলেটরি বডিকে গ্রাহকের তথ্য প্রদান

উপরোক্ত সেবা প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংকের ইনকাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিভাগ ২০২৪ সালে শুধু ৫.১৬ কোটি একাউন্ট প্রুনিং থেকে আয় খাতে সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছে।

এই ডিপার্টমেন্ট আরও নিশ্চিত করে যে, সমস্ত কার্যক্রম অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (AML) এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ (CFT)-সহ অন্যান্য ব্যাংকিং নিয়মাবলি অনুসরণ করছে।

গ্রাহকের তথ্য হালনাগাদের নিয়ম, গ্রাহকের ঠিকানা যাচাইসহ আরও অনেক process & policy-তে যুগোপযোগী পরিবর্তন আনার মাধ্যমে আমরা ব্যাংক-কে করে তুলছি গ্রাহকবান্ধব। একই সাথে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে সময়ে সময়ে eKYC, CES-এ আনা হয়েছে পরিবর্তন।

বিগত বছরে আমরা নিম্নোক্ত সংখ্যক কার্য সম্পাদন করেছি :

১. হিসাব খোলা হয়েছে ৩৩১৭২০ টি
২. নিষ্ক্রিয় হিসাব সচল করা হয়েছে ৩৭৯১৪ টি
৩. হিসাব হালনাগাদ করা হয়েছে ৪৪৩৭ টি
৪. নমিনি তথ্য পরিবর্তন হয়েছে ১৬৫৭৮ টি
৫. তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে ৫৬৬৮৯ টি
৬. SS Card-এর তথ্য সংরক্ষণ হয়েছে ৩৪২৬৫২ টি
৭. একাউন্ট প্রুনিং হয়েছে ২৬৬৫০৮ টি

আমাদের শাখা ও উপশাখাগুলোর এই সকল সেবা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়ার জন্য একাউন্ট সার্ভিস ও গভঃ সিকিউরিটিজ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট-এর আছে তিনটি আইপি ফোন নং : ৫৭৩, ৮২০ এবং ৩৮৩।

ক্রমবর্ধমান সেবার পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি কিছু চ্যালেঞ্জের। একাউন্টে মিনিমাম ব্যালেন্স থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে ব্যাংক পরিষেবা সংক্রান্ত আয় হারাচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০২৪ সালে শুধু মিনিমাম ব্যালেন্স না থাকায় ২৫১৮৭৪ সংখ্যক একাউন্ট থেকে সার্ভিস চার্জ কাটা সম্ভব হয়নি।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য একাউন্টে মিনিমাম ব্যালেন্স রাখার বাধ্যবাধকতা করা এখন সময়ের দাবি।

একাউন্ট সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট ব্যাংকের একটি অপরিহার্য অংশরূপে এই শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে তার কাজের পদ্ধতি ও সেবা আরও কার্যকর করার চেষ্টা করছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৩২২
ম্যানেজার, একাউন্ট সার্ভিস

বন্যার্তদের সহায়তায় আইএফআইসি ব্যাংক কর্মীদের একদিনের বেতন প্রদান

আকস্মিক বন্যায় দেশের বিভিন্ন জেলায় সৃষ্ট সংকটময় মুহূর্তে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে আইএফআইসি ব্যাংকের সকল কর্মীরা তাদের একদিনের বেতনের অর্থ অনুদান হিসেবে প্রদান করেছে। গত ২৫ আগস্ট ২০২৪ এ সংশ্লিষ্ট ১ কোটি টাকার একটি চেক মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।

এর আগে গত ২৩ আগস্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-কেন্দ্রিক কয়েকটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে বন্যার্তদের মাঝে বিতরণের জন্য আলাদাভাবে আর্থিক অনুদান, খাবার, জরুরি ওষুধ-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী হস্তান্তর করা হয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে। আইএফআইসি ব্যাংক বিশ্বাস করে, বন্যাদুর্গত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা দুর্দশাপীড়িত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি তৈরি করবে।

‘আইএফআইসি ইসলামিক’ এর

শুভ উদ্বোধন

প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি পরিপূর্ণ ইসলামিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংকিং সেবায় যুক্ত হলো শরীয়াহ্‌ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং সেবা **‘আইএফআইসি ইসলামিক’**। গত ২৫ জুলাই ২০২৪ পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে **‘আইএফআইসি ইসলামিক’** ব্যাংকিং সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, শরীয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ড. মোঃ আনোয়ার হোসাইন মোল্লা-সহ প্রমুখ।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

নতুন নিয়োগ
২৩৫

মোট পদোন্নতি
৪২৬

পরিবারের নবজাতক শিশু সদস্য
৮২

সহকর্মী যাদের হারিয়েছি
২

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ধরন	সংখ্যা
(ক) কোর ব্যাংকিং	৬,৪৪৮
(খ) সফ্‌ট স্কিল	১,০৬৬
(গ) অপারেশনাল এক্সেলেন্স	৯,৯০৯

ফিচার

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম

উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'তে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং তাদের ক্যারিয়ার উন্নয়নের প্রতি আমাদের চলমান প্রতিশ্রুতি তুলে ধরাই এই লেখার উদ্দেশ্য। ব্যাংকের লক্ষ্য একটি গতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মপরিবেশ তৈরি করা, যা এর কর্মীদের ব্যাংকের সফলতায় অবদান রাখতে সক্ষম করে।

পটভূমি : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক বিশ্বাস করে যে, মানবসম্পদই এর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে Human Resource Management Division (মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ)-এর লক্ষ্য এমন একটি কর্মপরিবেশ তৈরি করা, যা সকল কর্মীদের পেশাগত যাত্রায় অনুপ্রেরণা ও সমর্থন জোগায়। ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কর্মশক্তির বৈচিত্র্য এবং কর্মসম্পাদনে তাদের সম্পৃক্ততাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাংকের সফলতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানোই মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের উদ্দেশ্য।

মূল উদ্যোগসমূহ

কর্মশক্তির বৈচিত্র্য : আইএফআইসি ব্যাংক তার কর্মীদের পেশাগত বৈচিত্র্যের বিষয়ে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে এবং বিশ্বাস করে যে, একটি বৈচিত্র্যময় কর্মশক্তি ও কর্মপরিবেশ সর্বদা তার সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে।

ন্যায্য এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সমস্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালনা করে, যা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে মেধা-ভিত্তিক পদায়নকে গুরুত্ব প্রদান করে। এখানে পদায়ন ও পদোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ নীতিমালা অনুসরণ করা হয়, যা সকল ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট : এমপ্লয়িদের ক্রমাগত উন্নয়ন পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে কর্মী সাধারণের বার্ষিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং তাদের কর্মদক্ষতা ও উত্তরোত্তর উন্নতির সুযোগ প্রদান করা হয়।

প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং সুবিধাদি : আইএফআইসি ব্যাংক একটি প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামো বজায় রাখতে সচেতন, যাতে কর্মীরা তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারে। এছাড়াও ব্যাংক তার কর্মীদের জন্য বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সুবিধাসমূহকে গুরুত্ব প্রদান করে।

কর্মী অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া : অভিযোগ এবং অসন্তোষ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীরা তাদের উদ্বেগ/উৎকণ্ঠা ব্যাংককে জানাতে পারে। এক্ষেত্রে, প্রাপ্ত আপত্তিগুলোকে গুরুত্ব প্রদান এবং এর যথাযথ সমাধানের মাধ্যমে ব্যাংকের মাঝে সর্বদা একটি সম্মানজনক কর্মপরিবেশ বজায় রাখা হয়। ব্যাংকের হেল্পলাইন নাম্বারসমূহ এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

কর্মী সম্পৃক্ততা : আইএফআইসি ব্যাংক বছরজুড়ে বিভিন্ন কর্মী সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে, যা কর্মী এবং ব্যাংকের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ব্যাংক তার কর্মীদের শারীরিক সুস্থতা এবং কর্মক্ষেত্র ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সর্বদা উদ্যোগী।

কর্মী প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন : মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং অন্যান্য স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কর্মীদের সারা বছর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এই প্রশিক্ষণগুলি কর্মীদের দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে এবং পেশাগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কর্মজীবনের গতিপথ : কর্মীদের পেশাগত জীবনের গতিপথ স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে আইএফআইসি ব্যাংক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এবং গ্রুমিং প্রোগ্রাম আয়োজন করে থাকে। আইএফআইসি ব্যাংক বিশ্বাস করে যে, কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমেই তাদের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা এবং কর্ম অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি করা যায়।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'তে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে কর্মীদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পেশাগত উন্নয়ন সাধনে নিবেদিত আছে। কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নয়নই ঘটে না, বরং প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য ত্বরান্বিত হয়।

দক্ষতা আর জ্ঞানেই আসবে পেশাগত উন্নয়ন

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'তে কর্মীদের পেশাগত উন্নয়ন শুধু তাদের একটি লক্ষ্য নয়- এটি একটি রোমাঞ্চকর অভিযাত্রা। আমরা আমাদের কর্মীদের দক্ষতা, জ্ঞান এবং নেতৃত্বের গুণাবলি দিয়ে প্রস্তুত করতে নিবেদিত প্রাণ, যা তাদের সফল এবং উদ্ভাবনী হতে সহায়তা করে। কৌশলগত ক্যারিয়ার ব্যবস্থাপনার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের কর্মীদের ধারাবাহিক জ্ঞানার্জন, পেশাগত উন্নয়ন এবং নেতৃত্বের উৎকর্ষতার জন্য অসংখ্য সুযোগ তৈরি করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি), বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, আইসিসি বাংলাদেশ, দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি), বেসক্যাম্প বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, মালয়েশিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট-পুনে এবং ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-আহমেদাবাদ-সহ বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আমাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হয়। এছাড়াও খ্যাতনামা প্রশিক্ষকদের দ্বারা আমাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হয়, যা আমাদের কর্মীদের সফল ক্যারিয়ার গড়তে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

জুলাই ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ সময়কালে আমরা সফলভাবে ৬,৪৪৮ জন অংশগ্রহণকারীকে কোর ব্যাংকিং, ১,০৬৬ জন অংশগ্রহণকারীকে সফট স্কিল এবং ৯,৯০৯ জন অংশগ্রহণকারীকে অপারেশনাল এক্সেলেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি, যা কর্মীদের পেশাগত উন্নয়নে আমাদের প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ। আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'তে আমরা এমন একটি সংস্কৃতি লালন করি যেখানে কর্মীরা নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করতে, তাদের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে এবং প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে অসামান্য অবদান রাখতে উৎসাহিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'তে ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট শুধু সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা নয়- এটি ভবিষ্যৎ গঠন, সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন এবং পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা দেয়, এমন নেতৃত্ব তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে।

'বেসিকস অব ব্যাংকিং', আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

'ইফেক্টিভ ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট', আইএফআইসি ব্যাংক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট

'বিল্ডিং টুগেদার, টুওয়ার্ডস টুমরো', বেসক্যাম্প, সফিপুর, গাজীপুর

'বিল্ডিং টুগেদার, টুওয়ার্ডস টুমরো', বেসক্যাম্প, সফিপুর, গাজীপুর

'বিল্ডিং টুগেদার, টুওয়ার্ডস টুমরো', বেসক্যাম্প, সফিপুর, গাজীপুর

'টিম বিল্ডিং অ্যান্ড লিডারশিপ', বিসিডিএম, রাজেন্দ্রপুর

'টিম বিল্ডিং অ্যান্ড লিডারশিপ', বিসিডিএম, রাজেন্দ্রপুর

'টিম বিল্ডিং অ্যান্ড লিডারশিপ', বিসিডিএম, রাজেন্দ্রপুর

IFIC

আইএফআইসি
আমার
প্রতিবেশী

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

- প্রত্যেক শাখা-উপশাখাতেই আছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-সহ সকল ব্যাংকিং সেবা
- এজেন্ট নয়, সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং
- এক শাখা বা উপশাখার গ্রাহক হলেই দেশের যেকোনো আইএফআইসি শাখা বা উপশাখা থেকে সেবা নেয়া যায় সহজেই

আমাদের কোথাও কোনো এজেন্ট নেই

আইএফআইসি নিয়ে আপনার ভাবনা

আইএফআইসি ব্যাংক নিয়ে ভাবনা

মোঃ আব্দুস সাত্তার

আইএফআইসি ব্যাংক ১৯৭৬ সাল থেকে হাঁটি হাঁটি করে আজ ৪৮তম বছরে পদার্পণ করেছে। এ সুদীর্ঘ যাত্রায় রয়েছে ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার, পরিচালনা পর্ষদ এবং দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। এর ফলে আজ আমরা পেয়েছি নতুন এক ব্যাংকিং অধ্যায়। এই ব্যাংক তিনটি ধারাকে সমন্বিত করে এগিয়ে চলেছে বছরের পর বছর।

বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে ডিপোজিট রেট বাড়িয়ে দিয়েছে, যা নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ঠিক তেমনিভাবে দক্ষ কর্মীবাহিনীর দিকে সুনজর রাখছে। মহামারি ‘করোনাকালীন’ সময়ে আমাদের ব্যাংক কর্মীদের নিরাপদ রাখার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এমনকি ‘করোনাকালীন’ সময়ে কর্মীদের যথাযথ মর্যাদায় ‘প্রণোদনা’ প্রদান করা হয়েছে।

আইএফআইসি ব্যাংক ১৪০০+ শাখা-উপশাখা নিয়ে স্বাধীন বাংলার ভূ-খণ্ডে পাড়ায় পাড়ায় আমার প্রতিবেশী হিসেবে পরিচিত হয়ে এক জয়জয়কার অবস্থার সৃষ্টি করেছে। শাখা-উপশাখার ব্যাংকিং সার্ভিস একযোগে পরিচালিত হওয়ায় গ্রাহকদের মধ্যে লেনদেনের আকর্ষণ বহুগুণে বেড়েছে, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে বিনা খরচে, যা গ্রাহকের মধ্যে ব্যাংকের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসার সৃষ্টি করেছে।

আমাদের ব্যাংকে যে প্রোডাক্ট চালু রয়েছে, তা অন্যান্য ব্যাংক থেকে ভিন্ন স্বাদের। এখানে প্রোডাক্টের বিভিন্ন রূপ প্রস্ফুটিত হয়। আমাদের ইউনিক প্রোডাক্ট হিসেবে বিবেচিত ‘আইএফআইসি আমার একাউন্ট’, ‘আইএফআইসি আমার বাড়ি’, এছাড়াও রয়েছে ‘সহজ একাউন্ট’, ‘আমার ভবিষ্যৎ’ ও ফিক্সড ডিপোজিট-সহ অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন মাপের প্রোডাক্ট।

মুনাফার দিক দিয়ে বিচার করলে আমরাই শতভাগ নিশ্চয়তা দিই। দৈনিক হিসাবের মাধ্যমে মাস শেষে মুনাফা একাউন্টে দিয়ে দেওয়া হয়। গ্রাহক নগদ টাকা পেতে বিশ্বাস করে, সেটা কেবলই আইএফআইসি থেকে পায়। তাছাড়াও দক্ষ কর্মীবাহিনীর সকল কাজের পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের সন্তুষ্টি অন্যের কাছে প্রকাশ করে।

ব্যাংকিং সেবাদানের গুণগত মানের ক্ষেত্রে আমরাই এগিয়ে, কারণ আমাদের ব্যাংকে এক কাউন্টারেই গ্রাহককে সকল সেবা প্রদান করা হয়। এতে তাদের সময় বাঁচে এবং ব্যাংকের প্রতি আস্থা বাড়ে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমার মনে হয়, আইএফআইসি যা বাস্তবায়ন করে, তা অনেক সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদি। গ্রাহকবান্ধব ও কর্মীবান্ধব হওয়ার পাশাপাশি শেয়ার হোল্ডারদের নিয়ে ব্যাংকটি যাতে অদূর ভবিষ্যতে সবার মধ্যে একটি ঐকমত্যের চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করে, সেই পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৫৮৪
ভাণ্ডারিয়া শাখা, পিরোজপুর

তরুণ উদ্যমী দক্ষ জনশক্তি ও আইএফআইসি ব্যাংকের ভবিষ্যৎ

শহীদুল ইসলাম

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি আইএফআইসি ব্যাংকের এই পথচলায় যুক্ত হয়েছে একদল দক্ষ জনশক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক ব্যাংকিং সেবা। দক্ষ জনশক্তি একদিকে ব্যাংকের সেবার মান বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যাংকের সেবাকে করেছে গতিশীল ও নিরাপদ।

বর্তমানে আইএফআইসি ব্যাংক ১৪০০-এর বেশি শাখা-উপশাখা নিয়ে প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে আছে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে এক কাউন্টার থেকে গ্রাহকদের সবরকম আর্থিক সেবা প্রদান করে আসছে আইএফআইসি

ব্যাংক, যা গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি গ্রাহক ভোগান্তি দূর করেছে। উপশাখার মাধ্যমে গ্রামের নিরক্ষর ও নিম্নবিত্ত মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংক আমানত বৃদ্ধি করেছে, যা অনেক ব্যাংকের জন্য দৃষ্টান্ত। দেশজুড়ে বিস্তৃত ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের কারণে আইএফআইসি এখন সবার মুখে মুখে।

বছরব্যাপী বিভিন্ন অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রাম ও শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ আইএফআইসি'কে করেছে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও অন্য ব্যাংক থেকে আলাদা। ব্যাংকের ইউনিক প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট', 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট' এবং 'আইএফআইসি আমার বাড়ি' ব্যাংকের ব্র্যান্ড ভ্যালু সৃষ্টির পাশাপাশি ব্যাংকের আমানত ও ঋণ প্রবৃদ্ধিকে করেছে গতিশীল। প্রথম প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে আইএফআইসি অদূর ভবিষ্যতে এক লক্ষ কোটি টাকা আমানতের মাইলফলক অর্জন করবে আমাদের প্রত্যাশা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৯৪
চাপরাশির হাট উপশাখা, নোয়াখালী

আইএফআইসি ব্যাংক : আধুনিকতার পথে অগ্রযাত্রা

আমিরুল আজিম

আইএফআইসি ব্যাংক বাংলাদেশের আর্থিক খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম, যা নিরলসভাবে গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভবিষ্যতে ব্যাংকের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করা যেতে পারে।

ডিজিটাল রূপান্তর : আধুনিক ব্যাংকিং বিশ্বে টিকে থাকতে ডিজিটাল ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম আরও উন্নত করা জরুরি। মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপের ব্যবহার সহজ, দ্রুত এবং নিরাপদ করে তোলা গেলে গ্রাহক সন্তুষ্টি ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা : প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান করা অপরিহার্য। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী পার্সোনালাইজড ব্যাংকিং সলিউশন, দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রোঅ্যাকটিভ কাস্টমার সার্ভিসের ওপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

নতুন প্রজন্মের বিনিয়োগ : তরুণ প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ স্টার্টআপ ফাইন্যান্সিং প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে, যা দেশের উদ্যোক্তা সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

সবুজ ব্যাংকিং : পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ, যেমন : পেপারলেস ব্যাংকিং, গ্রিন লোন প্রোগ্রাম, এবং টেকসই বিনিয়োগে অগ্রাধিকার, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি দায়িত্বশীল ব্যাংকিং সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

সর্বোপরি, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং মানবিক সেবার সমন্বয়ে আইএফআইসি ব্যাংক ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং আস্থাশীল একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে, এই আমার বিশ্বাস।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৪৩৭
আবুল হাসনাত রোড উপশাখা, ঢাকা

আইএফআইসি ব্যাংক : ব্যাংকিং জগতের নতুন দিগন্ত

মোঃ সোহাগ হাওলাদার

জনাব আনিস সাহেব চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেবেন, তার আগেই ব্যাংকিং কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেল। জনাবা নাসরিন বেগম টাকা জমা দেবেন এবং একটি চেকবই অর্ডার দেবেন; যখন তিনি এক টেবিলে সেবাগুলো পেয়ে গেলেন, তখন তিনিও অবাক হয়ে গেলেন। টেবিলে টেবিলে ঘোরার সাথে ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় হচ্ছে না বলে জনাব সুমন সাহেব আজ বেজায় খুশি। ছাত্র থেকে শিক্ষক, চাকরিজীবী থেকে ব্যবসায়ী, তরুণ থেকে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এভাবে লক্ষ লক্ষ সন্তুষ্ট গ্রাহকের আস্থার ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি।

১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখা নিয়ে সফলতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আইএফআইসি ব্যাংক ৪৮ বছর পেরিয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস, আকর্ষণীয় ব্যাংক একাউন্ট, সুবিস্তৃত নেটওয়ার্ক, উন্নত প্রযুক্তি সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে গণমানুষের সাথে কীভাবে মিশে যেতে হয়। সুপরিকল্পিতভাবে আইএফআইসি ব্যাংক শক্তিশালী ব্র্যান্ড হিসেবে পৌঁছে গিয়েছে মানুষের দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা নিয়ে।

যথার্থ দিকনির্দেশনা, প্রযুক্তির ক্রমাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীবাহিনী, চমকপ্রদ ব্যাংকিং প্রোডাক্টসমূহ, ওয়ান স্টপ সার্ভিস মডিউল, ব্রাঞ্চ ব্যাংকিংয়ের সাথে হেড অফিসের কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংক এগিয়ে চলেছে উন্নতির সোপানে, আপন গতিতে স্বমহিমায়।

করোনার সময়ে যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চাকরির দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিল, তখন আইএফআইসি ব্যাংক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে আপন করে নেয় নতুন নতুন কর্মীদের। পথ চলতে চলতে আইএফআইসি ব্যাংক হয়ে উঠেছে একটি পরিবারের মতো এমপ্লয়িদের কাছে, গ্রাহকের কাছে।

আইএফআইসি ব্যাংক নিয়ে স্বপ্ন লালন করি- একদিন এই ব্যাংক হয়ে উঠবে গণমানুষের জন্য কমপ্লিট প্যাকেজ এবং কমফোর্ট জোনের ব্যাংক। সেই দৃষ্টিভঙ্গি এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার আলোকে কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাচ্ছি :

১. গ্রাহকের জন্য পরোক্ষ উপযোগ সৃষ্টি : ব্যাংকিং সুবিধার পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য পরোক্ষ কিছু সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ভাবা যেতে পারে। যেমন : স্বাস্থ্য চেকআপ সুবিধা, দৈনন্দিন জীবনে গ্রাহকের যেসব প্রতিষ্ঠানে আনাগোনা, তাদের সাথে MOU, বিভিন্ন বিশ্বস্ত জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের সাথে কোলাবোরেশন ইত্যাদি করা যেতে পারে।

২. ব্যাংকিং পণ্যের উন্নয়ন : গ্রাহকের চাহিদার ভিত্তিতে কোটিপতি স্কিম, মিলিয়নিয়ার স্কিম, লাখপতি স্কিম, শিক্ষা/বিবাহ/মোহরানা স্কিমগুলো নিয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। পাশাপাশি নারী, সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আলাদা ব্যাংক একাউন্টও প্রচলন করা যেতে পারে।

৩. শাখা-উপশাখায় সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা : ত্রাণ সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে ডাক্তার ক্যাম্প, শিক্ষাবৃত্তি, আত্মহত্যা প্রতিরোধ প্রোগ্রাম ইত্যাদি শাখা-উপশাখার মাধ্যমে পরিচালিত হলে এলাকাভিত্তিক জনগণের মধ্যে পরিচিতি বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি আস্থার উন্নয়ন ঘটতে পারে।

৪. স্থানীয় প্রসারমূলক কার্যক্রম : বৃহত্তর ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয় ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম, যেমন : স্থানীয় বিখ্যাত ইভেন্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার, কমিউনিটি'র সাথে জড়িত অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. গ্রাহক মতামত জরিপ : যত কলাকৌশল/কার্যক্রম সবকিছুই গ্রাহকদের কেন্দ্র করে। একটি জরিপ কার্যক্রম করা যেতে পারে, যেখানে আইএফআইসি ব্যাংকের সেবা উন্নয়নে এবং ব্যাংকিং পণ্য সংক্রান্ত গ্রাহকদের পরামর্শ, অভিযোগ ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও আরও কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে, যেমন : সফলদের অভিজ্ঞতা শেয়ারিং ট্রেনিং আয়োজন, গ্রাহক বিশ্লেষণ, প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নয়ন, কমিউনিটি বিনিয়োগ, স্মল বিজনেস সলিউশন, স্টপ ওয়াচ ব্যাংকিং সেবা, কর্পোরেট একাউন্ট/ডিলার/সরবরাহকারীদের একাউন্ট বৃদ্ধিকরণ, বিদ্যমান গ্রাহকের জন্য লয়্যালিটি প্রোগ্রাম, সিআরএম ব্যবস্থা, চেইন মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং আরো শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি।

সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আইএফআইসি ব্যাংক জনপ্রিয়তায় এবং আস্থায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। গ্রাহকের অগাধ বিশ্বস্ততায়, ভালোবাসায় আইএফআইসি ব্যাংক সফলতার চূড়ায় আরোহণ করবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৫৩১
কাউখালি উপশাখা, পিরোজপুর

উদ্ভাবন ও সেবার মেলবন্ধনে আইএফআইসি ব্যাংক

মোঃ বায়েজিদ ইসলাম

বর্তমানে আইএফআইসি ব্যাংক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা দেশের ব্যাংকিং খাতে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। এই বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহজে সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম। সার্বিক সেবা এবং প্রযুক্তিগত উদ্যোগগুলোর কারণে এটি দিন দিন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে আইএফআইসি ব্যাংক অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। মোবাইল অ্যাপ এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবাগুলোর মাধ্যমে গ্রাহকরা দ্রুত এবং নিরাপদভাবে লেনদেন করতে পারেন, যা বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্ভাবনী মনোভাবের মাধ্যমে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে পেরেছে, যা বাংলাদেশের ডিজিটাল অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কর্পোরেট ব্যাংকিং এবং ট্রেড ফিন্যান্সের ক্ষেত্রেও আইএফআইসি ব্যাংকের অবদান লক্ষণীয়। দেশের ব্যবসায়ীদের যখন আন্তর্জাতিক লেনদেন বা ঋণ সেবা প্রয়োজন, তখন আইএফআইসি ব্যাংক তাদের প্রয়োজনীয় সেবা দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে প্রদান করছে। এর ফলে, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতের উন্নয়নেও ব্যাংকটির অবদান অনস্বীকার্য।

তবে, প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন আইএফআইসি ব্যাংককে আরও উদ্ভাবনী পথে অগ্রসর করবে। ফিনটেক সেবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, সেবার মান এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে আরও উন্নতি করতে হবে, যাতে বাজারে ব্যাংকের অবস্থান অধিক শক্তিশালী থাকে।

সব মিলিয়ে আইএফআইসি ব্যাংক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হিসেবে গ্রাহকদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। এভাবেই সেবা, প্রযুক্তি এবং দক্ষ কর্মীদের আন্তরিকতার সমন্বয়ে দেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রায় অনন্য ভূমিকায় আজ আইএফআইসি ব্যাংক।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৩৬৬
হাজীগঞ্জ ওয়াপদার পুল উপশাখা, নারায়ণগঞ্জ

এটা কি ১৬২৫৫ ?

মোঃ মাসুদ মিয়া

সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অফিস শেষ করে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আব্বার সাথে পরামর্শ করতে হবে। আব্বাই ডেকেছেন বাড়িতে যাওয়ার জন্য। নিজের গাড়িতেই যাচ্ছি। আড়াই তিন ঘণ্টার জার্নি হলেও পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা লেগে যায় রাস্তার যানজটের কারণে।

যাহোক, রাত এগারোটা বেজে গেল কিশোরগঞ্জ পৌঁছাতে। কিশোরগঞ্জ প্রবেশের মুখে একটি পেট্রোল পাম্পে গাড়ি থামালাম তেল নিতে। ড্রাইভারকে রেখে পাশের একটা দোকানে ঢুকলাম বাচ্চাদের জন্য কিছু চকলেট বিস্কুট কিনতে। দোকানে আরও দু'-তিনজন ক্রেতা ছিল। যেহেতু বৃহস্পতিবার আইএফআইসি ব্যাংকের Dress Down Day, আমার পরনে ছিল ব্যাংক প্রদত্ত লোগো সম্বলিত পোলো শার্ট। আমার পাশে দাঁড়ানো একজন ক্রেতা একবার আমার দিকে তাকাল। পরক্ষণেই সে আমার পরনের পোলো শার্টের দিকে একটু ঝুকে সুর তুলে গেয়ে উঠলো, "এটা কি ওয়ান সিক্স টু ফাইভ ফাইভ।" তারপর থেমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, আপনি কি আইএফআইসি ব্যাংকে চাকরি করেন?" আমি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াতেই বলল, "টিভিতে আপনাদের বিজ্ঞাপনগুলো দেখি, খুব ভালো লাগে।" লোকটির কথা শুনে কিঞ্চিৎ পুলকিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি আইএফআইসি ব্যাংকে যান?" "না। ভয় করে, এটাতো বড়লোকদের ব্যাংক।" লোকটির উত্তর।

লোকটির হেন জবাবে আমি এক প্রকার অবাক হলাম। কী বলে এসব? ব্যাংকে যেতে ভয় করে! আমি লোকটিকে বললাম, "ভাই, আপনি কী বলেন এসব? ব্যাংকে যেতে ভয় করবে কেন? বড়লোক-ছোটলোক বলতে কিছু নেই, আইএফআইসি ব্যাংক সকল স্তরের মানুষের ব্যাংক।" লোকটিকে আমার একটি ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি রবিবারেই ব্যাংকে যাবেন। এমনি এমনি ঘুরে আসবেন। ব্যাংকে যেয়ে আমাকে একটা ফোন দিবেন। আমি ম্যানেজারকে বলে দেবো, আপনি এককাপ চা খেয়ে আসবেন।" লোকটি ভিজিটিং কার্ডটা হাতে নিয়ে একপলক চোখ বোলালো। তারপর জিগ্যেস করল, "আপনি হেড অফিসে চাকরি করেন? ভাই আমার বাড়ি করার জন্য একটা লোন দরকার। আমাকে একটা লোন করিয়ে দেন না।" লোকটির কণ্ঠে বিনয়ের সুর। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "আপনার বাড়ি করার মতো জায়গা আছে?" জবাবে লোকটি বলল যে, তার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া একটা জায়গা রয়েছে শহরের প্রাণকেন্দ্রে। সেখানে সে বাড়ি করতে চায়। "আপনি ব্যাংকে যান, ম্যানেজার সাহেবকে সব খুলে বলুন। উনিই ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া আমার কার্ডতো আছেই। প্রয়োজনে যোগাযোগ করবেন আমার সাথে।" বললাম আমি। প্রতি উত্তরে লোকটি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করল যে রবিবারই সে ব্যাংকে যেয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করবে এবং আমার সাথেও ফোনে যোগাযোগ করবে।

গাড়িতে উঠে বসলাম। ভাবছি টিভির এই অ্যাডগুলি কীভাবে গ্রামে-গঞ্জে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের এই ব্যাংকটাকে পরিচিত করে তুলছে। সারা দেশে শাখা-উপশাখার বিস্তৃতিও এর একটা বড় কারণ। বাকি শুধু আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। একদিন হয়তো আমরাই পারব আমাদের এই ব্যাংকটাকে সার্বিক বিবেচনায় দেশের নাম্বার ওয়ান ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১৮৮৪
ট্রেড সার্ভিস সেন্টার-১

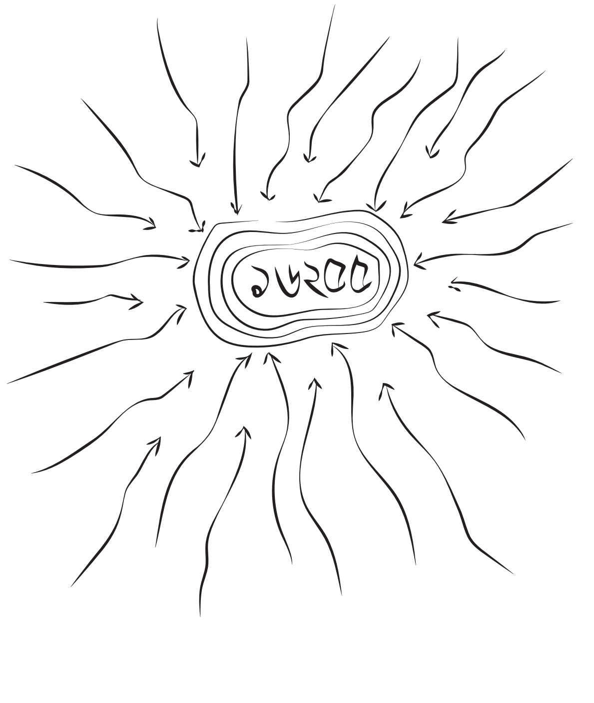

রং-তুলির গল্প

মো. নুরুল আবসার
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৮৯৪
খাজা রোড উপশাখা, চট্টগ্রাম

জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৬৬১
শান্তিরহাট উপশাখা, চট্টগ্রাম

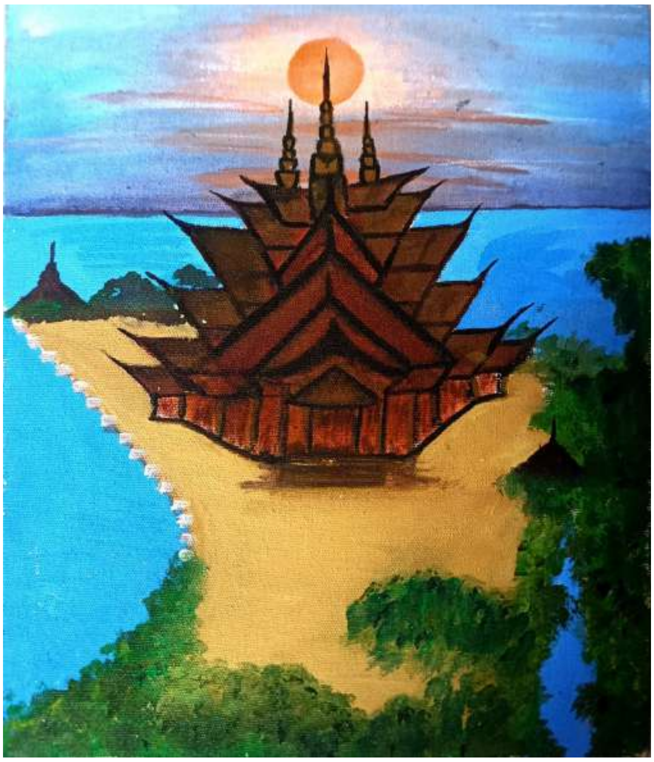

আনিকা আরজু
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭১৮৯
প্রধান কার্যালয়

মাসুমা ইবতেকার নাবিলা
এমপ্লয়ি আইডি : ১০৬৩৭
মানিকগঞ্জ শাখা, মানিকগঞ্জ

হৃতু সরকার
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৪০৬
আম্বরখানা শাখা, সিলেট

কবিতা

সম্প্রীতির ইতিকথা

প্রণব মোদক

গল্পটা সাড়ে ছয় কোটি মানুষের,
লিখা হয়েছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
পুরো বুকজুড়ে,
ব্যয় হয়েছিল কিছু বুলেট,
তাজা প্রাণ, অনেক রক্ত, আর
সবচেয়ে বড় ছিল সম্ভ্রম,
শকুন যদি বুভুক্ষু হয়,
কতটা হিংস্র হয়
তা দেখেছিলাম আমরা!
আমরা?
আমরা কারা,
কোন জাতি কোন জনগোষ্ঠী
কোন সম্প্রদায়?
শকুন কি ভেদ করে শব ভক্ষণে!
বিচার করে কি সে হিন্দু মুসলিমে!
আজ সুবর্ণখচিত এই মানচিত্রে
চোখ মেলে দেখি,
কত নির্ঘুম, কত বুদ্ধিজীবীর নিথর দেহের
ঐ শীতল চাহনি,
চেয়ে আছে আমাদের দিকে।
কী করেছি, কী দিয়েছি এই দেশকে!
কী ভেবেছি, কী শিখেছি এই ইতিহাস থেকে।
ইতিহাস একদিনে হয় না।
তখনো হয়নি।
লেগেছিল প্রায় সাড়ে নয় মাস।
আজ পথ ঘাট সবজুড়ে
আবার সেই নোংরা শকুন।
যারা ধর্মের খেলা খেলে।
যারা ভুলে গেছে এই দেশের ইতিহাস,
আমার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, আমার ভাসানীর কথা।
যারা আজ ভয় পায়,
দেশের জন্যে নিজের রক্ত দিতে!
শকুন যদি বুভুক্ষু হয়,
কতটা হিংস্র হয় জানি আমরা!
চলুন। না হই হিন্দু, না হই মুসলিম,
চলুন বাংলাদেশি হই,
চলুন আমরাই মিলে এই দেশ হই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৫৪৯
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, প্রধান কার্যালয়

ভাবনার অসঙ্গতি

মো. এমরান হোসেন

কেনইবা নিজেকে নিয়ে রহস্য করছ-
নিজেকে লুকিয়ে রাখছ নিজের মাঝে?
কোনো কিছুই কি তোমার দৃষ্টিগোচর হয়নি-
যে আমি তোমার কাছে কী চাই?
আমার কথাগুলো কি তোমাকে এতটুকু আলোড়িত করতে পারেনি,
আমার কোনো চাওয়াই কি তোমার বোধগম্য নয়,
আমার কোনো পাওয়াই কি তোমার চাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়?
আমার সব কিছুই কি ভুল, অসুন্দর, মিথ্যা, বিরক্তিকর!
আচ্ছা, সবকিছু কি বদলে যেতে পারে না?
এমন কি হয় না- যে আমি তোমার মনের মানুষ,
তুমি আমাকে এতটাই ভালোবাস- যে তা আমার চেয়েও কিছুটা বেশি!
প্রতিটা ক্ষণ, প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা সময় তুমি আমাকে নিয়ে থাকো-
আর আমি তোমার সাথে,
আমার ভাবনা তোমায় নিয়ে, তোমার স্বপ্ন আমার চোখে।
আজ আমি হারিয়ে যাব- তোমার মাঝে!

যখন আমি লিখছিলাম, তখন আমার ভাবনায় শুধু তুমিই ছিলে,
তুমি এত সুন্দর- যে আমি নিজেই তা জানি না
শুধু জানি তুমি আমার, শুধু-ই আমার।

হঠাৎ বৈপরীত্য! নির্জনতা ভেঙে তার মুখে খৈ ফুটেছে-
অসাড় দেহে প্রাণের সঞ্চার- হোক না, কিন্তু তা কি এভাবেই!
সত্যি বলছি, তার কণ্ঠস্বর, মুক্তঝরা বচন ছিল অতুলনীয়-
আর তার কথাগুলো ছিল প্রাণবন্ত, হৃদয়গ্রাহী,
আর সুন্দরের চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর!

কিন্তু তা প্রতি মুহূর্তে আমাকে হিংস্র হায়েনার মতো তাড়া করে বেড়ায়,
আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে বিভৎস করে দেয় ভরা প্রান্তর,
আর মৃত্যুকূপ হয়ে আমাকে পাওয়ার আশায় অস্থির সময় কাটায়!
আমার ভাবনার বিপরীতে তার কিছুটা সময়ের ভাবনা হয়তোবা এরকম-ই!
যে হোক না-আমি আশা করব-
আমার অনপুস্থিতিতে এর চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর হবে তোমার ভাবনাগুলো!
যেখানে আমি থাকব না, তোমার পথে আমার ছায়া কখনো-ই পড়বে না,
তুমি তোমার-তার, আমার কেউ নও!
(ড্রামাটিক মনোলগ)

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৫০৮
আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম

সবুজ লালের বাগান বিলাস

মনীষা খন্দকার

প্রিয় বাগান বিলাস,
আমার মনের বারান্দায় তুমি,
তোমার রঙের ছায়ায় আমি,
হব রঙিন- সাদা, হলুদ, লাল, গোলাপি রঙে।

এ রং যখন সবুজ তখন তুমি আমার এক স্বপ্ন,
স্বপ্ন একদিন আলোকিত করার,
স্বপ্ন একদিন আলোকিত হবার,
স্বপ্ন এক নতুন রঙে ভরবে মনের পৃথিবী।

এই পৃথিবী শুনবে স্বপ্নপূরণের চিৎকার,
এই পৃথিবী দেখবে স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার,
এ অঙ্গীকার নতুন দিনের।
যেদিন শুধু আমার পৃথিবীর মতো
স্বপ্ন থাকবে প্রিয় মানুষের পৃথিবীতে।

প্রিয় বাগান বিলাস,
থেকো তুমি প্রিয় মানুষের বারান্দায়,

তোমার রঙের ছায়ায় সবাই,
হবে রঙিন-সাদা, হলুদ, লাল, গোলাপি রঙে।

আজ অপেক্ষায় রয়েছি সবুজের মাঝে লাল হওয়ার স্বপ্নে, গৌরবে।
সবুজের মাঝে লাল রং হবার এ ইতিহাস যেন থাকে সবার স্মৃতির পাতায়।
ইতিহাসের এই সুবাস আমার শুধু নয়
ইতিহাসের এ সুবাস সবার।

প্রিয় বাগান বিলাস, সবুজ লালের এ রঙের যাত্রা পথ শুভ হোক।
আমার মনের বারান্দায় তুমি,
তোমার রঙের ছায়ায় আমি,
শুভ হোক আগামী।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৯২২
সিআরএম ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

সাধু

মোঃ আব্দুল মমিন

আমি নয় সাধুদের দলে,
অকাজ করিয়া, সাধু সাজে।
আমি নয় সাধুদের দলে,
সুযোগের অভাবে, সাধু থাকে।
মুখের বুলি, অন্তরে ঝুলি।
ভিন্ন যে মানুষগুলি,
সাধুবাদ তাদের মুখের বুলি।
মুখে তাদের ফুলঝুড়ি।
এইসব তাদের ফাঁকা বুলি।
সুযোগের জন্য উঠি কোলে
দুঃখের সময় অনেক দূরে।
আমি নয় এমন সাধু,
মানুষের মাথায় ভাঙি কদু।
আচার-আচরণ এত জাদু,
অল্পতে মানুষ হয় কাবু।
চেহারা দেখতে নিষ্পাপ।
তাদের তুল্য প্রাণী সাপ।
তাদের করিলে সমালোচনা।
উপহার হাজারো ভৎসনা।
আমার মধ্যে জন্মে দ্বিধা।
আসলে কি সরল সিধা।
আমি নয় সাধুদের দলে।
অন্যের কাঁধে ভর করে চলে।
চুরি করিবে কৃতিত্ব সব।
ধরিবে আবার সাধুর ভান।
শুনিলে তাদের প্রবচন
আকৃষ্ট হয় মানুষ জন।
সর্ব মূলে তাদের হাত।

জিজ্ঞেসিলে অজ্ঞাত ভাব।
এমন সাধু নিপাত যাক।
পৃথিবীর মানুষ ভালো থাক।

এমপ্লয়ি আইডি: ০০৭৯৫৮
ভালাইপুর বাজার উপশাখা, চুয়াডাঙ্গা

পথ ও পথিক

মো. আল- আমিন

আমি যে পথটা ধরে কর্মক্ষেত্রে যাই-
প্রায়ই দেখি,
একদল ছানা দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে,
টুপি আর আলখেল্লা পরা একদল
জিকির করতে করতে রাস্তা পার হচ্ছে।
সদ্য প্রেমে পড়া যুগলরা হাঁটছে হাত ধরে।

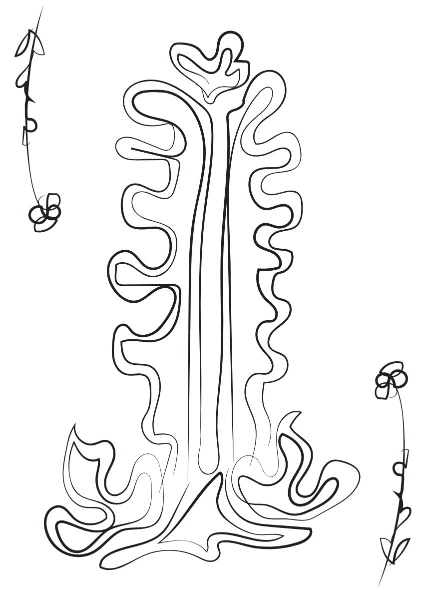

কেউ আবার পথের ধারের একগুচ্ছ ভৃঙ্গরাজ ফুল
প্রেমিকার কানে গুঁজে দিচ্ছে।

সানাই বাজিয়ে বরযাত্রী কনে বাড়ি যাচ্ছে।
রিকশাওয়ালা বেল বাজিয়ে প্যাসেঞ্জার হাঁকছে
ভয়াবহ দুর্ঘটনায় কেউ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ছে।
উৎসুক জনতা ধরাধরি করে সেবা-শুশ্রুষা দিচ্ছে

প্রায়শই দেখি,
কারো শবদাহ হচ্ছে,
কাউকে আবার খাটিয়া থেকে নামানো হচ্ছে কবরে।

মসজিদ থেকে আজান ভেসে আসছে,
মন্দির থেকে আসছে মাঝে মাঝে ধ্বনি।
আর আমি গুনগুন করে গেয়ে যাই-

'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া'।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৪
মেহের কালিবাড়ি উপশাখা, চাঁদপুর

সঞ্চয়ের সুর, নিরাপত্তার নূপুর

মাসুম আলী গাজী

আইএফআইসি ব্যাংক, দেশের সেরা নাম,
বিশ্বস্ততার সঙ্গী হয়ে রবে চিরকাল।
অর্থের প্রতীক, ভবিষ্যতের দিশা,
বিশ্বাসের পাথেয়, যে দিয়েছে নিশ্চয়তা।
দূরের অন্ধকারে আলোর হাত,
বিশ্বাসের জাল, স্বপ্নের সঙ্গী সাথ।

প্রতিটি সঞ্চয়, একটি নতুন গল্প,
আইএফআইসি, যেখানে থাকে সবার ভালো কল্প।
স্বচ্ছ ব্যাংকিং, ডিজিটাল সেবা,
ব্যবসায়ে গতি, মানুষকে দেবে আশা।
সেবা ও সহজতা, মিলে একাকার,
অর্থের জগতে জুড়ি মেলা ভার।

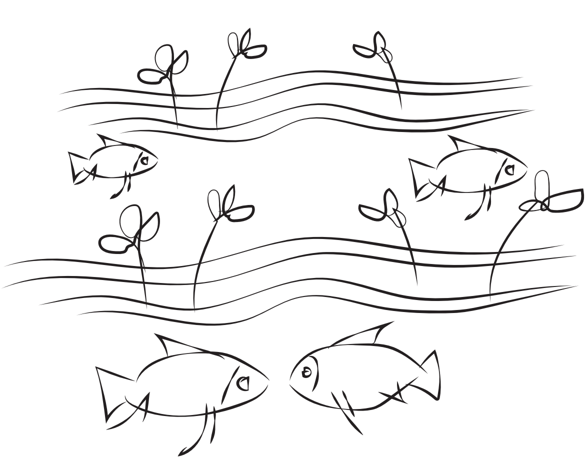

ডেবিট কার্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াও,
অ্যাকাউন্ট খুলে, সুখে ভেসে যাও।
লোন নাও যদি, চিন্তা নেই কিছু,
সুদ কম, সুবিধা অসীম, ভাবনাহীন প্রতিদিন।
আনন্দে থাকো, সুখে কাটাও দিন,
আইএফআইসি তোমার সাথে রবে চিরদিন।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০২০৫৯
হেড অব শেয়ার, প্রধান কার্যালয়

মায়ের শূন্যতা

মোঃ রিয়াদ আকন

আঁধারে শুরু আঁধারেই শেষ
মাঝের জীবন রঙিন বেশ
যেখানে মায়ের মমতা ছিল
যত্নে পৃথিবী দেখিয়েছিল

এত আঁধার আমি দেখিনি মা
সবই মরীচিকা-কল্পনা?
জগৎ জুড়ে নিস্তব্ধতা
খানেক পরে অসীম-যাত্রা

ভূমিকম্পের মতো কাঁপুনি দিচ্ছে
চারপাশে মাটি চেপে ধরেছে
দেহে বইছে দাবানলের তাপ
নিয়তিতে লেখা এ কোন ধাপ?

মায়ের গর্ভ থেকে ভূগর্ভে
কাটানো সময় কি আর ফিরবে?
নিয়তি যে কভু বদলাবে না
মায়ের আঙুল ধরা হবে না

"রেখে গেলাম চিরবিদায় কালে
কাঁদিস না খোকা যাচ্ছি বলে
একা লাগলে ভারী বিষন্ন মনে
মাকে ডাক দিস প্রয়োজনে"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৩৯
পটুয়াখালী শাখা, পটুয়াখালী

বিচ্ছেদের নোনাজল

মায়েশা সিদ্দিকা দোলন

অনেকদিন বৃষ্টিতে ভেজা হয় না
অনেকদিন আনমনে কথা হয় না
ডিজিটাল যুগে টেলিপ্যাথির নির্লিপ্ততা আমাকে পীড়া দেয়
অনেকদিন আমাকে খোঁজো না
অনেকদিন আমারও তোমায় খোঁজা হয় না
বিষাদ দিন পার হয় মনের মাঝে
অনেকদিন তোমায় দেখি না
অনেকদিন তোমার ঘ্রাণে ভাসি না
যুগ যুগ পার হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছেদের নোনাজলে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৪৯৬
খন্দকার বাড়ি মোড় উপশাখা, ঢাকা

একজন নারীর আত্মকথন

মোঃ রাফায়াত উল্লাহ

আমি ভালো নেই!
চারিদিকে হায়েনাদের উল্লাস।
জ্বলজ্বল করতে থাকা চোখে যেন
ক্ষিপ্রতার জ্বলোচ্ছাস!

কেহ চায়নি জানতে
কোন মায়ায় এখনো জেগে আছে মন।

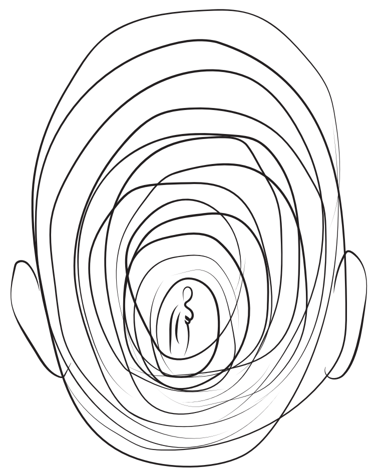

শুধু চেয়েছে জানতে
ভাঙতে থাকা এই দেহখানার বিবরণ।

অন্ধকার চারিদিকে যেন
শুনতে পাই ভৌতিক সব হাসি।
আমিও তো মানুষ,
আমারও তো শুনতে ইচ্ছে করে
ভালোবাসি, ভালোবাসি।

যেদিকে চোখ যায় দেখি
ক্ষুধার্ত চোখগুলোর দাবানল।
সিক্ত এই মনে সুপ্ত বাসনা জাগে
ভাঙতে অসহায়ত্বের শিকল।

তবুও শত বাধা পেরিয়ে
জীবন নদী দিতে হবে পাড়ি।
জীবনটা যে আমার সংগ্রামের
কারণ আমি যে নারী!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৭৮
মঠখোলা বাজার উপশাখা, কিশোরগঞ্জ

একেলা বরষাতে

মোঃ সালেমীর হোসেন

শীতেরো টানে আশ্বিন সমাপ্তিক্ষণে,
জগত মাঝে সঞ্চার তব প্রাণে!
রোদেরো মাঝে লুকায়ে আড়ালে,
ঘনকালো মেঘ থমকে দাঁড়ালে!

নিঃশব্দে বুঝি সরলতা খুঁজি,
ধরণী বুকে নামিয়া আসিলে আজি!
ক্লান্ত দিনে এই বিরাট বরষায়,
রাজপথে তারকা লহরী বয়ে যায়!

পথেরো দু-তীর ভাঙি বারি,
শুকনো বালুকায় বুঝি খুঁজিছে তারই!

সোনালি খড়ের ছোট্ট ছাউনিতে,
জ্বলিছে জোনাকি যেন রূপোলী আলোতে!

আমি মূক হইয়া দেখি চাহিয়া,
কেমনে কাঁদিছে আকাশ বধির হইয়া!
প্রকৃতির রূপের বাখানি, আমি আর কি জানি,
অন্ধের মতো তাই কান পেতে শুনি,
বরষার নূপুর পরা পায়ের মৃদু ধ্বনি!!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭২৯৩
পুড়াপাড়া বাজার উপশাখা, ঝিনাইদহ

অধিকারের লড়াই

মোঃ রিয়াদ আকন

শেকল, লাঠি, গুলি
আটকাবে না বুলি

দেয়ালে রং-তুলি
অধিকার নিয়ে বলি

প্ল্যাকার্ড, লেখা, গিটার
সময় আওয়াজ তোলার
আঘাত আসবে আবার
মানা যাবে না হার

রাজপথে বর্বরতা
দেশজুড়ে বিষণ্নতা
জাগ্রত এই জনতা
চাইছে না তার ক্ষমতা

আজ রুখে দাঁড়াই
নেতৃত্বে মেধাবীরাই
বাঁচা কিংবা মরাই
দেশের জন্য লড়াই

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৩৯
পটুয়াখালী শাখা, পটুয়াখালী

আইএফআইসি ব্যাংক

মো. শরীফ উদ্দীন

দিনে দিনে বাড়ছে ব্যাংক, গড়ছে নতুন শাখা
দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে, অর্থনীতির চাকা।
ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসনে,
আস্থা অর্জন করেছে আইএফআইসি জনমনে।

শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে যেখানেই যায়,
সর্বত্রই আইএফআইসির শাখা খুঁজে পাই।
জমা, উত্তোলন কিংবা লোনের আবেদন,
এক কাউন্টারেই সকল সেবার বিশাল আয়োজন।

চৌদ্দশ'র বেশি শাখা-উপশাখা ছড়িয়ে রয়েছে দেশে,
দৈনিক মুনাফায় আমার একাউন্ট গ্রাহকের পছন্দের শীর্ষে।
স্বল্প আয়ের মানুষের স্বপ্নপূরণের স্বার্থে,
রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নেই সহজ একাউন্টে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিসে গ্রাহকের মন করেছে জয়,
কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে দক্ষ কর্মীরা সর্বদা প্রস্তুত রয়।
রাজপ্রাসাদের স্বপ্নপূরণে চিন্তায় যখন অস্থির,
আইএফআইসি হোমলোনে ফেলছে নিঃশ্বাস স্বস্তির।

অধিক মুনাফায়, নিরাপত্তায়, নির্ভরতায়, সৌজন্যতায়,
আইএফআইসি এগিয়ে চলেছে অনন্য উচ্চতায়।
গ্রাহকের সকল চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তায়,
আইএফআইসি রয়েছে সেবায়, সাফল্যে, আস্থায়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৭০
শান্তিরহাট উপশাখা, চট্টগ্রাম

মায়াজাল

মায়েশা সিদ্দিকা দোলন

ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুঁজতে থাকা আমি
শত কোলাহলেও নিষ্প্রাণ লাগতে থাকে
নির্বাক চেয়ে রই আমি
তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্রাজ্যের ক্ষয়ে
আমি অবাক হয়ে যাই তোমার নিস্তব্ধতা দেখে
আমি জানি নিজেকে দেবতা ভাবতে পছন্দ কর তুমি
দুনিয়াবি সব অপূর্ণতা তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে
ব্যাকুল হয়ে ছুটতে থাকো তুমি তাদের দুয়ারে;
আমি ভাবি, মনে হয়, তুমি আমার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছো
হাত ধরে আছো আমার, তবুও এত শান্ত আছো কীভাবে?

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৪৯৬
খন্দকার বাড়ি মোড় উপশাখা, ঢাকা

পরাজয়ে ডরে না বীর

ইফতেখার হোসেন চৌধুরী

রাত যে আজ বিশাল বড়
যেন থমকে আছে সময়,
ঘরে ঘরে চলছে নামায পূজো
আর পিশাচ হরণের প্রণয়।
এ যাত্রা যে আজ তীব্র কঠিন
পথে পথে শুধুই রক্ত,
কী করে যে বোঝাই তাদের
তারা জীবন দেবারই ভক্ত।

পণ করেছে, দল বেঁধেছে, হাত ধরেছে,
সবাই ভীত, হায়েনারা যে নিকৃষ্ট!
চোখ দিয়েছে, পা দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে,
ভয় কীসের? সত্য যে সবই দৃষ্ট।

রাত বড় নয়,
নাহি বড় কোনো সাগর, পর্বত আর দ্বীপ!
পুরো শরীরই কলিজা তাদের
যারা ভেঙেছে ভয়, শ্রেষ্ঠ তারা অকুতোভয়,
জ্বেলেছে সত্যের প্রদীপ।

এ যাত্রায় শত বুলেট হজমে তারা,
ছুরি চাপাতির ক্ষতবিক্ষত শরীর!
তবু রাজপথ ছাড়েনি কারণ,
পরাজয়ে ডরে না বীর।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৯০
বোয়ালখালি শাখা, চট্টগ্রাম

IFIC
Bill Payments
Mobile Top UP
MFS
Fund Transfer
Credit Card Payment
সহজে, সবখানে
হাতের মুঠোয়
আইএফআইসি
আমার ব্যাংক
SCAN QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP
বিস্তারিত : ১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

গল্প ও স্মৃতিচারণ

সবুজ সুরক্ষা ব্যাংক

মোঃ সাদ্দাম হোসেন

গ্রামের এক কোণায় ছিল ছোট্ট একটি বাজার। সেখানে 'সবুজ ব্যাংক' নামের একটি নতুন ব্যাংক শাখা খোলা হলো। আশেপাশের মানুষরা আগ্রহ নিয়ে ভিড় জমালো। ব্যাংকের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, "টাকা জমা নয়, গাছ জমা দিন, ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন"।

লোকেরা হতবাক! ব্যাংকের ম্যানেজার তাজবীদ হাসিমুখে বললেন, "এটি একটি পরিবেশবান্ধব ব্যাংক। এখানে টাকার পরিবর্তে গাছ জমা দিতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট পয়েন্ট দেওয়া হবে। পরে এই পয়েন্ট দিয়ে বিভিন্ন সুবিধা, যেমন : কৃষি সরঞ্জাম, বিনামূল্যে চিকিৎসা, কিংবা শিক্ষার খরচ পাওয়া যাবে।"

প্রথম দিকে সবাই সংকোচ ও সন্দেহের চোখে দেখল। কিন্তু গ্রামের স্কুলের শিক্ষক জনাব হুমায়ুন স্যার এগিয়ে এলেন। তিনি ব্যাংকে ৫টি নিমগাছ ও ৫টি কাঁঠাল গাছ জমা দিলেন। ৬ মাস পর তিনি তার জমা পয়েন্ট ব্যবহার করে ছেলে-মেয়েদের স্কুলের খরচ মেটালেন। এরপরে অনেকেই গাছ জমা দিতে শুরু করল।

সবুজ ব্যাংক দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। গ্রামের প্রতিটি মানুষ তাদের বাড়ির আশেপাশে এবং ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগানো শুরু করল। ব্যাংকও নিয়মিতভাবে গাছের বৃদ্ধির ওপর নজর রাখত। যদি কোনো গাছ মারা যেত, তাহলে সেই গ্রাহককে নতুন গাছ লাগাতে হতো।

একদিন, শহর থেকে বড় এক ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এই উদ্যোগ দেখতে এলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, পুরো গ্রামটি যেন সবুজে মোড়া। বৃষ্টির অভাব যেখানকার প্রধান সমস্যা ছিল, সেখানে এখন পানির সংকট অনেক কমেছে। গ্রামের কৃষি উৎপাদন বাড়তে লাগল। গ্রামের মানুষ ব্যাংকের ম্যানেজার তাজবীদকে সম্মান জানিয়ে বলল, "আপনার এই উদ্যোগ শুধু আমাদের আর্থিক নয়, পরিবেশগত ভবিষ্যৎও বদলে দিয়েছে।"

সবুজ ব্যাংকের ধারণা তখন দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তাজবীদ এবং তার দল বুঝিয়ে দিলেন, পরিবেশ রক্ষার জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগই আমাদের প্রকৃত সঞ্চয়।

গল্পটি আমাদের শেখায়, অর্থ শুধু কাগজে নয়; প্রকৃতিতে বিনিয়োগ করলেই টেকসই ভবিষ্যৎ সম্ভব। তাই, আসুন গাছ লাগাই এবং জীবন বাঁচাই।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৭৬১
দেলপাড়া বাজার উপশাখা, নারায়ণগঞ্জ

আইটি সিকিউরিটি টিমের 'চ্যালেঞ্জিং মহাকাব্য'

শওকাত আলী

সকাল ৯:০০- এক শান্ত সকালে শোরগোল শুরু।

IFIC ব্যাংকের সাইবার সিকিউরিটি টিমের সকালটা বেশ নির্ভারভাবে শুরু হয়েছিল। টিম লিডার চা হাতে বলল, "আজ মনে হচ্ছে শান্তি থাকবে। কোনো ঝামেলা থাকবে না!"। কিন্তু যে দিন শান্তির স্বপ্নে শুরু হয়, সেই দিনই সাধারণত ঝড় ওঠে। হঠাৎ একটা ইমেইল এলো :

বিষয় : 'সতর্কতা! ডেটা ব্রিচের সম্ভাবনা'

পাশাপাশি আরও ২০টা নোটিফিকেশন : 'ফিশিং ইমেইল', 'ম্যালওয়্যার ডিটেক্টেড', 'ইউজার আইডেন্টিটি হ্যাকের চেষ্টা!'

টিমের জুনিয়র সদস্য সৌমিক চমকে উঠে বলল, "স্যার, দুনিয়া মনে হয় আমাদের ঘাড়ে ভেঙে পড়ছে!" টিম লিডার বলল, "শান্ত হও সৌমিক, এটা আমাদের প্রতিদিনকার জীবন!"

সকাল ১০:০০- ব্রাঞ্চ থেকে ধেয়ে আসা টর্নেডো। ব্রাঞ্চগুলোর ফোন আসতে শুরু করল।

ব্রাঞ্চ ১ : "ভাই, আমাদের সিস্টেমে লাল স্ক্রিন দেখাচ্ছে! এটা কি সাইবার আক্রমণ?"

ব্রাঞ্চ ২ : "ভাই, কেউ আমার আইডি দিয়ে লগইন করার চেষ্টা করছে! আমি কী করব?"

ব্রাঞ্চ ৩ : "ভাই, আমাদের নেটওয়ার্ক গেছে! এখন এটিএমও চলছে না।"

টিমমেট মুকসিত বলে উঠল, "আমার তো মনে হয়, আমরা শুধু ব্রাঞ্চ আর কাস্টমারদের মানসিক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এখানে বসে আছি।"

দুপুর ১:০০- 'ফিশিং' রহস্য উন্মোচন

টিমের সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট তপু সার্ভার লগ চেক করতে করতে বলল, "কেউ এক ক্লিকের মাধ্যমে পুরো ব্যাংক-কে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। ব্রাঞ্চ থেকে কেউ ফিশিং ইমেইলে ক্লিক করেছে!"।

রাকিব জিজ্ঞেস করল, "এমন একটা ইমেইল কেমন হতে পারে?"

নাহিয়ান স্ক্রিনে দেখাল :

ইমেইল বিষয় : "আপনার বেতন বেড়েছে! এখানে ক্লিক করুন আপনার স্লিপ ডাউনলোড করতে।"

সবাই একসঙ্গে হাসতে হাসতে বলল, "যত দোষ ক্লিকের!"

বিকাল ৩:০০- টিমওয়ার্কের ম্যাজিক

HOIT আইটি সিকিউরিটি টিমের জরুরি মিটিং ডেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্ল্যান করল।

নওশিন : "সবাই ফায়ারওয়ালের ট্রাফিক চেক করো।"

রাকিব : "ইউজার অ্যাকাউন্টগুলোতে MFA (Multi-Factor Authentication) অ্যাকটিভ করো।"

ইয়াসিন : "ইমেইল সার্ভার ক্লিন করো।"

ব্রাঞ্চ অফিসারদের সঙ্গে কল করে সবাইকে সঠিক নির্দেশনা দিল।

"ভাই, নতুন কোনো অজানা লিঙ্কে ক্লিক করবেন না!"

"পাসওয়ার্ডে ১২ ক্যারেক্টার ব্যবহার করুন, আর নাম-জন্মদিন ব্যবহার করবেন না।"

"সবাই ফিশিং ইমেইলের রিপোর্ট করুন।"

রাত ৯:০০- সফলতার হাসি

ক্লান্ত, কিন্তু খুশি মুখে টিম লিডার বলল, "আজকেও আমরা ব্যাংক-কে একটা বড় হুমকি থেকে বাঁচালাম।"

রাকিব হাসতে হাসতে বলল, "স্যার, আমাদের কাজটা যদি সিনেমা হতো, আমরা ব্লকবাস্টার নায়ক হয়ে যেতাম!"

গল্পের শিক্ষা :

- ক্লিক করার আগে ভাবুন, আইটি সিকিউরিটি টিমের শান্তি যেন নষ্ট না হয়।
- সাইবার সিকিউরিটি টিম 'অদৃশ্য নায়ক', যারা ব্যাংক-কে রক্ষা করার জন্য দিন-রাত কাজ করে।
- টিমওয়ার্ক আর ধৈর্য দিয়েই যেকোনো সাইবার আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব।

IFIC ব্যাংকের সাইবার সিকিউরিটি টিম সবসময় প্রস্তুত!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০২৭৬১
আইটি ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

সংক্রমিত ভালো

ফাতেমা আক্তার

সেদিন প্রতিদিনের মতোই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম আমার কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে সকল কর্মজীবী মানুষের মতোই। বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম রোজকার নিয়মানুসারে। আমার বাসস্থান থেকে আমার কর্মস্থল বেশ কিছুটা দূরেই বটে। কিছুক্ষণ পরেই বাস এসে উঠিয়ে নিল আমি-সহ আরো কয়েকজনকে। যেহেতু আমার মতোই অনেক কর্মজীবী মানুষ ঠিক ওই সময়ে ছুটে চলে রোজ তাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে, তাই বাসে উঠে আর বসবার জো হলো না। কোনোমতে একটু জায়গা করে দাঁড়াতে পারলাম। আধাঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরে একটা স্টপেজে গিয়ে বেশ কিছুজন নেমে পড়ার কারণে আমি-সহ আরো কয়েকজনের বসার একটু ফুসরত মিলল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পা দুটো বেশ ক্লান্ত হয়েই পড়েছিল, সাথে হাত দুটোও ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল। এরা কথা বলতে পারলে নির্ঘাত তখন প্রতিবাদী হয়ে উঠত। আরাম করে সবে বসেছি, তখনই দেখলাম ওই একই স্টপেজ থেকে আরো কিছু যাত্রী উঠে পড়ল বাসে। তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলাম যার আপাদমস্তক কালো পর্দায় আবৃত ছিল। যিনি উঠে আর বসার মতো কোনো খালি আসন পেলেন না। দাঁড়াতেও পারছিলেন না ঠিকমতো। ততক্ষণে বাস আবার নিজস্ব গতিতে চলতে শুরু করেছে। বাসের লোকদের তো আর ভ্রুক্ষেপ নেই কে বসতে পারল আর কে পারল না। বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আর বসে থাকতে পারলাম না। তাকে ডেকে বসালাম আমার সদ্যপ্রাপ্ত বহুল কাঙ্ক্ষিত আসনটিতে,

যদিও তিনি আমার থেকে বেশ খানিকটা দূরেই ছিলেন। তিনি বসে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আবার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবে একটু কষ্ট লাগছিল, তবে তার স্বস্তি দেখে শান্তি পেলাম। ঠিক তখনই আমার সাথে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ভদ্রলোক (বয়স ত্রিশের কাছাকাছি বা একটু বেশি) যিনি কিছুক্ষণ আগেই বসতে পেরেছিলেন, আমাকে ডেকে তার আসনটি ছেড়ে দিতে চাইলেন। তবে, আমি তার সেই প্রস্তাবে রাজি হতে চাইলাম না। কারণ ভাবলাম, আমি বসলে তার তো দাঁড়িয়েই যেতে হবে। তাই তাকে বললাম যে, না ভাই আপনিই বসেন, আমি দাঁড়িয়ে যেতে পারব। পরক্ষণেই তিনি যা বললেন, তা শুনে আমি আর তার প্রস্তাবটি না রেখে পারলাম না, বসেই পড়লাম তার ছেড়ে দেয়া আসনটিতে। তিনি বললেন, আপনি যদি মায়ের মতো একজনকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে বসতে দিতে পারেন, আমি কেন বোনের মতো একজনের জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে দিতে পারব না!

এরপরে বাকিটা পথ একটা কথাই আমার মাথায় বেজে উঠতে থাকল; সবসময় ব্যাধিই সংক্রামক হয় না, কখনও কখনও ভালো কাজও সংক্রমিত হয়!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৮
বাটাজোড় বাজার বরিশাল উপশাখা, বরিশাল

হিজল ফুলের মায়ায়

জুআয়রা হোসেন

ওয়াজ মাহফিল শেষ হতে হতে রাত প্রায় ১১:১০। এই কনকনে শীতের রাতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, মনে মনে ভাবছে ছমেদ আলী।

"ও বাজান তবারক কুন সমে দিবা?" মাহফিলের দায়িত্বে থাকা এক যুবককে জিজ্ঞেস করল ছমেদ আলী।

"ক্লাব ঘরের সামনে যান গা কাকা। দিব এহনি।"

প্রতি বছর শীতে এই নলগোড়া গ্রামে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন হয়। সব ঘর থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী চাঁদা তোলা হয়। তবে কেউ অপারগ হলে সেটা ভিন্ন বিষয়। ওয়াজ শেষে খিচুড়ি রান্না হয়। এবার হবে মহিষের খিচুড়ি। গোবিন্দগঞ্জ হাট থেকে বিরাট মহিষ কিনে আনা হয়েছে। শহর থেকে বক্তা আসেন। বিরাট আয়োজন।

ক্লাব ঘরের কাছে যেতেই খিচুড়ির গন্ধে ক্ষুধায় পেট মোচড় দিয়ে উঠল ছমেদ আলীর। সেই কোন দুপুরে ক'টা ভাত পেটে পড়েছে। পঞ্চাশোর্ধ ছমেদ আলী পেশায় দিনমজুর। কখনো মাটি কেটে, কখনো ইট ভেঙে, কখনো ক্ষেতের কাজ করে দিন কাটে ওর। যা আয় হয় তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। ছমেদ আর রহিমা বানু অবশ্য এতেই খুশি। নিঃসন্তান এই দম্পতির জীবনের কাছে খুব বেশি চাওয়ার নেই।

তবারক নেয়ার লম্বা লাইন। মোটামুটি ১২ মিনিট পর ছমেদের পালা আসলো। ঠোঙায় করে জনপ্রতি ১ ঠোঙা খিচুড়ি দেয়া হচ্ছে।

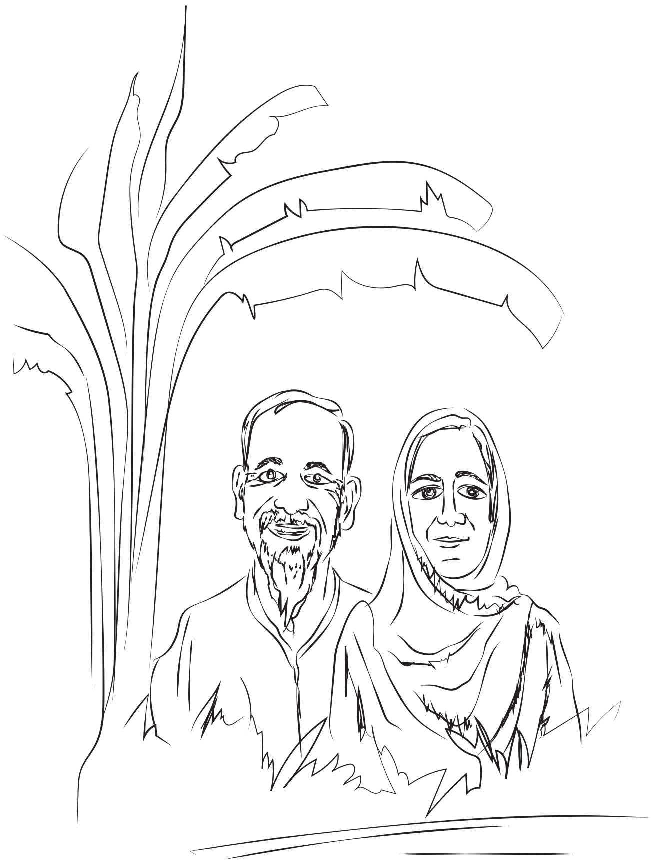

“বাজান আরেক পুটলা দেও না।” করুণ স্বরে মিনতি করল সে।

“কাকা সরেন। একজনের এক পুটলা। এর বেশি না। যান যান। অনেক লম্বা লাইন।’ জোর গলায় বলল খাবার বিতরণ করতে থাকা ছেলেটি।

“বাজান দেও না। বাজান।” পেছন থেকে ধাক্কা খেতে খেতে বলল ছমেদ। ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হওয়ায় মহা বিরক্ত হয়ে ছেলেটি পাশ দিয়ে আড়াল করে ছমেদকে আরো এক ঠোঙা খিচুড়ি দিয়ে দিল।

দ্রুত পা চালাচ্ছে ছমেদ। বাড়ি যেতে যেতে যেন ঠান্ডা না হয়ে যায়, সেই চিন্তায় আছে সে। তাই, গায়ের চাদর দিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে ঠোঙা দুটো। এই বেহেশতি খানা খেতে হবে গরম গরম। রহিমা খিচুড়ি খুব ভালোবাসে। তার উপর মাংস খিচুড়ি। কতদিন মাংস খেতে পায় না ওরা। বড় মাঠটা পেরোলে বিরাট হিজল গাছ। সেই গাছের একটু সামনে ওদের ঘর।

“বউ জলদি থাল আনো” বাড়িতে ঢুকেই হাঁক দেয় সে।

দুইটা প্লেট এনে সামনে রাখে রহিমা। একটা সরিয়ে এক প্লেটে সব খিচুড়ি ঢালে সে।

“আহো এক থালে খাই। হুজুরে আইজ বয়ানে কইছে এক থালে স্বামী-ইস্তিরি খাইলে সোয়াব হয়। মহব্বত বাড়ে।” ফিক করে হেসে দেয় রহিমা। এই পাগল লোকটার সাথে আজ প্রায় ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে সংসার ওর। সন্তান নেই বলে কখনো ওকে গাল-মন্দ করেনি, কটু কথা বলেনি। বরং ভালোবাসায় আগলে রেখেছে এই দীর্ঘ এত বছর। রাত বাড়তে থাকে। রাজ্যের গল্প করতে করতে এক প্লেট থেকে খিচুড়ি খেতে থাকে ছমেদ আর রহিমা। দূর থেকে রহিমার হাসির শব্দ ভেসে আসে। অগাধ সুখ ওই টিনের ভাঙা ঘরটাতে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৯৫৯
কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট, প্রধান কার্যালয়

উল্টো রথের পিছনে চলেছে স্বদেশ (পর্ব ৪)

সৈয়দা মাহাবুবা শারমিন কলি

দীপ্র পেয়েছে ‘সৃজনশীলতায় অনন্য’ পুরস্কার। মনে মনে বেশ খুশি হলেও সঞ্চালকের রহস্যময় হাসি তাকে ভাবাচ্ছে। অনুষ্ঠান শেষে মোটামুটি আড়ালে ডেকে বেশ জোর দিয়েই জিজ্ঞাসা করল, “ভাই, আপনি হাসছিলেন কেন?” স্মিত হাসি হেসে সঞ্চালক জানাল, “আপনি রান্নায় সব উপকরণ ইচ্ছেমতো বসিয়ে দিয়েছেন, কথিত রেসিপি কিছুই ফলো করেননি। সেটা বিচারক প্যানেলের কাছে বেশ ইউনিক লেগেছে।

: তা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি হাসলেন কেন?

: আসলে বাসায় আমার অবস্থা মধ্যপন্থীর মতো। ডানেও যেতে পারি না, বায়েও না। যাই রান্না করি, বউ বলে আমি

নাকি ইচ্ছেমতো রান্না করি, কিছুই নাকি মজা লাগে না। এখন আপনার পুরস্কারের উদাহরণ দিয়ে লজিকে বউয়ের সাথে জিতে যাব ভেবে তাৎক্ষণিকভাবে হেসে ফেলেছি। জানেন, কখনো না জিততে পারি না।

ভদ্রলোক ইমোশনাল হয়ে পড়লেন মনে হয় একটু। আচ্ছা ঋতু জিতে গেলে তো জিতে যাই আমি, আমারও কী এক সময় এমন মনে হবে? ওর সাথে জিততে পারলে আনন্দ পাব?

অফিস শেষে বের হবার সময় শাহবাগে দেখল বেশ বড় একটা জটলা, কী যেন করছে সবাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শাহবাগের রাস্তা সবসময় ফাঁকাই থাকে, আজ এমন লোকজন! কোনো সমস্যা কি না? ঋতুও পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে। হয়তো আমাকে নিতে এসেছে- মনে মনে ভেবে এক রকম দৌড়েই গেল ওখানে।

গিয়ে দেখল পুরো জটলাটাই শিক্ষার্থীদের। ঋতু সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল পুরো ব্যাপারটা। ওদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন, কারণ সর্বশেষ বোর্ড পরীক্ষায় পাসের শতভাগ সফলতার ব্যাপারে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু পাসের হার হয়েছে ৯৮.৯০ শতাংশ। কথা রাখতে পারেননি, তাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ এখানে ইভেন্ট খুলে সবাই জড়ো হয়েছে প্রতিবাদ কীভাবে জানানো যায়, সেই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। একটা ছেলেতো সেই সকাল থেকেই কাঁদছে, ওকে সবাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। সিদ্ধান্ত হলো, সবাই মিলে মন্ত্রীর বাসায় যাবে, যেহেতু সকল শিক্ষার্থীর জন্য তাঁর বাসা চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা। স্যার ওদের দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে আপ্যায়ন করার জন্য অস্থির হয়ে উঠবেন আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে হবে। ওরা কেউ খাবেই না, একদৃষ্টিতে সবাই ওয়ান, টু, থ্রি গুণে স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকবে, যতক্ষণ না তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

মুহূর্তেই শাহবাগ আবার ফাঁকা হয়ে গেল। দীপ্রর মন একটু মোচর দিল বটে, ইশ কতদিন পর একটু জটলা-জ্যাম দেখলাম, আবার কবে দেখব! ওরা সিদ্ধান্ত নিল আজ হেঁটে ফিরবে, মুক্ত-বিশুদ্ধ বাতাসে দু'হাত প্রসারিত করে।

"দীপ্র, আমরা কত লাকি তাই না? সারা বিশ্বে বিশুদ্ধ বাতাসে সেরা আমরা, কিছু মুক্ত বাতাস সাপ্লাই দেয়া গেলে আমরা আশেপাশের দেশগুলোতে পাঠাতে পারতাম, তাই না, বলো?"

"তা বটে! এক কাজ করি, বাতাস বিশুদ্ধকরণে তোমার প্রজেক্টটা এবার সামিটে জমা দিয়েই দিই। অ্যাপ্রুভ হলে ইউরেকা হয়ে যাবে।"

ঋতু কিছু না বলে শুধু হাসল। এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না যে ঋতুর হাতে একটা ব্যাগ।

সেকি! ঋতুর হাতে একটা গিফট বক্স, নিশ্চয়ই কোনো সারপ্রাইজ! মুচকি মুচকি হাসছে দীপ্র। ঋতু বুঝতে পেরে চকলেটের বক্সটা ওকে এগিয়ে দিয়ে বলে, "তুমি তো খুব পছন্দ করো! সাথে একটা চিরকুটও আছে।" খুশিতে দীপ্রর প্রায় লাফালাফি অবস্থা। হুড়মুড় করে বাক্স খুলল। চিরকুটে লেখা, "আজ মুড়িঘণ্ট রেঁধো পিও"!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৫৬৬
পাঁচ্চর ব্রাঞ্চ, মাদারীপুর

বিস্মৃত বেদনা

হাবিবুর রহমান মুন্না

আমাদের বিহঙ্গের মতো ছুটে চলা দিনগুলোর শেষ দিকের কথা। আমরা রুদ্ধ হলাম, জীবনের তাগিদে রুদ্ধ। দ্বিচক্রযান নিয়ে এক পিঠ থেকে অন্য পিঠের যাত্রাগুলো ছিল সবসময়ই লোমহর্ষক ও স্মরণীয়। দিবস কিংবা রজনির কোনো বাধা নেই, ইচ্ছে হলেই প্যাডেলে পা চালিয়ে হারিয়ে যেতাম একা। আমরা আর ইচ্ছে হলেই হারিয়ে যেতে পারি না। আমার পছন্দের সাইকেলটি তার প্রিয় সওয়ারকে আর খুঁজে পায় না। এই জড় বস্তুটির ক্ষমতা থাকলে সে আমার নামে নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি ছাপাতো পত্রিকায়

কিংবা দেয়ালে দেয়ালে। আমার আনিয়ে রাখা ক্যানভাসগুলোও আর তার মনিবের রঙের ছোঁয়া পায় না। তুলিগুলো সাঁতরাতে পারে না প্যাস্টেল কালারে। আমার হাতগুলোয় শিকল বাঁধা। কী যেন এক মোহের শিকল পরানো আছে এতে, শত চেষ্টাতেও আর তার আবেশ কাটছে না। আমি নিষ্কর্মা নই, সকাল হতে সন্ধ্যা কাটে ব্যতিব্যস্ততায়। তবুও আমার কাছে মনে হয়, লাইফ ইজ সো বোরিং, আই স্টাকড হিয়ার। অথচ এই আমি একসময় বলে বেড়াতাম, পড়াশোনার বাইরে তোমার মধ্যে যদি সৃজনশীল গুণাবলি থেকে থাকে, তুমি কখনও জীবন নিয়ে হতাশ হবে না, কখনও তুমি বলবে না যে তোমার সময় কাটছে না। তোমার স্পৃহা তোমাকে কখনও বোর হতে দেবে না। হতাশা মোড় নেবে

মহান কীর্তিতে। পৃথিবীর যত মহান ও জনপ্রিয় সৃজনশীল কীর্তির উদাহরণ রয়েছে তা কখনও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। ভাঙা গলা নিয়েও আমি অ্যাক্যুইস্টিক গিটার বাজানো শিখলাম সঙ্গিনীকে গানটা না হোক অন্তত সুর শোনাবো বলে। আর এই আমি কিনা তারে আঙুল রাখি না গোটা একটি বছর। ওদিকে টন্সিল অপারেশন আমার সুরকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে ফেলল। আসলে মানুষ সুখের চাইতে দুঃখকে গ্লোরিফাই করার চেষ্টা করে, আমিও এখন সেটাই করছি। কারণ, সুখের কথা শুনলে মানুষ হিংসে করে, আর কষ্টের কথা শুনলে অবশ্যম্ভাবী একটা মমতার আস্তরণে জড়িয়ে নেয়। অনেকের কাছেই আমার এই কষ্ট শুধুই বিলাসিতা হতে পারে, সুখ বলতে তারা আমার জীবনকে নব্য ব্যাংকার হিসেবে বিচার নিয়ে যাবে বিবেকের আদালতে। সুখ বলতে তাদের কাছে প্রেমিকাকে বউ বেশে পাওয়া, বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ির দোয়া নিয়ে সুন্দর একটা বাড়িতে সুস্থতা নিয়ে স্বচ্ছল জীবনযাপন করা। কিন্তু আমি শুধু জানি আমার কষ্ট ঐ খাতার শূন্যতায়, যেখানে আমি রোজ লিখে রাত কাটাতাম, ঐ সাইকেলের শক্ত সিটে যেখানে আমার পশ্চাতদেশ রেখে রেখে ক্ষত হয়েছিল বলে ঘুমাতে পারিনি চার রাত, ঐ সফেদ দেয়ালে যেখানে থাকতে পারত আমার তুলির আদরে রাঙানো মন-মাতানো কোনো দৃশ্য, কিংবা নব্য বধূর স্মৃতিতে আটকে রাখা কোনো নতুন সুর, যা সে গুনগুন করত ঘরের প্রতিটি কাজে। এসবই আমার বেদনা, কষ্ট, দুঃখ, হতাশার কারণ। কেউ উপহাস করবে বলে আমি আমার দুঃখ বলে বেড়াতে পারব না, তা হতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষের উপহাসের চেয়ে দামি আমার প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০১০৬১১
বকশিগঞ্জ শাখা, জামালপুর

আয়না

সাদ্দাম হোসেন

পৃথা : "পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় এমন একটা আয়না কিনে দেবে আমাকে? ছোট আয়নাটা দিয়ে শাড়ি পরতে অনেক সমস্যা হয়, এমনিতেই ভালো শাড়ি পরতে পারি না।"

পৃথার অনেক দিনের শখ বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজুগুজু করে পা থেকে মাথা অব্দি নিজেকে দেখবে। বড় আয়নাটা শুধু শখই নয়, রীতিমতো মৌলিক চাহিদার মতোই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ না কাল করতে করতে আর কেনা হয়নি। প্রবল ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য যথাযথভাবে সাড়া দেয়নি বলেই এই কালক্ষেপণ।

সামান্য আয়ের সাদমান কখনো বড় আয়না দরদাম করার দুঃসাহস দেখায়নি। সচরাচর সে কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বের হয় বিকেল ৪ টায়। মনে মনে আজ আয়না কেনার প্রস্তুতি নিয়ে ৩ টায় বের হলো বাসা থেকে। বাবু বাজার ব্রিজের নিচে ফুটপাতে অনেকগুলো আয়নার দোকান। সাহস করে মাঝারি সাইজের একটা আয়নার দাম জিজ্ঞেস করল। দাম শুনে চোখ কপালে। দেড় ফিট বাই চার ফিট নরমাল আয়নার দাম ১৪০০ টাকা।

"কত দিবেন?" দোকানদার জিজ্ঞেস করল সাদমানকে।

"চারশো দেই?" সাদমান কাঁপা গলায় উত্তর দিলো।

দোকানি অবজ্ঞাসূচক উত্তর দিলো, "৪০০-৫০০ টাকায় আয়না কিনতে পারবেন না, বাসায় চইল্লা যান।"

আরও কয়েকটা দোকানে দরদাম করে অবশেষে প্লাস্টিকের ফ্রেমে মোড়ানো ১২০ টাকা দামের ছোট একটা আয়না কিনে লজ্জা, কষ্ট আর হীনমন্যতা নিয়ে বাসায় ফিরল সাদমান।

এই আয়না দেখে পৃথা কিছুতেই খুশি হবে না সাদমান তা জানত। কিন্তু আয়নাটা হাতে পেয়ে আর সাদমানের মলিন চেহারা দেখে অন্তরের অপ্রাপ্তি চাপা দিয়ে মুখে পরিতৃপ্তির একটা হাসি দিয়ে পৃথা বলল, "এটাই যথেষ্ট।"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৭৭৬
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, প্রধান কার্যালয়

অজানা দীর্ঘনিঃশ্বাসে

ফারজানা আফছারী

আমার নাম মিতালি, বয়স ১৫। গুণে গুণে আমি জীবনের যে পনেরো বছর পার করেছি, তার সাথে নিতে হয়েছে যে বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস তা বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। আর যদি করেন, তবে বুঝতে হবে খোদার উপর আপনার টান আছে। সময় বাড়ার সাথে সাথে মা বারণ করে দিল হুটহাট বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না। যার তার সাথে কথা বলা যাবে না। এই শিক্ষাগুলো পরিবার থেকে অনেক আগেই পেয়েছি। মেয়েদের বয়স যত

বাড়ে, স্বাধীনতার পরিমাণ ততো কমে; এই আমাদের সমাজের শিক্ষা। লোকে বলে আমি নাকি দেখতে সুন্দর, বড় বড় চোখের চাহনি আর দীঘল চুল নজর কাড়ে কিশোরদের। একদিন বাড়ি ফেরার পথে দেখি ব্রিজের উপর লেখা 'ভালোবাসি মিতালি', বাড়ি এসে বইগুলি টেবিলের উপর রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। শত হোক মা এসে সবার আগে সান্ত্বনা দিল, বাবা বাড়ি এসে সব শুনে ব্রিজের উপরের লেখা মুছে দিয়ে এলো, গ্রামের সম্মান রক্ষার্থে! বাড়ি এসে বলল, কাল থেকে পাশের বাড়ির সুমিকে নিয়ে স্কুলে যাবি। একসময় বিয়ে হলো এক ব্যবসায়ীর সাথে, থাকতাম নিজেদের বাড়িতে। একসময় ব্যাবসায় লোকসান করে জমিজমা সব বিক্রি করে দিতে শুরু করল। তখন আমি ৩ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ি বিক্রির কথা উঠল। প্রতিবাদ করাতে স্বামী তলপেটে সজোরে একটা লাথি মারল। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন জানতে পারলাম আমার সন্তান মারা গেছে। কিছুই রক্ষা করতে পারলাম না!!! গিয়ে উঠলাম ভাড়া বাড়িতে; দিন কেটে যেতে লাগল দরিদ্রতার সাথে, খেয়ে না খেয়ে। বিয়ের অনেক বছর পর একদিন স্বামী এসে বলল, "মিতালি! কোনোদিন তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না, কিন্তু স্বামী হিসেবে পেয়েছি সব।" বলে হাতে গুঁজে দিল একটি সোনার হার আর বলল, "চলো, বেড়িয়ে আসি।" ভেবেছিলাম নারীত্বের স্বাদ পেয়ে জীবন পূর্ণ হলো। স্বামী নিয়ে গেল একটি পুরানো তিন তলা বাড়িতে। পর্দা সরিয়ে সামনে এলো মধ্যবয়সি হাস্যোজ্জ্বল এক মহিলা, আর এসেই বলল তুমি মিতালি; অবাক হয়েছিলাম। আমাকে রেখে স্বামী বাইরে গেল; একটি ছোট্ট ছেলে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এলো, দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠে জানলাম স্বামী আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। মাগো! কোথায় তুমি? এখন আমার প্রতিটি রাত কাটে অজানা দীর্ঘনিঃশ্বাসে!!!!

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে হলেও গল্পের প্রয়োজনে কাল্পনিক রূপ দেয়া। কিছু ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার যুগ এখনো যায়নি, অবস্থান অনুযায়ী নারীরা আজও অবহেলিত ও বঞ্চিত। প্রয়োজন মানসিকতার সঠিক পরিবর্তন)

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৫৭
আম্বরখানা শাখা, চট্টগ্রাম

নিতুর পুতুল

আরিফ হোসেন

নিতু সকালবেলাতেই তার সমস্ত পুতুল বের করে খেলতে বসেছে। সারাদিন তার অনেক কাজ। ৯ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শেষ করে গতকালই সে তার নানাবাড়ি বেড়াতে এসেছে। বছরে একটি বার তার ছোট বোন রিকু, বাবা-মাসহ তারা সপ্তাহখানেকের জন্য নানাবাড়ি টাঙ্গাইলে বেড়াতে আসে। আর এই সপ্তাহ খানেকের মধ্যে তার বান্ধবী সাফার পুতুলের সাথে তার পুতুলের বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। নিতুর সব থেকে পুরাতন ও প্রিয় পুতুলের বিয়ে হবে। যে পুতুল ছাড়া নিতু একটি রাতও ঘুমায়নি। বিষয়টা ভাবতে নিতুর কেমন যেন মন খারাপ হচ্ছে।

এই নিতু! এত সকালে পুতুল নিয়ে বসেছিস কেন? হাত-মুখ ধুয়ে নে। দেখ বাহিরে তোর বড় খালা এসেছে। নিতুর মা রাহেলা আহম্মেদও আজ অনেক খুশি। তাদের বাড়িতে আত্মীয়দের

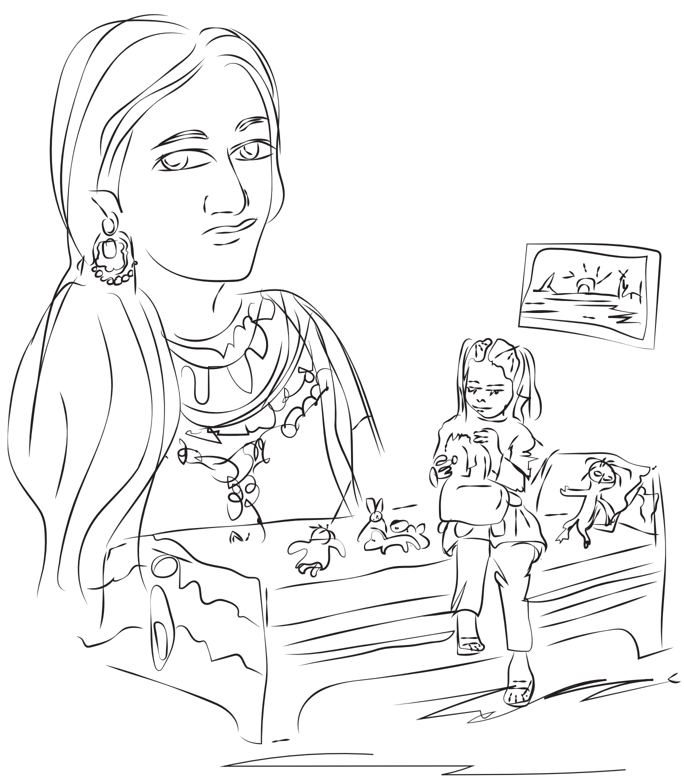

মেলা বসেছে। নিতু পুতুল গুছিয়ে রেখে ঘর থেকে বের হলো। বড় খালা তাকে অনেক ভালোবাসে। বড় খালার মেয়ে মিথিলা আপুও নিতুর বন্ধু মানুষ। মিথিলা আপু যখনই নিতুদের বাসায় যায়, সে নিতু আর রিকুর জন্য উপহার নিয়ে যায়।

-আসসালামু আলাইকুম, বড় খালা। কেমন আছেন আপনি?

- আমি তো ভালো আছি, মা। তুমি কেমন আছ? নিতুর মাথায় হাত রেখে বড় খালা উত্তর দিলেন।

- জি! আমরা সবাই ভালো আছি। মিথিলা আপু আমার জন্য কী এনেছ?

- তোর জন্য কাঁচের চুড়ি এনেছি। আয় দেখবি আয়।

নিতুর আনন্দের শেষ নেই। মিথিলা আপু গত বছর তার এসএসসি পরীক্ষার পর যখন নিতুদের বাসায় বেড়াতে আসলো, তখন নিতুর জন্য অনেকগুলো রং-তুলি নিয়ে এসেছিল। মিথিলা আপু তার ব্যাগ থেকে এতগুলো চুড়ি বের করে নিতুকে দিলো। নিতুও এত সুন্দর চুড়ি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা।

- আপু তোমাদের ব্যাগে ওইগুলো কী?

- এইগুলো হলো কানের দুল। মাস কয়েক আগে কিনেছি।

- ওমা! এত সুন্দর দুল! আমাকে দাও না, মিথিলা আপু।

- না ভাই, এই সবগুলো দুল আমার খুব প্রিয়। তোমার পুতুলগুলো যেমন তোমার প্রিয়, তেমন এই দুলগুলো আমার কাছে।

- তাহলে আমার পুতুলগুলো নিয়ে এই দুল আমাকে দিয়ে দাও আপু।

মিথিলা আপু নিতুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। যে নিতু তার পুতুল ছাড়া এক রাতও ঘুমায় না, সে তার সব পুতুল মিথিলাকে দিয়ে দিতে চাচ্ছে। মিথিলা ছোট বোনের এত আগ্রহ দেখে রাজি হয়ে গেল।

- আচ্ছা যাও, তোমার সব পুতুল নিয়ে আস। আমার সবগুলো দুল তোমাকে দিয়ে দেবো। নিতু খুশি হয়ে দৌড়ে তার পুতুল আনতে গেল। পুতুলগুলো দেখে তার মায়া লাগছে। সে এতগুলো দিন পুতুলগুলো আগলে রেখেছে। নিতু সবচেয়ে প্রিয় পুতুলটা অন্য একটি ব্যাগে রেখে বাকিগুলো এনে মিথিলা আপুকে দিয়ে দিলো, আর মিথিলাও তার সমস্ত দুল নিতুকে দিয়ে দিলো।

নতুন দুল আর নানাবাড়ির আদর-যত্নে নিতুর খুব সুন্দর একটি দিন কাটল।

ঘড়ির কাটায় রাত ১০ টা বাজে। নিতু তার বিছানায় ঘুমাতে এসেছে। সাথে নতুন পাওয়া দুল আর লুকিয়ে রাখা সেই পুতুল। আজ নিতুর ঘুম পাচ্ছে না। সে অস্বস্তিতে ভুগছে। তার বারবার মনে হচ্ছে মিথিলা আপুও হয়তো তার মতো করে সব থেকে সুন্দর দুলটা রেখে দিয়েছে। নিতুর মন আরো খারাপ হতে লাগল। সে অজানা এই শঙ্কা নিয়ে রাতভর ছটফট করতে লাগল। একটা মুহূর্তের জন্যও সে ঘুমাতে পারল না। তার এই অসৎ কাজই তার অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার শান্তি-স্বস্তি সব কেড়ে নিয়েছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫০২৭
চকরিয়া শাখা, কক্সবাজার

সুন্দর সকাল

মোঃ রোকনুজ্জামান

ইশিতা আর শায়ন বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে... উদ্দেশ্য চট্টগ্রাম। বাসে তারা আগামীকাল সকালেই চট্টগ্রাম পৌঁছাবে। শায়নের বন্ধু সেখানে সবকিছু ঠিক করে রেখেছে, পরদিন তাদের বিয়ে।

ইশিতা বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে আর শায়ন গ্রামের আট-দশটা পরিবারের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা ছেলে। শায়নের বাবা রহমত মিয়া নিজের সবটুকু দিয়ে শায়নকে লেখাপড়া করিয়েছেন। এখন শায়ন বেসরকারি একটা কোম্পানিতে চাকরি করে, এতেই রহমত মিয়ার খুশির ইয়াত্তা নেই। ইশিতার পরিবার থেকে শায়নকে কখনোই মেনে নেবে না। তাই, পালিয়ে বিয়ে করাই তাদের একমাত্র পথ।

বাসে শায়নের কাঁধে মাথা রেখে হাতটা শক্ত করে ধরে আছে ইশিতা। কেমন যেন অজানা একটা ভয় করছে তার, তারপর এই মুক্তির স্বাদ সে আগে কখনো পায়নি। সকল বাধা, সকল পিছুটান থেকে আজ তারা মুক্ত। বসে বসে এসব কথাই ভাবছিল ইশিতা, আর শায়ন বাসের জানালার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেখানে দূরের অন্ধকার মিশে গেছে আরও দূরে। অপেক্ষা শুধু সুন্দর একটা সকালের।

পরদিন সকালে খুব ভোরে দরজায় কারো ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল রহমত মিয়ার। রহমত মিয়া খুবই সাধারণ পরহেজগার একজন মানুষ, গ্রামের সবাই তাকে অনেক সম্মানের চোখেই দেখে। দরজাটা খুলতেই রহমত মিয়ার গালে সজোরে কেউ

একটা চড় মারল। তাকিয়ে দেখলেন বেশ কয়েকজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। তার মধ্যে থেকে একজন রহমত মিয়ার শার্টের কলার ধরে টেনে উঠানে নিয়ে আসলো। উঠানে কালো কোর্ট পরা আরেকজন লোক দেখতে পেলেন রহমত মিয়া। লোকটা রহমত মিয়াকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন, "আমার মেয়ে কোথায়? ওরে নিয়ে আয়।" ঘটনার আকস্মিকতায় রহমত মিয়া ঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। হাসিমুখে বললেন, "আপনাগো মনে হয় ভুল হইছে, আমি আপনাগো মাইয়া আনুম ক্যান?"

কথাটা শেষ না হতেই আরেকটা চড় পড়ল রহমত মিয়ার গালে। পাশে থাকা পুলিশটা বলল, "শায়ন তর ছেলে না? জামান সাহেবের মেয়েরে তুইলা নিয়া গেছে।"

রহমত মিয়াকে তাদের সাথেই থানায় নিয়ে গেল পুলিশ। রহমত মিয়ার স্ত্রী আমেনা বেগমের শত কান্নাকাটিতেও কিছু ফল মিলল না। ততক্ষণে অনেক গ্রামবাসী সেখানে জড়ো হয়ে গেছে। ঘটনাটা রাষ্ট্র হতে আর বেশি সময় লাগল না।

বিকেলে জিজ্ঞাসাবাদের পর রহমত মিয়াকে থানা থেকে ছাড়া হলো। সারাদিনে এক ফোঁটা পানিও মুখে দেয়নি রহমত মিয়া। গ্রামের রাস্তায় নেমে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। আজ যেন এক অচেনা রাস্তায় অচেনা গন্তব্যে হাঁটছেন, যে রাস্তার কোনো শেষ নেই। রাস্তায় বেশ কয়েকজনের সাথে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করল, "শায়ন নাকি কোন মেয়েরে নিয়া পালাই গেছে? তোমারে নাকি পুলিশ ধইরা নিছিল?" কথাগুলো শুনে রহমত মিয়া মাথা নিচু করে শুধু প্রাণহীন মূর্তির মতো কাঠ হয়ে রইলেন, একটা কথাও বললেন না। রাস্তার দুই পাশের ছেলে বুড়ো সবাই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। দৃষ্টিগুলো যেন বিষাক্ত তীরের মতো বিঁধছে তার বুকে। ক্ষীণ দৃষ্টিতে নিচু মাথায় একটা পর একটা পা ফেলছেন রহমত মিয়া।

বাড়ির পাশে আসতেই পাশের চায়ের দোকানে চোখ পড়ল তার। প্রতিদিনের মতো ওইখান থেকে আজ আর সালামের শব্দটা ভেসে আসেনি, বরং অবজ্ঞার কতগুলো দৃষ্টি আজ তাকে দেখছে, আর কানে আসছে কিছু আধো আধো প্রতিধ্বনি।

রাত দশটা পেরিয়ে গেলেও রহমত মিয়া আজ খেতে আসেননি। কেউ ডাকার সাহসও করেনি। বিকেল থেকে একবারও তার ঘর থেকে বের হননি রহমত মিয়া। পুরো বাড়িটা আজ নিস্তব্ধ নীরব, শুধু মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকারা জানান দিচ্ছে তাদের অস্তিত্ব। আমেনা বেগম ভাতের থালা নিয়ে তার স্বামীর ঘরে ঢুকে দেখলেন রহমত মিয়া খোলা জানালার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যেখানে দূরের অন্ধকার মিশে গেছে আরও দূরে। আমেনা বেগম রহমত মিয়ার হাতটা ধরে বললেন, "খাইয়া নেন, এত চিন্তা কইরা আর কী অইব।" কিছু না বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন রহমত মিয়া। এই ত্রিশ বছরের সংসার জীবনে এই প্রথম তার স্বামীকে কাঁদতে দেখলেন আমেনা বেগম।

কিছু না বলে শুধু শক্ত করে স্বামীর হাতটা ধরে রাখলেন। অপেক্ষা শুধু সুন্দর একটা সকালের।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫০৩
টিবি গেইট সিলেট উপশাখা, সিলেট

স্বর্গরাজ্য

মোঃ কাউসার

একটু পরেই মাগরিবের আজান হবে, ঠিক তখনি মাহিমার হাসির শব্দে আবিরের ঘুম ভাঙে। মাহিমা আবিরের বোনের মেয়ে; বয়স ৪ বছর ৭ মাস ১৩ দিন। আবির এবার সোফা থেকে উঠে বসল। মাহিমা টিভিতে কার্টুন দেখছিল আর খিলখিলিয়ে হাসছিল। কত আত্মবিশ্বাস আর পবিত্রতায় ভরা সেই হাসি।

আবির ভাবতে লাগল মেয়েটি কত সুন্দর করে কথা বলে! আবির মুগ্ধ হয়ে মেয়েটির কথা শোনে আর ভাবে বাচ্চারা কত সহজে একটা নতুন পরিবেশকে আপন করে নিতে পারে; আর সবকিছু নিজের মনে করে নিতে পারে। প্রতিটি বাচ্চা তাদের আশপাশটাকে একটা স্বর্গরাজ্য বানিয়ে রাখে। মনে হয় বাচ্চাটি ওই রাজ্যের রানী, আর বাকি সবাই তার প্রজা। বাচ্চাটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকবে, আর তার রাজ্যের প্রজাদের হারাতে থাকবে!

একটা সময় হয়তো পুরো রাজ্যটাই তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে! মাহিমার বেলায় নিশ্চয়ই এমন কিছু হবে না। আজ থেকে ১০০ বছর পরেও যদি মাহিমার সাথে দেখা হয়, দেখব মেয়েটি তার রাজ্যের সবাইকে নিয়ে গল্প করছে আর হাসছে। সেই হাসি, যে হাসিতে নেই কোনো হতাশা, নেই কোনো অবিশ্বাস। আর সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। বাতাস সেই হাসি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোনো রাজ্যে, যেখানে আত্মবিশ্বাসের হাসি নেই। প্রতিটি শিশু অপার সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নেয়। সুস্থ সুন্দর সমাজ সেই সম্ভাবনার পরিচর্যা করবে। আর আমরা সেইসব সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমুতে যাব। সকল অনাগত শিশুদের স্বাগত জানাচ্ছি তাদের নতুন স্বর্গরাজ্যে।

এমপ্লয়ি আইডি : ২০৩৪৫০
গ্যাস ফিল্ড গেইট উপশাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

জীবনের কথা

মোঃ ইব্রাহীম খলিল

'Life' অর্থাৎ জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করলে জাগতিক প্রায় সব বিষয়গুলো আলোচনায় চলে আসে। এক জীবনে মানুষকে জাগতিক, মানসিক অনেক বিষয়েরই সংস্পর্শে আসতে হয়, মানুষের জীবনে যেমন আছে আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি, প্রত্যাশা, আছে হতাশা, বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, আরও আছে নিরাশার অন্ধকার হাতছানির ইশারা। আর এসব কিছুই আমাদের লেখনীর উপজীব্য হয়ে আসছে শত শত বছর ধরে। কেউ জীবনকে এঁকেছেন রংতুলির আচরে, কেউ-বা নাটকে, কালজয়ী কোনো গানে, কবিতায়, উপন্যাসে। আর এতসব সৃষ্টিশীলতার মাঝেই আমরা খুঁজে পাই সেই মহামানবদের যাঁরা তাদের সৃজনশীলতা দিয়ে এক জীবনকে উন্নীত করেছেন মহাজীবনে।

জীবন কেমন, এর অর্থই-বা কী অথবা এ জীবনকে নিয়ে কী করতে হয়, এসব কিছু আমরা আলোকপাত করব বিভিন্নভাবে, যেমন :

What is life?

জীবন কী?

সে উত্তর আগেই Shakespeare দিয়েছেন, তাঁর ভাষায়,
"Life is working shadow" আরো স্পষ্টভাবে বললে,
Life is a tale told by an idiot...

আলবার্ট আইনস্টাইনের ভাষায়,

"Life is like riding a bicycle to keep your balance, you must keep moving."

হয়তো এসব সত্য, আবার সত্য নয়, তারপরও জীবন বয়ে চলেছে বহতা নদীর মতো, আগেও যেমন বয়ে যেত। জনপ্রিয় শিল্পী পার্থের কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই, "তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে, জীবনের নিয়মে...! (কেন এই নিঃসঙ্গতা)

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার মধ্য দিয়েই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তার জীবনকে এক কথায় বলা যেতে পারে মহাকাব্য। এই মহাকাব্যিক জীবন তো আর সবার হয় না, কারো কারো হয়।

জীবন আসলে ঠিক কেমন?

আমার ধারণায়, জীবন কাউকে থেমে থাকতে দেয় না, বাতাসের মতো, তারে/রশিতে ঝুলে থাকা ছেঁড়া কাপড়ও দোলে, আর রূপসীর নতুন কাপড়ও দোল খায়।

মৃত্যুই কি জীবনের কঠিন সত্য?

মৃত্যুর চেয়ে কঠিন হচ্ছে জীবন, কেননা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ, বেদনা, হতাশা চিন্তা কেবল জীবনকেই ভোগ করতে হয়, আর মৃত্যু এসব কিছু থেকে একেবারেই মুক্তি দেয়। জীবনের আর একটি কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে চিন্তা (Stress), যা থেকে মানুষের একেবারেই মুক্তি নেই, আর এ চিন্তা তো 'চিতা'কেও হার মানায়, চিতা শুধু মৃতকেই পুড়িয়ে ছাই করে, আর চিন্তা সমগ্র জীবনকেই পোড়ায়।

জীবনের রোমান্টিতা কী?

সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় আসা যাক,
"আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছি দান,
তুমি জান নাই প্রিয়, জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ!"

কবি রবার্ট ব্রাউনের কবিতায় দেখি তিনি কার জীবন থেকে একটি মাত্র মুহূর্ত চেয়েছিলেন :

"তোমার সমগ্র জীবন থেকে একটি মাত্র মুহূর্ত আমাকে দাও, বলতে ইচ্ছে করেছে, কিন্তু বলা যায় না।"

দরদি শিল্পী সতীনাথের কণ্ঠেও আমরা শুনতে পাই, "জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো, সমাধির, পরে মোর জ্বেলে দিয়ো।"

আবার শিল্পী অনুপ ঘোষালও গেয়েছেন, "জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা...মরনে কেন তারে দিতে গেলে ফুল।"

জীবনের ট্রাজেডি কী?

Death asked life, "why does everyone love you but hate me. Life replied, because, I am the beautiful lie you are the `painful truth'."

জীবনের সখপূরণের সময়টায় আমাদের অনেকেরই রোজগার থাকে না, আর যখন রোজগার শুরু হয় তখন আমাদের সখগুলোরও অপমৃত্যু ঘটে- এটা একটা কঠিন ট্রাজেডি।

আমার মতে, আসলে জীবনের মানে বুঝতে বুঝতেই জীবন চলে যায়, আর এটাই যদি হয় জীবনের অর্থ! আবার আমাদের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাই, "আমরা খুব তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাই, কিন্তু জ্ঞানী হই খুউব দেরিতে"।"

আবারো আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় ফিরে আসি, তিনি তাঁর কবিতায় আমাদেরকে জীবনের বাল্য/কৈশোরে নিয়ে গিয়েছেন :

"সেই মধুর তপ্ত দুপুর,
পাঠশালা পলায়ন,
ভাবি হায়! আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন!"

জীবন বিষয়ে কোথায় যেন পড়েছিলাম, "জীবন কেটে গেল সবাইকে খুশি করতে গিয়ে, যারা খুশি হলো তারা কেউ আপন ছিল না, যে আপন ছিল সে কখনো খুশি হলো না।"

জীবনের কথা লিখতে গিয়ে অসংখ্য কলমের কালি হয়তোবা ফুরিয়ে যাবে, হাজারো পৃষ্ঠা অবলীলায় লেখা যাবে, তারপরেও সমাপ্তি টানা যাবে না।

জীবনের পরীক্ষা কেমন?

"Life is the beautiful exam. Many people fail because, they try to copy others, not realize that, everyone has a different question paper, so, never compare yourself to someone else."

শেষ করব কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতার ক'টি লাইন দিয়ে,

"জীবন শেষে মরণ হয়,
মরণ শেষে কী?
অগ্নিতে যার আপত্তি নেই,
মাটিতে তার ভয় কি?"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১৯১৭
বরিশাল শাখা, বরিশাল

আবগারী শুল্ক ও গ্রাহকের জিজ্ঞাসা

শহীদুল ইসলাম

ব্যাংকিং শুধু একটি সেবামূলক নয়, বরং চ্যালেঞ্জিং পেশাও বটে। এই পেশায় সেবা প্রদানের সাথে সাথে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে হয়। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যখন একজন গ্রাহককে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করতে পারি, তখন নিজেকে সফল মনে হয়। ব্যাংকিং পেশার সাথে যেহেতু আর্থিক সম্পর্ক বিদ্যমান, তাই এই পেশায় সফলতার জন্য ব্যাংকিং আইন জানার পাশাপাশি নিজেকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়।

দেশব্যাপী ব্যাংকিং সেবাকে বিস্তৃত করার জন্য আইএফআইসি ব্যাংক ১৪০০+ শাখা-উপশাখা নিয়ে ছড়িয়ে আছে শহর থেকে গ্রামে। গ্রামের উপশাখার একজন অফিসার ইনর্চাজ হিসেবে এখানে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা আমার জন্য চ্যালেঞ্জিং ও বাড়তি অভিজ্ঞতার। বিষয়টি যখন কোনো চার্জ বা কর্তন সম্পর্কিত, তখন গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা হয় আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং।

প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ, সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে আইএফআইসি ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবের ডেবিট অথবা ক্রেডিট স্থিতির উপর নিদিষ্ট হারে আবগারী শুল্ক কর্তন করে থাকে।

এই আবগারী শুল্ক কর্তন আমার মতো গ্রামের উপশাখায় কর্মরত ব্যাংকারের জন্য গ্রাহকের প্রশ্নবানে জর্জরিত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ। গ্রাম অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রাহক আবগারী শুল্ক কী সেটাই জানেন না! পরের কার্যদিবসে গ্রাহকের প্রশ্ন, আমার একাউন্ট থেকে কীসের টাকা কাটছে? উত্তরে যদি বলি আবগারী শুল্ক, তখন গ্রাহকের জিজ্ঞাসা এটা কীসের চার্জ বা কর্তন? আবার

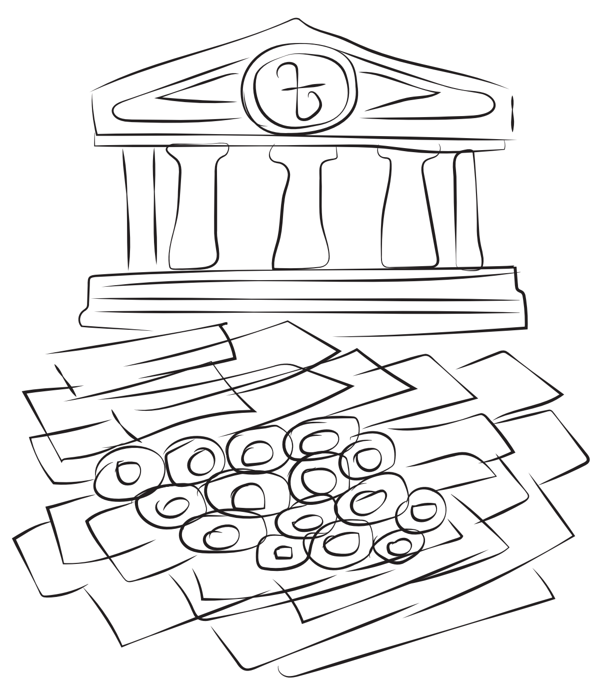

অনেক গ্রাহক বিরক্তির সুরে বলেন, ব্যাংক যদি এত চার্জ কাটে তাহলে মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখবে কেন? একজন ব্যাংকার হিসেবে গ্রাহকদের বোঝানোর চেষ্টা করি এবং তাদের সব কথা ধৈর্যসহকারে শুনি। সম্মানিত গ্রাহকদের বোঝানোর চেষ্টা করি এবং বলি, কারো ব্যাংক হিসাবে যদি বছরের যেকোনো একদিন বা ততোধিক সময় ১,০০,০০১ টাকা বা তদূর্ধ্ব টাকা জমা বা উত্তোলন করা হয়, তখন সরকার ঐ ব্যাংক হিসাব থেকে নির্দিষ্ট হারে আবগারী শুল্ক কর্তন করে। অনেক গ্রাহক বোঝে আবার অনেক গ্রাহক বুঝতে চায় না! গ্রাহকদের হাসিমুখে বলতে হয় এটি সরকারি চার্জ, সব ব্যাংকে কাটে, শুধু আমাদের ব্যাংকে না। আমাদের ব্যাংক আপনাদের দৈনিক ভিত্তিতে প্রতিমাসে মুনাফা দেয়, যা অনেক ব্যাংকে আপনি পাবেন না। আপনারা আমাদের ব্যাংকে লেনদেন করুন আর দৈনিক ভিত্তিতে প্রতিমাসে মুনাফা সুবিধা নিন এবং আপনার চার্জকে মিনিমাইজড করুন। আইএফআইসি ব্যাংক আছে আপনার পাশে- সেবায়, সাফল্যে, আস্থায়। দিনশেষে সন্তুষ্টির সাথে গ্রাহক সেবা প্রদান করতে পারাটাই একজন ব্যাংকারের সফলতা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৯৪
চাপরাশির হাট উপশাখা, নোয়াখালী

ডার্ক ট্যুরিজম

জান্নাতুল আকমাম

পর্যটন শুধু একটি ছোট্ট শব্দ নয়, বরং এক ধরনের শিল্পের জগৎ। যেখানে পর্যটনের বিভিন্ন শৈল্পিক দিকগুলোকে নানাভাবে উপস্থাপন করা যায়। মানুষ কখনও তাদের ঐতিহ্যের সন্ধানে বের হয়, কখনও প্রকৃতির স্বাদ নিতে, আবার কখনও কখনও বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদী-সাগরে অ্যাডভেঞ্চারের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার খোঁজে। তবে, এবার আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো পর্যটনের একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অধ্যায়ের সাথে, যার নাম 'ডার্ক ট্যুরিজম'।

কেমন আশ্চর্যজনক শোনাচ্ছে, তাই না? কোনো ভূতের গল্প বা ভয়ংকর কিছুর মতো কি? বিষয়টি তেমনই আসলে।'ডার্ক ট্যুরিজম' এমন সব স্থান ভ্রমণের সাথে সম্পর্কিত, যা মৃত্যু, ট্র্যাজেডি কিংবা কোনো দুর্ভোগের সাথে সম্পর্কিত। তাহলে বুঝতেই পারছেন, 'ডার্ক' মানে 'কালো' এবং 'কালো' হলো 'শোক'-এর প্রতীক। ঠিক এই কারণেই একে 'ডার্ক ট্যুরিজম' বলা হয়।

বাংলাদেশে এমন কিছু স্থান ও স্থাপনা রয়েছে, যা 'ডার্ক ট্যুরিজম'-এর অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। হতে পারে সেটি 'শহীদ মিনার', 'রায়েরবাজার বধ্যভূমি' অথবা 'ওয়ার সিমেট্রি'। এই যেমন, শহীদ মিনার যে আমাদের শুধু গৌরবের কথাই মনে করিয়ে দেয়, তা কিন্তু না! বরং সেখানে লুকিয়ে থাকা বেদনার স্মৃতিও শোনায়। যা কেবল একটি স্তম্ভ নয়, বরং আমাদের ভাষা আন্দোলন ও জাতি গঠনের এক গৌরবময় অধ্যায়ের প্রতীক!

শহীদ মিনার দেশের প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেশের জন্য আত্মত্যাগই প্রকৃত দেশপ্রেমের চূড়ান্ত পরিচয়। ঠিক তেমনি জাতীয় স্মৃতিসৌধও কংক্রিটের তৈরি একটি স্তম্ভ হলেও মূলত এটি গড়ে উঠেছে শহীদদের রক্তের বিনিময়ে। এই স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়েই আমরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করি এবং দেশের সেই বীর সন্তানদের কথা মনে করি, যাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, রেখে গেছেন এক স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫৫৮২
মোল্লাবাড়ি বাজার-ইস্ট রামপুরা উপশাখা, ঢাকা

ভ্রমণকথা

নেপালে 'ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম' এক্সপেরিয়েন্স

জয়ন্ত দাস

আমরা নাটক সিনেমায় একটা শব্দ শুনে থাকি প্রায়ই 'বাকেট লিস্ট'। বাকেট লিস্ট এমন কিছু জিনিস দিয়ে সাজানো হয়, যা জীবনে একবার হলেও অভিজ্ঞতা করার ইচ্ছা থাকে। আমার বাকেট লিস্টের উপরের দিকেই ছিল 'বাঞ্জি জাম্প'। খুব ইচ্ছা ছিল জীবনে সুযোগ পেলে বাঞ্জি জাম্পিংয়ের অভিজ্ঞতা নেওয়ার। সেই সুযোগ চলে এলো ২০২৪ সালে। ২০২৪-এর ছুটিতে নেপাল ভ্রমণের সুযোগটা পেয়ে যাই।

ভ্রমণপিপাসুদের জন্য হিমালয়কন্যা নেপাল অসাধারণ এক ডেস্টিনেশান। নেপালিদের সহজ-সরল জীবন আর বন্ধু বাৎসল্য সেই সাথে যোগ করে আলাদা মাত্রা। নেপালের সবচে, সুন্দর শহরের একটি পোখরা। বলা যায় নেপালের ট্যুরিস্ট আকর্ষণের মূলকেন্দ্র এই পোখরা। পোখরা থেকেই যাত্রা শুরু হয় বিভিন্ন ট্রেকিংয়ের। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রেকিংয়ের জন্য নেপাল আসেন পর্যটক ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষেরা।

পোখরাতেই অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম বাঞ্জি 'দ্যা ক্লিফ'। নেপাল ট্যুরের শুরু থেকেই এই বাঞ্জিটা মাথায় রেখেই সব প্ল্যান করেছিলাম। ভোর ৫ টায় গাড়ি এসে দাঁড়ায় হোটেলের সামনে। হোটেল থেকে ২ ঘণ্টার জার্নি শেষে পৌঁছলাম 'দ্যা ক্লিফ'-এ। ২২৮ মিটার উচ্চতায় দাঁড়িয়ে মানুষকে লাফ দিতে দেখে এক মুহূর্তের জন্য রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। মনে হলো, এটা স্রেফ পাগলামি ছাড়া কিচ্ছু নয়। কিন্তু ঠিক এরপর মুহূর্তেই মনে হলো এটা 'ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপেরিয়েন্স'। এতদূর এসে এই সুযোগ মিস করা যাবে না।

নিজের সাথে বোঝাপড়া শেষে সব সেফটি গিয়ার্স পরে নিলাম। ইন্সট্রাকটর সবকিছু বুঝিয়ে দিলো সুন্দর করে। লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। একবার চিন্তা করে দেখুন, ২২৮ মিটার উচ্চতা যা কিনা একটি প্রায় ৭৫ তলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু, সেখান থেকে আপনি লাফ দিচ্ছেন। লাফ মানে একদম 'ফ্রি ফল'। ৬-৮ সেকেন্ড প্রায় ২৪০ কিলোমিটার বেগে নিচের দিকে ধাবিত হওয়ার এই যে অস্বাভাবিক এক অভিজ্ঞতা, তা আসলেই 'ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম এক্সপেরিয়েন্স'। অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় এক অভিজ্ঞতা ছিল এই বাঞ্জি জাম্পিং, যা সারা জীবন স্মৃতির পাতায় গোল্ডেন মেমোরিজ হয়ে থেকে যাবে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৭৪৯
সিলেট স্টেশন রোড উপশাখা, সিলেট

আমাদের লঙ্কা জয়

নায়না ইসলাম

প্রায়ই মেয়েদের এ কথা শুনতে হয় যে, একা একা মেয়েদের বেশি দূরে যাওয়া নিরাপদ না। সেক্ষেত্রে এক ডজন মেয়েও যদি পুরুষ ছাড়া কোথাও যায়, তবুও শুনতে হয় একাই চলে গেল! গত নভেম্বরে লঙ্কানদের দেশ মানে শ্রীলঙ্কাতেও তেমনই আমরা দুই বান্ধবী একা ঘুরে এলাম।

আমি ও সোনিয়া আইএফআইসিতে একই ব্যাচে জয়েন করেছিলাম, সেই সূত্রে পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। গত বছরে অনেক পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও ভিসা জটিলতার জন্য দু'দিনের নোটিশে শ্রীলঙ্কার টিকেট কেটে ফেলি। যে দেশেই যাই না কেন, আমাদের লক্ষ্য থাকে মোটামুটি ওখানকার বেশিরভাগ দর্শনীয় শহর দেখার। শ্রীলঙ্কাতেও আমরা নয়টা শহর ঘুরে দেখেছি। কলম্বো থেকে শুরু করেছিলাম, যাত্রা কলম্বোতেই এসে শেষ হয়েছিল।

কুয়াশা ঢাকা ব্যাকপুল মাউন্টেইন, শ্রীলঙ্কা

প্রথম দিন আমরা নেগোম্বো লেগুনের সাথেই এক হোটেলে ছিলাম। ঘুম ভেঙে লেগুনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দ্বিতীয় দিন পিনাওয়ালা এলিফ্যান্ট অরফানেজ যেটা পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ হাতির আশ্রম, সেখানে নদীতে হাতিদের গোসল ও বিচরণ দেখলাম। পিনাওয়ালাতেই প্রথমবারের মতো খেলাম কিং কোকোনাট। কমলা রঙের বিশাল এ কোকোনাটের পানি বেশ সুস্বাদু। ডাম্বুলা শহরে ডাম্বুলা কেইভ যেখানে বুদ্ধের নিদর্শন আছে, তা দেখে গিয়েছিলাম পিডুরানগালা রক হাইকিংয়ে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫০ মিটার উপরে উঠে দেখেছিলাম সিগিরিয়া জঙ্গলে সূর্যাস্ত।

সিগিরিয়াতে সকালে ঘুম ভেঙে দেখি অনেকগুলো বন্য ময়ূর ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। ময়ূরের ডাকে পুরো জঙ্গল গমগম করছে। ক্যান্ডি শহরে আমরা হানতানা পাহাড়ের চূড়ায় ছিলাম। পুরো পাহাড়জুড়ে ছিল শত শত ঝর্ণা। ঝর্ণার কলকল ধ্বনিতে মন ভরে উঠেছিল। ক্যান্ডি থেকে গিয়েছিলাম নুয়ারা এলিয়া, যেটাকে 'লিটল ইংল্যান্ড' বলা হয়। এটি মূলত ব্রিটিশ কলোনিয়াল একটা সিটি। শহরজুড়ে ব্রিটিশ স্থাপনা, যেমন শত বছরের পুরানো পোস্ট অফিস, ব্রিটিশ ক্লাব, রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি।

নুয়ারা এলিয়াতে আমরা ব্ল্যাক পুল মাউন্টেইনে রাত্রিযাপন করেছিলাম। যাত্রাপথে শতবর্ষী টি এস্টেট ও রামবোদা ফলস দেখেছিলাম। শ্রীলঙ্কার ওয়েদার খুব অদ্ভুত। এখানে নুয়ারা এলিয়া বাদে সকল শহরে পুরো বছর গ্রীষ্মকাল অথচ নুয়ারা এলিয়াতে পুরো বছর শীতকাল থাকে। নুয়ারা এলিয়ার ঠান্ডা আমেজে এর পাহাড়ি সৌন্দর্যে আপনি হারিয়ে যাবেন। নানু ঔয়্যা রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে গিয়েছিলাম এল্লাতে। এই ট্রেন জার্নি পৃথিবীর বিখ্যাত ট্রেন জার্নিগুলোর মধ্যে অন্যতম। পুরো জার্নিতে কখনও উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়ে, কখনও দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে, কখনওবা পাহাড়ের ভিতরের সুরঙ্গ পথে সাইসাই করে ছুটে চলেছি। পথিমধ্যে বন্য হাতির পাল, ময়ূর, ঝর্ণা কতকিছুই যে দেখলাম!

নানু ঔয়্যা থেকে এল্লার ট্রেন যাত্রা

এল্লাতে নেমে অনেক কিছুই দেখার কথা ছিল, যেমন : নাইন আর্চেস ব্রিজ, এডামস পিক। কিন্তু হঠাৎ ভারী বর্ষণ শুরু হওয়ায় সেদিন শুধু রাভানা ফলস দেখে ক্ষান্ত দিয়েছিলাম। পরদিন সকালে আমাদের ঘুম ভাঙে মিরিসা সমুদ্রের গর্জন শুনে। মিরিসা আমার এ যাবৎকালে দেখা সবচেয়ে সুন্দর সি বিচ। এই সি বিচের একপাশে নীলচে পানির সমুদ্র অন্যপাশে সবুজাভ পানির সমুদ্র। এখানে শত শত ইউরোপিয়ান, আমেরিকান সুন্দরীদের সাথে আমরা দুই বাংলাদেশি কন্যা সানবাথ নিলাম। বিকেলে নিকটবর্তী ওয়াল্লাগামে সি বিচটাও ঘুরে আসি।

পরের রাতটা কাটাই থালপে বিচের একদম গা ঘেষে দাঁড়ানো এক হোটেলে। পুরো রাত মনে হচ্ছিল যেন সমুদ্র আমাদের ঘরের উপরেই বোধ করি আছড়ে পড়ছে। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতেই এর শান্ত রূপ দেখতে পাই। এই সি বিচেই প্রায় বিপন্ন প্রজাতির সবুজ বড় কাছিমের আনাগোনা। খুব সকালে ছোট্ট এই বিচে হেঁটে বেড়ানো আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়ের একটি।

ভোরের আলোয় থালপে বিচ

দুপুরের আগে বের হয়ে পড়ি গলে ফোর্ট দেখতে। এই ফোর্ট উনাবাতুনা সি বিচের সাথেই। যাত্রাপথে হুক্কাডুয়া সি বিচ দেখি। শ্রীলঙ্কা যেহেতু সি লক কান্ট্রি, তাই পুরো দেশটা ঘিরে রেখেছে অসংখ্য সুন্দর সব সি বিচ। শেষ রাতটা আমরা

মেঘলা দিনে গলে ফোর্ট, শ্রীলঙ্কা

কাটালাম নেগোম্বো সি বিচে। সে রাতে বেশ ঝড় হচ্ছিল। সমুদ্রের এত ভয়ংকর রূপ এত কাছে থেকে দেখেছি সেদিন। মনে হচ্ছিল ঝড় হয়তো আমাদের হোটেলসহ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। প্রায় সারারাত লম্বা ঝুল বারান্দায় বসে সমুদ্রে ঝড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করেছি। পরদিন সকাল আটটায় ফ্লাইট ছিল। নেগোম্বো থেকে আধা ঘণ্টা দূরত্বে কলম্বো এয়ারপোর্ট। রানওয়েতে প্লেনে বসে দেখলাম কলম্বোতেও বৃষ্টি শুরু হলো। শ্রীলঙ্কা আমাদের বৃষ্টিস্নাত বিদায় জানাল।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৯২৭
ব্রাঞ্চ বিজনেস ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

দুই দেশ, দুই অভিজ্ঞতা

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

নভেম্বর ২০২৪, অফিস থেকে বার্ষিক ছুটি (LFA) নিয়ে চীন ও ভিয়েতনাম ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। চীন বরাবরই প্রযুক্তি ও আধুনিকতার জন্য বিখ্যাত আর ভিয়েতনাম তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। দুই দেশ দুই অভিজ্ঞতা হয়ে ধরা দিলো আমার সফরে। প্রথমেই গেলাম চীনের গুয়াংজু, যা ব্যাবসা ও প্রযুক্তির

চায়নার স্ট্রিট ফুড

এক বিশাল কেন্দ্র। বিশাল শপিং সেন্টার, উন্নত অবকাঠামো আর প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হলাম। তবে, ভাষাগত সমস্যাটা বেশ ভালোভাবেই টের পেলাম। চীনারা ইংরেজি প্রায় জানেই না এদিকে গুগল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ-সহ বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক অ্যাপ সেখানে নিষিদ্ধ। ভিপিএন দিয়ে গুগল ট্রান্সলেটর ও গুগল লেন্স ব্যবহার করে পরিস্থিতি কিছুটা সামলাতে পারছিলাম।

এরপর গেলাম শেনজেন, যেখানে চীনের উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত দেখলাম। এখানে এক মুসলিম রেস্টুরেন্টে চাইনিজ খাবার খেতে গিয়ে মজার অভিজ্ঞতা হলো। মেন্যু দেখে খাবার অর্ডার দিলাম, কিন্তু পানি চাইতে গিয়ে বিপদে পড়লাম! ওয়েটার কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, বারবার কোক-পেপসি এনে

ভিয়েতনাম গেলে নিজেকে বিলিয়নিয়ার মনে হবে, এখানে সব লাখ লাখ টাকার হিসাব

দিচ্ছিল। অবশেষে পাশের এক ছাত্র আমাদের হয়ে ওয়েটারকে বুঝিয়ে দিল। চীনে বুলেট ট্রেনের অভিজ্ঞতা অসাধারণ। ৩১০ কিলোমিটার গতিতে চলা ট্রেনের ভেতরে বসে বোঝার উপায় নেই যে এত দ্রুত চলছে। গ্লাসে রাখা পানির এক ফোঁটাও নড়ছিল না! পুরো দেশজুড়ে এত মানুষ, কিন্তু কোথাও যানজট, ধুলাবালি বা অব্যবস্থাপনা নেই, সবই নিখুঁতভাবে পরিচালিত।

চীনের ৬ দিনের সফর শেষে গেলাম ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে। এখানে একেবারেই আলাদা সংস্কৃতি, খাবার এবং আতিথেয়তা পেলাম। হ্যানয় থেকে হা লং বে-তে যাত্রা করলাম, যা ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। চারপাশে সবুজ পাহাড়ের মাঝে স্বচ্ছ নীল জল, অসংখ্য গুহা ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। বিশেষ করে 'সারপ্রাইজ কেইভ' এক অনন্য অভিজ্ঞতা। এখানে প্রচুর ইউরোপীয় ও আমেরিকান পর্যটক আসে। এই সফর শুধু বিনোদনই দেয়নি, বরং নতুন সংস্কৃতি, জীবনধারা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অভিজ্ঞতা দিয়েছে। ভ্রমণ সত্যিই মনকে প্রশস্ত করে, কর্মদক্ষতা বাড়ায়। সুযোগ পেলেই আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪১১৮
এক্সপোর্ট পেমেন্ট ইউনিট
ট্রেড সার্ভিস সেন্টার

নবীর দেশে কাবার পথে

শহীদুল ইসলাম

জাহেলিয়াতের যুগের বর্বরতা ও অজ্ঞতাকে দূর করে মানবজাতিকে আলোর পথে আনার জন্য ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন মানবতার মুক্তির দূত মুসলমানদের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। প্রত্যেক নবী প্রেমিক মুসলমানের স্বপ্ন থাকে একবার হলেও নবীর দেশে আল্লাহর ঘর পবিত্র কাবা শরীফ তাওয়াফ করা ও মদীনায় নবীর রওজা শরীফ জিয়ারত করার। আমারও অনেক দিনের লালিত স্বপ্ন ছিল নবীর দেশে যাওয়ার। অবশেষে করুণাময়ের ইচ্ছায় ২২ অক্টোবর ২০২৪ সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছিল। পবিত্র ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ২২ তারিখের পূর্বে HR থেকে ছাড়পত্র নেওয়া ও যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছিলাম, শুধু অপেক্ষায় ছিলাম সেই কাঙ্ক্ষিত সময়টির জন্য। যখন ২২ তারিখ সকালে ইহরাম্ বেঁধে বাসা থেকে বের হলাম, অনুভূতি ছিল অন্যরকম যা প্রকাশযোগ্য নয়। যথারীতি চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে যাত্রার উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করলাম। সকাল ৮ টায় আমাদের বিমান চট্টগ্রাম থেকে শারজাহ বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করে, সেখান থেকে ২ ঘণ্টা যাত্রাবিরতি শেষে আমরা চূড়ান্ত গন্তব্য জেদ্দার পথে রওনা হলাম। পাশের সিটে সহধর্মিণী থাকায় আর আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করায় আমাদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ কোনো ক্লান্তিবোধ অনুভব হয়নি। সৌদি আরব সময় বিকেলে জেদ্দা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন ও সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে পবিত্র মক্কার পথে রওনা হলাম। হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হওয়া ও হালকা খাবার শেষে বহুল প্রতীক্ষিত সেই পবিত্র কাবাঘর স্বচক্ষে দেখা ও তাওয়াফ করার জন্য বের হলাম। হোটেল থেকে কাবাঘরের দূরত্ব অল্প হওয়ায় ৭৯ নং গেইট দিয়ে প্রবেশ করতেই পবিত্র কাবাঘর, যা হযরত ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাইল (আঃ) দ্বারা নির্মিত ও সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য কেবলা হিসেবে নির্ধারিত। দেখে অশ্রুসিক্ত হলাম। নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে হলো যখন পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলাম। সাফা ও মারওয়া পাহাড় সায়ী করার সময় ইসলামের জন্য বিবি হাজেরা (রাঃ)-এর ত্যাগ ও মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থার কথা মনে পড়তেই হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে। মক্কায় অবস্থানকালে নিজেকে কখনো ক্লান্ত মনে হয়নি, কারণ পিপাসা পেলে এখানে রয়েছে পৃথিবীর বিশুদ্ধতম পানি জমজম। তাওয়াফের পাশাপাশি আমরা মক্কায় বিভিন্ন স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও দর্শনীয় মসজিদ পরিদর্শন করেছিলাম। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তায়েফ হেরা গুহা, আরাফার ময়দান, মিকাত মসজিদ, আয়েশা মসজিদ প্রভৃতি।

মক্কায় সংক্ষিপ্ত সফর শেষে ১ নভেম্বর রওনা হলাম মদিনার উদ্দেশ্যে। মদিনার জান্নাতি সুবাতাস ও পরিবেশ আমাদের মুগ্ধ করেছে। মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় ও প্রিয় নবী (সাঃ)-এর রওজা শরীফ জিয়ারত এবং নবী (সাঃ)-কে সালাম পেশ করলাম, যা একজন নবী প্রেমিক হিসেবে ছিল অত্যন্ত আনন্দের। মদিনা শরীফের স্মৃতিবিজড়িত ও দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে বারবার যাওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে বিশ্বনবী (সাঃ) থেকে বিদায় নিয়ে ০৬ নভেম্বর রওনা হলাম মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে। অতৃপ্ত এই হৃদয় আবার হবে শান্ত, যদি যাওয়া হয় নবীর দেশে মুসাফির হয়ে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬১৯৪
চাপরাশির হাট উপশাখা, নোয়াখালি

রেলপথে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন

অপু মজুমদার

মগবাজার থেকে কমলাপুর। খুব বেশি দূরত্ব নয়, কিন্তু ঢাকা শহরের তীব্র জ্যামে এক ঘণ্টা লাগল। আমার ট্রেন তিনটায়-কালনী এক্সপ্রেস, গন্তব্য হলো সৌন্দর্যে ঘেরা মোহময় রূপের রানী চায়ের রাজধানী সিলেট। আগে টিকিট কাটা ছিল না, তাই অগত্যা স্ট্যান্ডিং টিকিট কাটলাম। কিন্তু বিধিবাম, ট্রেনের ইঞ্জিনে সমস্যা দেখা দেয়। মনের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা ছিল- কখন ট্রেন ছাড়বে।

এ সময় দেখি একদল বিদেশি ভ্রমণকারী দাঁড়িয়ে আছে। তাদেরকে নিয়ে একদল মানুষের আনাগোনা চলছে। খুব ছোটবেলার অভ্যাস দেশের মাটিতে কোনো বিদেশি দেখলেই, কৌতূহলবশত কথা বলার চেষ্টা করা। তাদের সাথে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ইঞ্জিনের সমস্যা হয়েছে। ট্রেনটি ছাড়তে একটু দেরি হবে। তাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রশ্ন করল, "ট্রেন দেরি হলে কি কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "কীসের ক্ষতিপূরণ? ট্রেনের ইঞ্জিনে সমস্যা, তাই দেরি হচ্ছে।" বিদেশি ওই ব্যক্তি বলল, "এত দেরি হলে যাত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, রেল কর্তৃপক্ষ কিছু করবে না? এতে তো অনেক যাত্রীর সময় নষ্ট হবে।"

শেষমেশ, নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর ট্রেন ছেড়েছিল। বিদেশি সেই ব্যক্তি আবার আমার কাছে এসে জানতে চাইল, "আপনার সিট কোথায়?" তার প্রতি উত্তরে আমি বললাম, "সিট খালি নেই, তাই স্ট্যান্ডিং টিকিট কাটলাম।" আমার উত্তর শুনে লোকটি মনে হয় একটু অবাক হলো। তাই, তিনি অবাক করা সুরে বললেন, "স্ট্যান্ডিং টিকিট! এতদূর কীভাবে যাবেন? দাঁড়িয়ে যাওয়া তো সম্ভব না। আর সিট না থাকলে কেনইবা স্ট্যান্ডিং টিকিট বিক্রি করল কর্তৃপক্ষ।" আমি মুচকি হাসলাম। এক সময়, সেই বিদেশি আমাকে প্রস্তাব দিলো, "আমি তাদের কেবিনে গিয়ে বসতে পারি এবং পুরো ভ্রমণ পথেই তাদের সাথে সময় কাটাতে পারি।" ভেবে দেখলাম যাওয়াই যায়, কিছু ক্ষতি নেই তাতে। অতঃপর আমি তাদের সাথে কেবিনে গিয়ে বসলাম।

তখনই আমি তাদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। আলোচনায় জানতে পারলাম তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকারী, বেশ কিছু দেশে ঘুরেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ঘুরতে এসেছে এবং শ্রীমঙ্গলে চায়ের বাগান দেখতে যাচ্ছে। চলতি এই পথে আমি আমার বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে বললাম। এর মধ্যে আমরা একে অপরকে জানলাম, নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলাম। রাতের ট্রেন, বনের মাঝ দিয়ে ঝিক ঝিক শব্দের সাথে আমাদের আলোচনাও চলতে থাকল। প্রায় রাত ৮ টায় ট্রেন শ্রীমঙ্গলে পৌঁছাল। মনে হয়েছিল, এই পরিচয় এখানেই শেষ। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি ওই বিদেশি দলের সদস্যরা আমার সাথে আবার যোগাযোগ করল। তারা ঢাকায় ফিরে এসে আমাকে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই আন্তরিকতায় ভ্রমণটি কেবল কিছু সময়ের নয়, এটি যেন একটি গল্প, যেখানে প্রকৃতি আর বন্ধুত্ব মিলেমিশে তৈরি করেছিল এক অনন্য স্মৃতি।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭১৪১
হাইমচর বাজার উপশাখা, চাঁদপুর

সহকর্মীদের নিয়ে কাপ্তাই ভ্রমণ

মো. নাজমুল হাসান

কাপ্তাই ভ্রমণের পরিকল্পনা আমাদের ব্র্যাঞ্চের সহকর্মীদের মধ্যে অনেকদিন ধরেই ছিল। কর্মব্যস্ত জীবনের চাপ থেকে মুক্তি পেতে এবং সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার জন্য আমাদের ম্যানেজারসহ ঠিক করলাম একদিনের জন্য কাপ্তাই বেড়াতে যাব। ভোরে সবাই ট্রেন স্টেশনে জমায়েত হলো। আমাদের জন্য পূর্বনির্ধারিত ট্রেনে উঠে পড়লাম। চট্টগ্রাম স্টেশনে নেমে নাস্তা করে কাপ্তাইয়ের পথে রওনা দিয়েছি। মাঝে যাত্রাপথে হাসি, গল্প, গান আর চা-বিস্কুট খাওয়া চলল। লম্বা সময় পথ পাড়ি দিয়ে আমরা দুপুরে পৌঁছলাম কাপ্তাই হ্রদের তীরে। দূর থেকে জলরাশির সৌন্দর্য আর পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য মন কেড়ে নেয়। সেখানে গিয়েই তাঁবু ঠিক করে আমাদের ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র রেখে বের হয়ে গেলাম সীতা পাহাড় ট্রেকিংয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে বিকালের কায়াকিংয়ের জন্য হ্রদে গিয়ে চারপাশের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা হলো, সাথে সহকর্মীদের গান, নৌকা প্রতিযোগিতা এবং প্রকৃতির কাছাকাছি নিজের আত্মসমর্পণ, সব মিলিয়ে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা। সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ফিরে এসে বার-বি-কিউ, ক্যাম্পফায়ারের প্রস্তুতি, তাঁবুবাসের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। রাতে শুরু হলো আমাদের বার-বি-কিউ, সাথে ক্যাম্পফায়ার; এ যেন আফ্রিকান জুলু উপজাতির শিকার পরবর্তী আনন্দের চেয়েও বেশি আনন্দের। রাতে কর্ণফুলী নদীর তীরে তাঁবুতে রাত্রীযাপন এবং সকাল ভোরে ভোরে স্থানীয় বাজার থেকে পেঁপে, কলার ঝুলি, আনারস ও অন্যান্য খাবার নিয়ে নৌকায় করে রাঙ্গামাটির পথে রওনা দেই। সেখানে শুভলং ঝর্ণা, পলওয়েল পার্ক, ঝুলন্ত ব্রিজ এবং বিস্তৃত জলরাশির মুহূর্তগুলো গান, আড্ডায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং ফিরে আসার পথে সূর্যাস্ত দেখলাম। হ্রদের পানিতে সূর্যের লাল আভা প্রতিফলিত হচ্ছিল, যা আমাদের পুরো দিনটিকে আরও সুন্দর করে তুলল। ভ্রমণের পাশাপাশি কাপ্তাইয়ের স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিলাম। টাটকা মাছ, হাঁসের মাংস, ভর্তা, ভাত আর সবজির স্বাদ ছিল অতুলনীয়। সন্ধ্যার পর কাপ্তাই ফিরে আসার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা সবাই রওনা দিলাম আমাদের গন্তব্য লাকসাম ব্র্যাঞ্চের দিকে। ফিরতি যাত্রায় সবাই ক্লান্ত ছিল, কিন্তু মনে ছিল ভরপুর আনন্দ। কাপ্তাই ভ্রমণ আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করেছে। স্বল্প সময়ের ও স্বল্প বাজেটের এই ছোট্ট ভ্রমণ আমাদের কাজের একঘেয়েমি দূর করে দিয়ে নতুন উদ্যমে কাজে ফেরার প্রেরণা জুগিয়েছে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৬৭৬
হাসানপুর-ঢালুয়া রোড উপশাখা, কুমিল্লা

স্মৃতির পাতায় সিলেটের ছোঁয়া

শ্রী সজিব চন্দ্র দাস

বহুদিন ধরেই পরিকল্পনা ছিল সিলেট যাব। অবশেষে সময় হলো, এক ঝলমলে সকালে ব্যাগ গুছিয়ে রওনা দিলাম। ঢাকার ব্যস্ততা পেছনে ফেলে বাসে উঠে বসলাম। জানালার পাশে বসে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারিনি।

ঘুম ভাঙল বাস যখন একটি পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠছিল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি চারপাশে সবুজের সমারোহ। মনে হলো যেন স্বপ্নের রাজ্যে চলে এসেছি। হঠাৎ বাসের কন্ডাক্টর ঘোষণা দিলেন, "আমরা সিলেট শহরে পৌঁছে গেছি।"

সিলেটে এসে প্রথম গন্তব্য ঠিক করলাম জাফলং। সিএনজি নিয়ে রওনা দিলাম। পথিমধ্যে চা-বাগানগুলোর সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করল। একসময় পৌঁছালাম জাফলংয়ে। স্বচ্ছ নদীর জল, দূর থেকে ভেসে আসা পাহাড়ের ডাক, সব মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ। নদীর ধারে গিয়ে পা ডুবিয়ে বসে রইলাম, পাহাড়ের পাথর স্পর্শ করলাম। মনে হলো প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছি। আর বারবার মনে হতে লাগল এই যেন আমার কেবল আমারই সবুজ বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যেই সম্ভব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে শহরে ফিরে এলাম। হোটেলে চেক-ইন করলাম, তারপর বেরিয়ে পড়লাম খাবারের সন্ধানে। সিলেটের বিখ্যাত সাতকরা আর মুরগির মাংস অর্ডার দিলাম। প্রথমবার খেয়েই মুগ্ধ! রাতের সিলেট শহরও বেশ চমৎকার লাগছিল। রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে বসে সিলেটি মালাই চা খেয়ে দিন শেষ করলাম।

পরের দিন সকালে গন্তব্য ঠিক করলাম রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট। নৌকায় চেপে ঢুকে পড়লাম এক জলজ জঙ্গলে। চারপাশে শুধু গাছ আর তাদের ছায়া, জলের ওপর দুলছে। জায়গাটা এতটা রহস্যময় আর শান্ত যে মনে হলো সময় এখানে থমকে গেছে। গহীন জঙ্গলের মাঝে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম, প্রকৃতির কত রূপ! সন্ধ্যার আগে ফেরার সময় হয়ে এলো। সিলেটের এই দুই দিনের ভ্রমণ যেন এক রঙিন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। চা-বাগান, পাহাড়, নদী, খাবার সব মিলিয়ে অভিজ্ঞতা অসাধারণ। ঢাকায় ফিরলেও মনে হলো হৃদয়ের একটা অংশ সিলেটেই রয়ে গেল।

এই ভ্রমণের স্মৃতি কখনো ভুলব না। আবার আসতে হবে, সিলেটের ডাকে! হয়তো কবি জীবনানন্দ দাশ এই জন্যই তার অমর সৃষ্টি **'আবার আসিবো ফিরে'** রচনা করেছেন। আজ কবির মতো আমিও বলতে চাই :

"সিলেটের পথে আবার আসিবো ফিরে,
সবুজ চা-বাগান ডাকবে যে ঘিরে।
জাফলংয়ের জলে রাখিবো ছোঁয়া,
রাতারগুলে মিশবে স্মৃতির মায়া।"

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৮২
হাইমচর বাজার উপশাখা, চাঁদপুর

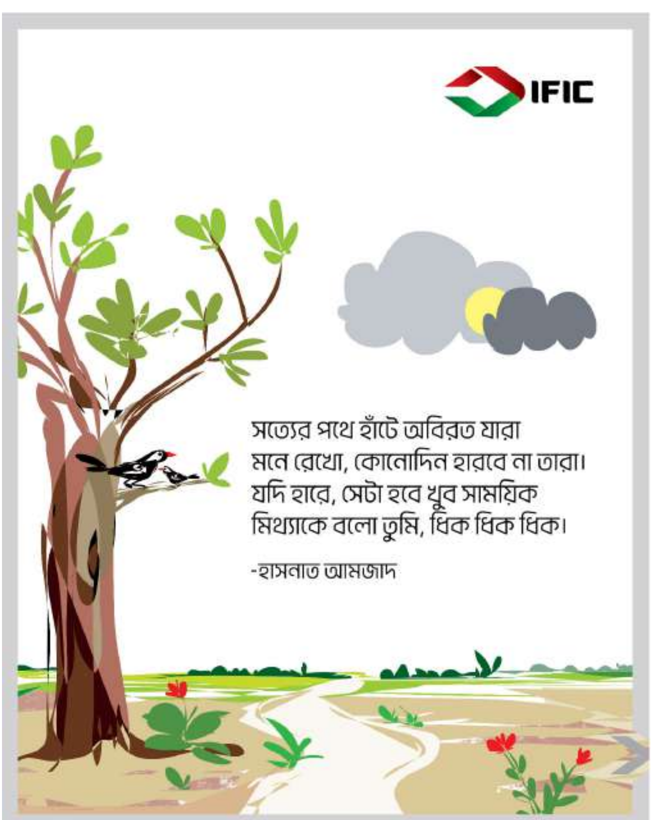

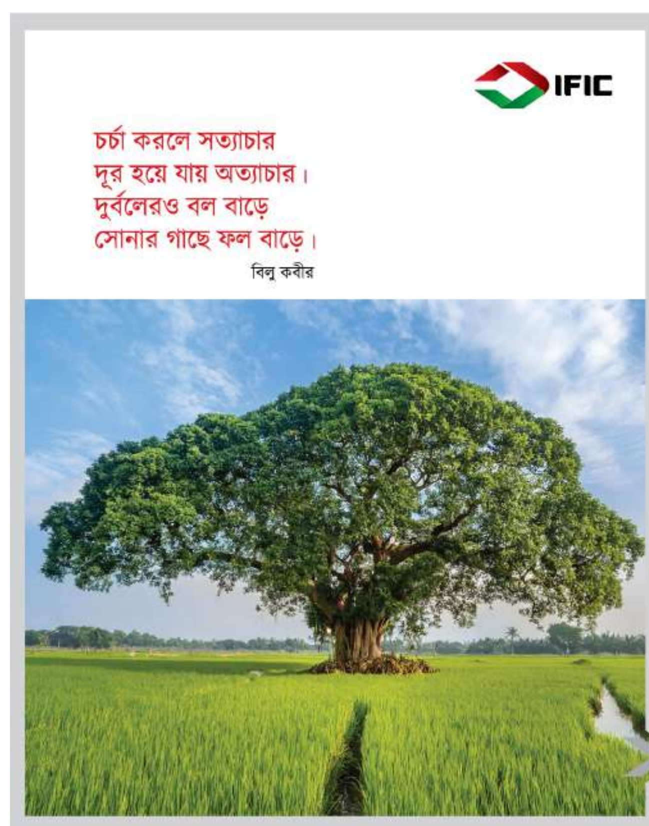

স্মৃতিকথা

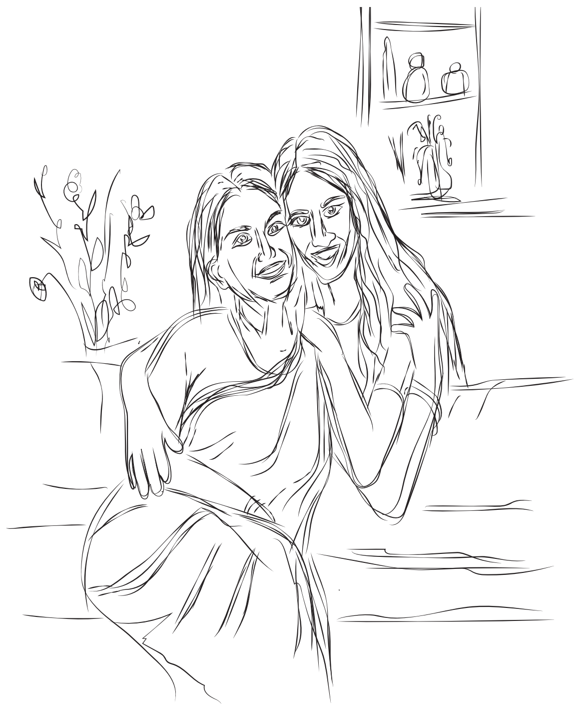

স্মৃতিকাতরতায় মা

মারিয়া অনি

২০১৭ সালের ২১ এপ্রিলের সেই বীভৎস সকালটা আর তোমার নিষ্পাপ মুখটা এখনও চোখ বুজলে সামনে ভেসে ওঠে মা। আমার জন্য তীর্থের কাকের মতো তোমার অপেক্ষা তোমার চোখে মুখে স্পষ্ট দেখেছিলাম আমি। দেখেছিলাম শত শাসন আর বারণের আড়ালে আমার জন্য তোমার বিশুদ্ধ ভালোবাসা। তখন মৃত্যুর সাথে চলছিল তোমার শেষ লড়াই। যেই তোমার হাতে আমি প্রথম খেতে শিখেছিলাম, সেই আমার হাতেই তুমি জীবনের শেষ খাবারটা খেয়েছিলে। আমাকে দেখতে হয়তো খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তোমার কিন্তু তবুও তুমি বলোনি। কারণ, মেয়ের তো পরীক্ষা চলে, পাছে এসব ভেবে যদি তার পরীক্ষা খারাপ হয়। কিন্তু যখন বুঝতে পারলে বিধাতার এই ডাক আর উপেক্ষা করতে পারবে না, তখন আমার হাতের রান্না খাবার বাহানায় ডাকলে ঢাকা মেডিকেলের ৮০৯ নম্বরে, সেই অভিশপ্ত জায়গায়। চোখ দুটি ছলছল করছিল তোমার যেন অনন্ত কাল ধরে, আমায় দেখার আকুতি মনে। আমাকে করা তোমার শেষ প্রশ্ন খেয়ে আসছিস? এখনতো আর তোমার নাম্বার থেকে কোনো ফোন আসে না, কেউ জানতে চায় না খেয়েছি কি-না? ঠিকমতো বাজার করি কি-না? আলসেমি করে রান্নার ভয়ে না খেয়ে থাকি না তো আবার? আছি কেমন? পড়ালেখা করছি তো ঠিকমতো? ঢাকায় আসার সময় কেউ এটা সেটা লুকিয়ে বকা দিয়ে ব্যাগে ভরে দেয় না, বাসা থেকে বের হয়ে গেলে কেউ ছাদে দাঁড়িয়ে পেছন থেকে যতদূর আমায় দেখা যায় দেখতে তাকিয়ে থাকে না। করে না অপেক্ষা সপ্তাহ ঘুরতেই কবে যাব বাড়ি। এখন আর কেউ বলে না, আমার মুখে মা ডাকটা শুনলেই নাকি কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যায়। এখনতো মুখটা ভরে মা ডাকার জন্য তুমিই নেই। জানো মা, খুব ইচ্ছা হয় মনটা ভরে তোমাকে যদি আরও একটাবার মা বলে ডাকতে পারতাম। তোমাকে ছাড়া সাতটি বছর গত হয়েছে, কিন্তু সেদিনের বীভৎসতা আজও গায়ে কাঁটা দেয়। তোমার প্রতিটি মুহূর্তের শূন্যতা তোমার অনুপস্থিতির জানান দেয়। বাঁচার জন্য বেঁচে তো আছি, কিন্তু কেমন আছি, তুমিইবা কেমন আছ মা? যার প্রত্যেকটি প্রার্থনা ছিল আমি আর আমাদের ঘিরে, আমার করুণ ফরিয়াদ তুমি তাঁর কাছে পৌঁছে দিও। আমার সবচেয়ে প্রিয় আর দামি যে জিনিস তোমার কাছে আমানত আছে, তার যত্ন নিও। থাকলে কাছে কে আর বোঝে, হারিয়ে গেলে তবেই খোঁজে। তোমাকেও চিরতরে হারিয়ে এখন খুঁজি, কিন্তু নাগাল পাই কই বলো। মনে হয় কত সহস্র যুগ হয়ে গেছে তোমাকে একটি বারের জন্য মুখভরে মাগো বলে ডাকতে পারিনি। ভীষণ যন্ত্রণায় তোমায় জড়িয়ে ধরে একটু প্রশান্তি নিয়ে কাঁদতে পারিনি। তোমার কাছে দোয়া চাইতে নেই। জানি তোমার দোয়া সবসময় আগলে রাখে আমায়, আমার একাকীত্বে, ক্লান্তিতে, সফলতায় ও প্রাপ্তিতে। ভালো থেকো মা, রাব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি ছাগিরা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৪৫৮
ইটাখোলা উপশাখা, নরসিংদী

জীবনের অদল বদল

মোঃ সাইফুল ইসলাম

দিনটা ছিল ২০১৭ সালের ১২ মার্চ। আমার প্রথম কর্মজীবনের পদযাত্রা, যা শুরু হয়েছিল আইএফআইসি ব্যাংকের মাধ্যমে। দীর্ঘ এক বছর ছয় মাস চাকরি করার পর আইএফআইসি ব্যাংক আমাকে আন্তর্জাতিক ব্যাবসার জন্য ওমানে তাদের একটি শাখা ওমান এক্সচেঞ্জে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করার পর ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে ওমানের ভিসা দিয়ে ওমান এক্সচেঞ্জের হেড অফিসে পাঠানো হয়। পাঠানোর এক মাস পর আমাকে ওমান এক্সচেঞ্জের সুইক শাখার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়। ওমানে যাওয়া আমার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয় ছিল। তাদের ভাষা তাদের কালচার আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন ছিল। ছোট শিশু যেমন এক, দুই, তিন, চার এভাবে অঙ্ক শেখে, আমিও ঠিক তেমনি আরবি অক্ষরগুলো শিখতে থাকি। দীর্ঘ ছয় মাস লেগেছিল তাদের ভাষা এবং অক্ষর শিখতে। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি ওমানে যাওয়ার পর আরবিসহ পাঁচটি ভাষা শিখতে পারি, যেটা আমার জন্য মোটেই সহজ ছিল না।

২০১৯ এবং ২০২০ এই দুইটা বছর ছিল করোনার সময়, যা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য ছিল কঠিন। ২০২০ সালে মাত্র ১৭ দিনের ছুটিতে প্রথম আমার বাংলাদেশে আসার সুযোগ হয়। ওই ছুটিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। মাত্র ১৭ দিন শেষে আমি আবারো ওমানে ফিরে যাই। ওমান এক্সচেঞ্জ থেকে আমার ফ্যামিলি ভিসার আবেদন করা হয়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এক মাস পরেই ওমানের ভিসা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ এক বছর ছয় মাস পর ওমানের ভিসা চালু হয়, তারপর আমার সহধর্মিণীকে ওমানে নিয়ে আসার সুযোগ হয়।

ওমান এক্সচেঞ্জ আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, যা পেতে সাহায্য করেছে আমার আইএফআইসি ব্যাংক। দীর্ঘ পাঁচ বছর ছয় মাস ওমান এক্সচেঞ্জে সততা এবং নিষ্ঠার সাথে চাকরি করার পর পারিবারিক সমস্যার কারণে সেখান থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অফিসে যোগদান করি। যোগদানের চার মাসের মধ্যে পদোন্নতি দিয়ে বেনাপোল শাখার অধীনে ঝিকরগাছা উপশাখায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সত্যিই আমি আইএফআইসি ব্যাংকের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪১৪১
ঝিকরগাছা উপশাখা, যশোর

স্মৃতিতে শৈশব

শারমিন আক্তার (চাঁদ)

প্রাণাবেগে সুন্দর-সুশোভিত ঊর্মিমুখর সুর বাতাসকে রাঙিয়ে তোলে, হারানো কাউকে আবার ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে হয়। এ পাখিটিকে ইংরেজিতে বলে 'Common hawk cuckoo/ Brainfever Bird' আর বাংলায় বলা হয় 'বউ কথা কও/ চোখ গেল পাখি/ পাপিয়া'। এ পাখির মধুর কণ্ঠে আমি শৈশবে হারিয়ে যাই, এ যেন অতৃপ্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা 'আবার যদি সেই ছোট শারমিন হতাম!' বাবা-মায়ের অফুরন্ত স্নেহ-মমতা, আদর আর সোহাগ-মিশ্রিত শাসন খুব মনে পড়ে। আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তাম। আমার প্রচণ্ড জ্বর ছিল এবং স্কিনে গুটিবসন্ত (Chicken pox/small pox) উঠে গিয়েছিল। তীব্র ব্যথা, গোটায় জ্বালাপোড়া এবং চুলকানি সারা রাত জ্বর কমছিল না। সে রাতে বাবা-মা দু'জন নির্ঘুম রাত কাটিয়েছিলেন। কিছু সময় মা

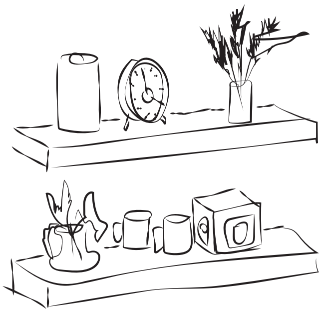

কোলে নিতেন, পালাক্রমে আবার বাবা কোলে নিতেন। এভাবে কাটতে থাকল রাত। আমাদের ঘরের পেছনে একটি জঙ্গল ছিল, সেখানে রাতের শেষ অংশে ফজরের আযানের আগ মুহূর্তে এ পাখিটা ডেকেছিল। এর মিষ্টি সুরে মহান রবের রহমতে আমার চোখে ঘুম ঘুম তন্দ্রা আচ্ছাদিত হচ্ছিল। হয়তো সে রাতের সমস্ত কথা আমার স্মৃতিতে নেই, কিন্তু তার মাঝে এমনই কিছু ঘটনা আমার স্মৃতির পাতায় হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত আছে। অথচ এ পাখিটি ডাকলে আমার বুকের বাম পাশে বিশাল শূন্যতা অনুভব হয়। সেটা বাবা হারানোর শূন্যতা। যা হয়তো শূন্যই থেকে যাবে, পূর্ণ হবে না কখনও।

‘রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা’

অর্থ : হে আমার রব! আমার পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমন তাঁরা দয়া-মায়া মমতা সহকারে শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

[সুরা বনি-ঈসরাইল, আয়াত : ২৪]

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪১৬
গ্রীন রোড উপশাখা, ঢাকা

ঘ্রাণ

তারজিনা রহমান

হুট করেই মনে হলো চলে যাই। চিরচেনা নিজের শহর দাপিয়ে বেড়ানোর খায়েশই আলাদা। গতিময় জীবনের নিয়মের ছক ভেঙে পথচলা শুরু হলো নিজের শহরে। এটা আমার নিজের

চলমান গল্প, মানুষের স্থান পরিবর্তন হয় এটা ঠিক, কিন্তু আমার স্থানান্তরটা কঠিনকে জয় করার মতো। জীবন আমাকে অনেক কিছু দিয়ে আবার নিয়েও নিয়েছে। আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে নিতে অভ্যস্ত, না পাওয়ার অনভ্যস্ততার অভ্যাস আমাদের সীমিত। ২০২২-এর ২২ মার্চ গাড়ি ছুটে চলেছে যশোরমুখী। পোস্টিংয়ের জন্য ঢাকা ছেড়ে যশোর যাওয়া। যশোর আমার জন্মভূমি, যশোরের সবকিছু আমাকে ভীষণভাবে টানে, ধুলাবালুগুলো যেন দেখলে মনে পড়ে যায় ফেলে আসা দুরন্তপনার শৈশবের কথা। আম্মুর কেন জানি সংশয় কাটছিল না, কারণটা জানতে পারলাম কিছুদিন পর। অফিস কিছুটা গ্রামের দিকে, যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো ছিল না। তবে আমার বেশ লাগতে লাগল। গ্রামের সম্পূর্ণ স্বাদ পেতাম। নেই কোনো যানজট, সহজ-সরল মানুষগুলিকে বোঝাতে একটু বেগ পোহাতে হলেও মানিয়ে নিয়েছিলাম। অফিস শেষে ফেরার পথে মাঝে মাঝে আম্মুর সাথে দেখা করে বাসায় ফিরতাম, সেই সন্ধ্যাবেলাতেই আম্মু মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দিত আর অফিসের গল্প শুনত। অফিস, বাসা সব মিলিয়ে বেশ ভালোভাবে চলছিল সবকিছু।

২০২২-এর ৮ ডিসেম্বর সকালে অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম আর আম্মু পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছিল। খাবার বেশি খাওয়ানোতে একটু রাগও করেছিলাম আম্মুর উপর। ওই দিনই ছিল আম্মুর হাতে শেষ খাওয়া। ৯ তারিখ আম্মু হঠাৎ অসুস্থ (ব্রেইন স্ট্রোক) হলেন, নেওয়া হলো হাসপাতালে। ১০ তারিখে নিওরোসায়েন্স হাসপাতাল থেকে সোজা আল্লাহর কাছে চলে গেলেন। কিছু সময়ের জন্য পুরো দুনিয়া আমার স্তব্ধ হয়েছিল। দুনিয়াটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল আমার। কোথাও খুঁজে পাই না তাকে। এই কষ্টটা কাউকে বোঝানোর নয়, কমাবারও নয়। কারো সান্ত্বনাও কানে বাজে না। অফিসে যাওয়ার আগে সেই মাখানো ভাতের ঘ্রাণ পাই না। খাওয়া শেষে শাড়ির আঁচলেরও ঘ্রাণ পাই না। সব ঘ্রাণ নিয়ে চলে গিয়েছে আম্মু। তার পুরানো কাপড় পেলে এখনো আমি ঘ্রাণ নিতে যাই, সব ম্লান হয়ে গিয়েছে এখন। এখনো অনেক খাবার আমি খেতে পারি না, যেটা দেখলে আম্মুর হাতের ঘ্রাণের কথা মনে পড়ে যায়।

শুরু হলো আমার একা চলার দিন, আম্মুকে ছাড়া একা চলাটা সহজ ছিল না আমার জন্য, সেই খারাপ সময়ে পরিবারের পাশাপাশি দুজন বন্ধু/কলিগ পাশে থেকে আপনজনের অভাব দূর করেছে, রেজওয়ানা এবং সোনিয়া আপু, যারা দুজনেই ছিলেন আমার ফাঁকা হয়ে যাওয়া শহরের সারথি। ২০২২-২০২৩ থেকে ২০২৪, দেখতে দেখতে বছর চলে যায়, কিন্তু এই শহরের শুন্যতা আর পূর্ণ হয় না। যে শহরে মা নেই, সেই শহর আমার জন্য না। দম বন্ধ হয়ে আসত মাঝে মাঝে, একা রাস্তায় হেঁটেছি অনেক, যে রাস্তা দিয়ে আম্মুকে নিয়ে চলতাম। অবশেষে নিজের শহর ছেড়ে আসলাম।

মায়ের একটা ঘ্রাণ আছে, যেটা আমি এখনো অনুভব করি। এই কোমলতার ঘ্রাণ উপেক্ষা করে পথচলাটা মসৃণ নয়। তবুও চেষ্টা করি, মা-শূন্য দুনিয়ায় এই ঘ্রাণটুকু লালন করেই দিন যাপন করতে ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৯১৮
গরিবে নেওয়াজ এভিনিউ শাখা, ঢাকা

ফটোগ্রাফি

অন্নপূর্ণার বরফঢাকা শিখরে সূর্যোদয়

রেহান উদ্দিন মাহমুদ
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৪৩২
ইসলামিক ব্যাংকিং ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়

নীল আকাশের মতো উদার হও,
সাদা মেঘের মতো ভেসে বেড়াও

প্রতিদিন নিয়ম করে আসে গোধূলি, রেখে যায় হাজারো স্মৃতি।
শব্দহীন গভীর নদী বয়ে চলে নীরবে।

সাকির উস সালেহীন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭১০৫
বরগুনা শাখা, বরগুনা

নীরবতার মাঝেও বয়ে চলে জীবন

সন্ধ্যার আলোয় সেতুর নীরব গল্প

শান্তনু চৌধুরী
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৫৩৪
ফেঞ্চুগঞ্জ উপশাখা, সিলেট

ইভেন্টস্

মিট দ্য চেয়ারম্যান শীর্ষক মতবিনিময় সভা

আইএফআইসি ব্যাংকের নবগঠিত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন-এর সঙ্গে ব্যাংকটির সকল কর্মীদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় 'আইএফআইসি টাওয়ার'-এ হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত 'মিট দ্য চেয়ারম্যান' শীর্ষক নির্দেশনামূলক মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত এ সভায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও দেশব্যাপী ১৪০০-এরও বেশি শাখা-উপশাখা থেকে কর্মীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় সকল শাখা-উপশাখার কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন জনাব মো. মেহমুদ হোসেন।

এমডি'স টাউন হল মিটিং শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি'র শক্তিশালী ভিত্তি হচ্ছে ব্যাংকের ছয় হাজারের বেশি সুদক্ষ জনবল আর সম্মানিত সকল গ্রাহকদের আস্থা বলে মন্তব্য করেছেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা। ১৪ আগস্ট (বুধবার) রাজধানীর পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভায় (এমডি'স টাউন হল মিটিং) তিনি এ মন্তব্য করেন।

এ সময় সৈয়দ মনসুর বলেন, "প্রায় ৩৩% সরকারি মালিকানাসহ গণমানুষের ব্যাংক আইএফআইসি'র বয়স এখন ৪৮ বছর"। এ দীর্ঘ যাত্রায় ব্যাংকের কর্মীরা সবসময় একটি টিম হিসেবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পেশাগত দায়িত্ব নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। ক্রমেই দেশব্যাপী সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। হাইব্রিড মডেলে আয়োজিত এ সভায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও শাখা ব্যবস্থাপকরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় সকল শাখা-উপশাখার কর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

আইএফআইসি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের নবগঠিত পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে ব্যাংকের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে এ নির্দেশনামূলক মতবিনিময় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। সভায় পর্ষদের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব এবতাদুল ইসলাম, জনাব সাজ্জাদ জহির, জনাব কাজী মোঃ মাহবুব কাশেম, জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা ও জনাব মুহাম্মদ মনজুরুল হক। এসময় তারা বর্তমান আর্থিক খাত বিশ্লেষণপূর্বক আইএফআইসি ব্যাংকের করণীয়সহ গ্রাহকের আমানতের সুরক্ষা ও গ্রাহক সেবার মান আরও উন্নয়নে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করেন। সভায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষা সনদ পেলো আইএফআইসি ব্যাংক

গ্রাহকদের সর্বোচ্চ ডেটা সিকিউরিটি, তথা তথ্য সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। 'পেমেন্ট কার্ড ইন্ডাস্ট্রি ডেটা সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ড' (পিসিআই-ডিএসএস)-এর নীতিমালা অনুযায়ী শক্তিশালী সিস্টেম, উন্নত নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ব্যবস্থা-সহ স্পর্শকাতর তথ্য ব্যবস্থা সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টানা তৃতীয়বারের মতো এই সনদ অর্জন করল আইএফআইসি ব্যাংক। গত ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে পুরানা পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফার কাছে এ সংশ্লিষ্ট সনদপত্রটি তুলে দেন বাংলাদেশে পিসিআই-ডিএসএস এর

মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান এন্টারপ্রাইজ ইনফোসেক কনসালটেন্টস (ইআইসি)-এর প্রধান নির্বাহী মশিউল ইসলাম। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. মনিতুর রহমান, হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ, হেড অব আইটি জনাব মো. নাজমুল হক তালুকদার-সহ আইএফআইসি ব্যাংক ও আইএফআইসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকের ৪৮তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপিত

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র ৪৮তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর ২০২৪ রাজধানীর পুরান পল্টনস্থ প্রধান কার্যালয় 'আইএফআইসি টাওয়ার'-এর মাল্টিপারপাস হলে কেক কেটে বর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এসময় ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ৪৮ বছর পূর্তিতে ব্যাংকের নবনিযুক্ত পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যদের প্রতি তাদের সময়োপযোগী দিকনির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেনের পক্ষে ব্যাংকের সকল সম্মানিত গ্রাহক, শেয়ার হোল্ডার, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। একই দিনে সারা দেশে ব্যাংকের ১৪০০ এর বেশি সকল শাখা ও উপশাখায় সম্মানিত গ্রাহকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়।

জালনোট প্রশিক্ষণ কর্মশালা, বরিশাল

বরিশালে আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান। উক্ত কর্মশালায় বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় অবস্থিত আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখাসমূহের ১২১ জন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জালনোট প্রশিক্ষণ কর্মশালা, খুলনা

খুলনায় আইএফআইসি ব্যাংকের ‘জাল নোট শনাক্তকরণ ও প্রচলন প্রতিরোধ’ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস. এম. হাসান রেজা। উক্ত কর্মশালায় খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল ও মাগুরা জেলায় অবস্থিত ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার প্রায় শতাধিক কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকে উদ্‌যাপিত হচ্ছে মাসব্যাপী ‘মধুমাস উৎসব ২০২৪’

বাংলাদেশ ফুল, ফসল আর ফলের দেশ। গ্রীষ্ম মৌসুমে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, ডেওয়া, লটকন, বাতাবি লেবু প্রভৃতি নানা মৌসুমি ফলে ম-ম করে বাংলার আকাশ-বাতাস। প্রকৃতির এই অপার দানকে ব্যাংকের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রতি বছরের মতো আইএফআইসি ব্যাংক আয়োজন করেছে ‘আইএফআইসি মধুমাস উৎসব ২০২৪’। জুলাই মাসব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকের সকল শাখা-উপশাখায় উদ্‌যাপিত হয়েছে এই মধুমাস উৎসব।

আইএফআইসি আমার ব্যাংক অ্যাপে যুক্ত হলো কিউআর পেমেন্ট সুবিধা

চলমান ডিজিটাল ট্রান্সফর্মেশনের অংশ হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং চ্যানেল, 'আইএফআইসি আমার ব্যাংক' অ্যাপে যুক্ত হলো কিউআর স্ক্যান সম্বলিত ক্যাশলেস পেমেন্ট সুবিধা। আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা গত ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকের ক্যাফেটেরিয়ায় কিউআর পেমেন্টের মাধ্যমে নতুন এই সেবার শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। আমার ব্যাংক অ্যাপে কিউআর স্ক্যান সুবিধা যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আইএফআইসি ব্যাংকের গ্রাহকেরা এখন থেকে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্ট সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

তরুণ প্রজন্মের পেশাগত উন্নয়নে এআইইউবি জব ফেয়ারে আইএফআইসি ব্যাংকের অংশগ্রহণ

শিক্ষাজীবন থেকে পেশাগত জীবনে উত্তরণের সেতুবন্ধনের যাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তরুণদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্যারিয়ারের সঠিক পথ নির্ধারণে সহায়তার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক অংশ নিয়েছে এআইইউবি জব ফেয়ার ২০২৪-এ। ২১ ডিসেম্বর আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি- বাংলাদেশ (এআইইউবি) ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে আয়োজিত দিনব্যাপী এই মেলাটি তরুণদের ক্যারিয়ার সুযোগ সন্ধানে একটি প্রাণবন্ত প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে।

এআইইউবি বোর্ড অব ট্রাস্টি'র চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মোছাঃ নাদিয়া আনোয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। দেশের ১২১টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে জমজমাট এই মেলায় আইএফআইসি ব্যাংকের দৃষ্টিনন্দন স্টল শিক্ষার্থীদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড লজিস্টিকস জনাব কে এ আর এম মোস্তফা কামাল। এ সময় আইএফআইসি ব্যাংকের হেড অব স্টাফিং অ্যান্ড রিসোর্স প্লানিং জনাব শেখ মনজুরুল হক-এর নেতৃত্বে অভিজ্ঞ কর্মীরা চাকরি প্রত্যাশী ও শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং ক্যারিয়ার সর্ম্পকে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। স্টলে চাকরি প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ এবং ব্যাংকের নিয়োগ প্রক্রিয়া, পদোন্নতি নীতি ও অন্যান্য ক্যারিয়ার সম্ভাবনা সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়।

সিলেটের জিন্দাবাজারে আইএফআইসি ব্যাংক-এর ১২১৭তম উপশাখার উদ্বোধন

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি'র ১২১৭তম উপশাখার শুভ উদ্বোধন হলো সিলেট শহরের জিন্দাবাজারে। মঙ্গলবার, ১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সদরের সহির প্লাজায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আইএফআইসি ব্যাংকের জিন্দাবাজার উপশাখাটির উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল কবির।

আইএফআইসি ব্যাংকের সিলেট শাখার ব্যবস্থাপক এম. এ. কাইয়ূম চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামরুল হাসান-সহ স্থানীয় ব্যবসায়ী গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, ব্যাংকের বৃহত্তম সিলেট জোনের ব্যবস্থাপক মো. মশিউর রহমান, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী ১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখা নিয়ে বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক।

নতুন ঠিকানায় আইএফআইসি ব্যাংক মৌলভীবাজার (ঢাকা) শাখার শুভ উদ্বোধন

বৃহৎ পরিসরে ও উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন ঠিকানায় যাত্রা শুরু করল আইএফআইসি ব্যাংক মৌলভীবাজার শাখা। রবিবার পুরাতন ঢাকার চকবাজারে অবস্থিত শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, হেড অব অপারেশনস্ জনাব হেলাল আহমেদ, শাখা ব্যবস্থাপক জনাব এম এ ইয়াসিন আরাফাত ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, সবচেয়ে বেশি শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এই শাখার মাধ্যমে চকবাজার অঞ্চলে গ্রাহকদের সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে আসছে। বর্তমানে গ্রাহকদের আরও নিকটবর্তী হয়ে উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শাখাটি নতুন ঠিকানায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আইএফআইসি প্রতিটি গ্রাহককে তার প্রয়োজন অনুসারে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে সচেষ্ট। সবশেষে আইএফআইসি ব্যাংকের সাথে থাকার জন্য তিনি গ্রাহকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বিয়ানীবাজারে আইএফআইসি ব্যাংকের ১২২০তম উপশাখার উদ্বোধন

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাইতে আইএফআইসি ব্যাংকের ১২২০তম উপশাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল ২৬ নভেম্বর ২০২৪ ইং চারখাইয়ের আল মদিনা শপিং কমপ্লেক্সে উপশাখাটি উদ্বোধন করা হয়। আইএফআইসি ব্যাংকের সিলেট শাখার ব্যবস্থাপক এম এ কাইয়ুম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপশাখার শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব ওহিদ আহমদ তালুকদার।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চারখাই বাজার কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মোফিকুর রহমান, শ্যাওলা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব ফখরুল ইসলাম-সহ স্থানীয় ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ। শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি বিয়ানীবাজার উপশাখা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী নিজেদের ১৪০৮টি শাখা-উপশাখা স্থাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

আইএফআইসি ব্যাংক জগন্নাথপুর শাখার শুভ উদ্বোধন

বৃহৎ পরিসরে ও উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে যাত্রা শুরু হলো আইএফআইসি ব্যাংক জগন্নাথপুর শাখার। রবিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে নতুন এ শাখাটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শাখা-উপশাখায় বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি'র মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়াল ১৮৯টি ও উপশাখার সংখ্যা ১২২১টি।

আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্থানীয় মোজাফ্ফার মার্কেটে নতুন এ শাখাটির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, সবচেয়ে বেশি শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি দীর্ঘ ৪৮ বছর ধরে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করে আসছে। জগন্নাথপুরের গ্রাহকদের আরও নিকটবর্তী হয়ে উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন এ শাখাটির উদ্বোধন করা হলো।

আইএফআইসি ব্যাংকের সিলেট জোনাল ম্যানেজার জনাব এম. এ.কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক মোঃ আবু হুরায়রা, জগন্নাথপুর সরকারি ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব সুরঞ্জিত কুমার সেন, জগন্নাথপুর থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব রুহুল আমিন, জগন্নাথপুর প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব জামালউদ্দিন বেলাল-সহ স্থানীয় ব্যবসায়ী, সংবাদিক ও শুভানুধ্যায়ীরা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক ২০১৯ সালের ২৩ জুন উপশাখা স্থাপন কার্যক্রম 'প্রতিবেশী ব্যাংকিং' শুরু করে এবং এ কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী ব্যাংকটির মোট শাখা উপশাখার সংখ্যা দাঁড়াল ১৪১০টি।

বগুড়ায় আইএফআইসি লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

রাজশাহী ও রংপুর জোনের সকল শাখা-উপশাখার কর্মীদের নিয়ে 'আইএফআইসি লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স' আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। গত ২৯ নভেম্বর ২০২৪ বগুড়া সদরের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেয় ব্যাংকটির রাজশাহী ও রংপুর জোনের ২২টি শাখা ও ১৬৬টি উপশাখার কর্মীরা। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ বিজনেস কনফারেন্সে স্বাগত বক্তব্যে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা শক্তিশালী ডিপোজিট গ্রোথ ও মানবসম্পদের ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মো. মেহমুদ হোসেন। তিনি ব্যাংকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি ব্যাংকিং সেক্টরে বর্তমানে গুড গভার্ন্যান্স নিশ্চিতকরণ ও কর্মীদের পেশাদারিত্ব নিশ্চিতে ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সর্ম্পকে গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে তিনি উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার দিলিপ কুমার মন্ডল-সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে আমানত সংগ্রহ, লোন প্রদান ও রিকভারিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ সংশ্লিষ্ট শাখা-উপশাখার কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের দেশব্যাপী 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস এবং জাতীয় প্রবাসী দিবস ২০২৪' উদ্‌যাপন

"প্রবাসীর অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, আমাদের সবার" প্রতিপাদ্যে দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী ও জাতীয় প্রবাসী দিবস উদ্‌যাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বুধবার 'জাতীয় প্রবাসী মেলা ২০২৪' শীর্ষক এ সংশ্লিষ্ট উদ্‌যাপন র‍্যালি ও মেলায় অংশগ্রহণ করে আইএফআইসি ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা। এ সময় সঠিক নিয়ম মেনে এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রবাসে যেতে আগ্রহীদের বিদেশ যাওয়ার আহ্বান করা হয়।

আইএফআইসি ব্যাংক বিভিন্ন জেলায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও মেরিন টেকনোলজি'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিদেশগামী কর্মীদের 'রেমিট্যান্স থ্রু লিগ্যাল চ্যানেল' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। মেলায় অভিবাসন প্রত্যাশী ও বিদেশ গমনে আগ্রহী কর্মীদের সঠিক ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর সহজ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রবাসীরা আইএফআইসি ব্যাংকের দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখার মাধ্যমে কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স পাঠাতে পারেন। ফলে, প্রবাসীদের স্বজনেরা এখন খুব সহজেই নিকটস্থ আইএফআইসি ব্যাংক থেকে কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সের অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।

ব্যাবসায়িক সাফল্য থেকে সামাজিক দায়বদ্ধতা : আইএফআইসি'র সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থেকে গৃহীত উদ্যোগ (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪)

মোছাঃ আফরিন আক্তার

২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, আইএফআইসি ব্যাংকের সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট নানাবিধ কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এই প্রোগ্রামগুলো কেবল গ্রাহক সম্পর্ককেই মজবুত করেনি, বরং সারা বাংলাদেশে সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়েছে।

ব্যাবসায়িক বৃদ্ধি এবং আর্থিক শিক্ষা সম্প্রসারণ

বিভাগটি ১৯২টি বিজনেস অ্যাক্টিভেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে, যেখানে নিয়মিত গ্রাহক সম্মিলনের মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। এর বাইরে কারখানা পরিদর্শন, দুগ্ধ খামারের মালিক, ব্যাবসায়িক পেশাজীবী এবং পশুচিকিৎসকদের সাথে খোলা আকাশের নিচে নেটওয়ার্কিং সেশন, স্থানীয় মেলা 'তেলজুরী মেলা'তে অংশগ্রহণ এবং রেমিট্যান্স আনয়নের লক্ষ্যে প্রবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিশেষ ইভেন্ট 'প্রবাস থেকে দেশের প্রগতির পথে' আয়োজনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

টাঙ্গাইলের গোপালপুরে দুগ্ধ খামারের মালিক, ব্যাবসায়িক পেশাজীবী এবং পশুচিকিৎসকদের নিয়ে গ্রাহক সম্মিলন

ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী উপজেলায় ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়ের মহোৎসব তেলজুরীর মেলায় আইএফআইসি ব্যাংকের অংশগ্রহণ

প্রবাসী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 'প্রবাস থেকে দেশের প্রগতির পথে' নামক অ্যাক্টিভেশন আয়োজন

ব্যাবসায়িক বৃদ্ধির পাশাপাশি, সারা দেশে ১৩২টি আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে, যা অংশগ্রহণকারীদের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করেছে। এছাড়াও, খুলনা, বরিশাল এবং চট্টগ্রামে তিনটি গ্রাহক সচেতনতা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা ব্যাংকিং সেবা এবং আর্থিক সুরক্ষা সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতনতা বাড়িয়েছে।

সদানন্দপুরে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পালন

শিক্ষা ও ক্ষমতায়নকে এগিয়ে নেওয়া

আইএফআইসি ব্যাংকের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের প্রতি প্রতিশ্রুতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ৬৪টি জেলার ৬৪টি প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান

এছাড়াও, কলসিন্দুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে, যা তরুণ ক্রীড়াবিদদের বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

ময়মনসিংহের কলসিন্দুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান

ময়মনসিংহের কলসিন্দুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নারী ফুটবলারবৃন্দ

নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়নের জন্য 'আইএফআইসি সমৃদ্ধি' কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে নারী উদ্যোক্তাদের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল এবং কেসিসি মহিলা কলেজে কম্পিউটার বিতরণ অনুষ্ঠান ডিজিটাল শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কেসিসি মহিলা কলেজে কম্পিউটার বিতরণ

এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল 'প্রজেক্ট হার পাওয়ার' এর জন্য আইএফআইসি ব্যাংক এবং শক্তি ফাউন্ডেশনের মধ্যে

আইএফআইসি টাওয়ারে 'প্রজেক্ট হার পাওয়ার' উদ্বোধন

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, যা নারীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরি করেছে।

এই বহুমাত্রিক প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংকের সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কেবল ব্যাবসায়িক

শক্তি ফাউন্ডেশন এবং আইএফআইসি ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব ব্রাঞ্চ বিজনেস জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং শক্তি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র পরিচালক ও প্রশাসনিক প্রধান জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম

বৃদ্ধিই নয়, বরং সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকেও এগিয়ে নিয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির প্রকৃত চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৯০৫
সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, হেড অফিস

IFIC

জননীর জন্য
ভালোবাসা উৎসব

সারা দেশে
১১,৬৬৫
মায়ের হাতে তুলে দেয়া চারাগাছ
পরম যত্নে হয়ে উঠুক বিশাল বৃক্ষ

জননী ও বৃক্ষের ছায়া সঞ্জীবনী শক্তি হয়ে
আগলে রাখুক আমাদের আগামী

বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ওয়ান স্টপ সার্ভিস
নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে
১৪০০+ শাখা-উপশাখা

এজেন্ট নয়
সরাসরি
ব্যাংকের সাথে
ব্যাংকিং

৩০%
নারী কর্মী

নারীর জন্য
আর্থিক সাক্ষরতা
কর্মসূচি

প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায়
নারীর পাশে
আইএফআইসি

পরিবারে যারা এলো

ইহরার উমাইর ইয়াফি
জন্ম : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ রুমান ফারুক
বরইকান্দি উপশাখা

নায়লা ইসলাম মাইসুন
জন্ম : ২৯ মার্চ ২০২৪
পিতা : সাইফুল ইসলাম মজুমদার
চিতোষী বাজার উপশাখা

নামাইরা হাসান নাজিবা
জন্ম : ০৭ জুলাই ২০২৪
পিতা : এইচ. এম. নিয়ামুল হাসান
তালোড়া উপশাখা

বাব-মা এর অনুরোধ সাপেক্ষে সন্তানের ছবিটি ব্যবহার করা হচ্ছে না।

ফারিশ আবরার মুন্সী
জন্ম : ০৭ জুলাই ২০২৪
মাতা : জাকিয়া শাবনাম
ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট

ইফজান আহমেদ মজুমদার
জন্ম : ০৭ জুলাই ২০২৪
পিতা : নাঈম আহমেদ মজুমদার
লাকসাম শাখা

হিয়ান দাস
জন্ম : ০৭ জুলাই ২০২৪
পিতা : রাজু কুমার দাস
চাচুরী বাজার উপশাখা

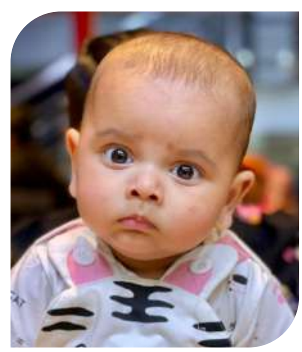

তাবিশ আহমেদ সিদ্দিক
জন্ম : ১১ জুলাই ২০২৪
মাতা : জান্নাত আরা ইসলাম
ধোলাইপাড় উপশাখা

তাবশীর আল শাবাব
জন্ম : ১২ জুলাই ২০২৪
পিতা : গোলাম জিলানী
কচুয়া বাজার উপশাখা

ত্রিহান দে মুগ্ধ
জন্ম : ১৫ জুলাই ২০২৪
মাতা : বৃষ্টি রায়
সিলেট শাখা

মোঃ আরহামার রহিম আরশান
জন্ম : ১৯ জুলাই ২০২৪
পিতা : সাজিদুর রহিম
সাচনা বাজার উপশাখা

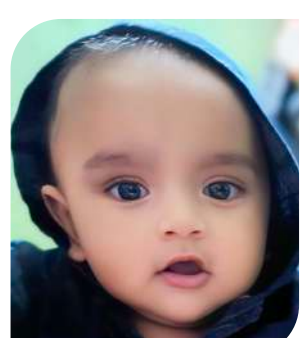

আহনাফ ওয়াফি আনান
জন্ম : ২৩ জুলাই ২০২৪
পিতা : আরাফাত হোসেন
যাত্রাপুর বাজার উপশাখা

তাহিয়াতুল জান্নাত জারা
জন্ম : ২৪ জুলাই ২০২৪
পিতা : মুহাম্মদ জাবেদুল ইসলাম
আসামপাড়া বাজার উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

বাবর আদনান
জন্ম : ২৬ জুলাই ২০২৪
পিতা : হযরত আলী
দেবিদ্বার উপশাখা

আরহাম হাসান তাসদিক
জন্ম : ২৭ জুলাই ২০২৪
পিতা : ইউসুফ সরদার
ময়নামতি শাখা

মুহাম্মদ শাহমির ইসলাম
জন্ম : ৩১ জুলাই ২০২৪
মাতা : ইফফাত মেহেরুন
ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন

রথীন হৃদ্য পাল
জন্ম : ১ আগস্ট ২০২৪
মাতা : নিলি রানী পাল
চাটখিল উপশাখা

নাজিবাহ বিনতে আবদুল্লাহ
জন্ম : ০২ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-নিশান
পাইকগাছা উপশাখা

নুয়াইম হাসান ইফতি
জন্ম : ০৪ আগস্ট ২০২৪
পিতা : নাজমুল হাসান রিফাত
কচুক্ষেত উপশাখা

মোঃ তাসফিক ইসলাম
জন্ম : ০৪ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ তারিকুল ইসলাম
উলিপুর উপশাখা

রাহনুমা তারান্নুম রুফাইদা
জন্ম : ০৬ আগস্ট ২০২৪
পিতা : রাইহানুল ইসলাম
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট

আহমদ হোসেন মাহির
জন্ম : ১১ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মাহিন উদ্দিন সরকার
বড় বাড়ি উপশাখা

মুহাম্মদ হোসেন
জন্ম : ১৪ আগস্ট ২০২৪
মাতা : তাহমিনা আক্তার লুনা
দারুস সালাম রোড শাখা

মাওঈদ বিন আকিদ আদিব
জন্ম : ১৭ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ বদরথ তামাম আকিক
মিরপুর শাখা

মাহিয়াতুল আনাবিয়া
জন্ম : ১৭ আগস্ট ২০২৪
পিতা : এস.এম. ইসমাইল হোসেন
মোরেলগঞ্জ উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

ইন্নায়া
জন্ম : ১৮ আগস্ট ২০২৪
মাতা : ফেরদৌস নাঈম
ব্যাংক টাউন উপশাখা

ইকরা
জন্ম : ১৮ আগস্ট ২০২৪
মাতা : ফেরদৌস নাঈম
ব্যাংক টাউন উপশাখা

মুসা ইবনে শাহরিয়ার
জন্ম : ১৮ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ শারিয়ার সাব্বির
মাহিগঞ্জ উপশাখা

মেহরুন ইসলাম অরোরা
জন্ম : ২০ আগস্ট ২০২৪
মাতা : ইসমথ জাহান যুথি
এসএমই অ্যান্ড রিটেল প্রোডাক্টস

মোঃ আহনাফ আদিয়ান
জন্ম : ২০ আগস্ট ২০২৪
পিতা : এ.বি.এম আনাস
বাউফল বাজার উপশাখা

লনিকা রহমান সাফা
জন্ম : ২০ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ মোক্তাদির রহমান শৌমিক
ফান্দাউক বাজার উপশাখা

মুনেম তাজওয়ার রিভান
জন্ম : ২৩ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ রিয়াদ হোসেন
আমিশাপাড়া উপশাখা

মুহাম্মদ রেজওয়ান
জন্ম : ২৩ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ আব্দুল্লাহ আল তারেক
সাইনবোর্ড-গাজীপুর উপশাখা

মাধুর্য দেব চৌধুরী
জন্ম : ২৫ আগস্ট ২০২৪
পিতা : চমক দেব চৌধুরী
আইএফআইসি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

মুমতাহিনা সাফা
জন্ম : ৩০ আগস্ট ২০২৪
পিতা : মোঃ সাগর হোসেন মিনা
দূর্গাপুর বাজার উপশাখা

মোঃ উহান ইবনে হাসান
জন্ম : ৩০ আগস্ট ২০২৪
পিতা : সাকিব আল হাসান
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট

মোঃ ফাহিদ আহনাফ ফাহমী
জন্ম : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ ফেরদৌস হাসান-ফিরোজ
ধাপেরহাট উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

মোঃ শাহেদুজ্জামান কবির
জন্ম : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : মুহাম্মদ শামসুজ্জামান কবির
আমান বাজার উপশাখা

রাফায মুহাম্মদ শেহ্জাদ
জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
মাতা : সালওয়া সুলতানা
কাস্টমার সার্ভিস সেন্টার

ত্রিশিকা দেবনাথ
জন্ম : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
মাতা : ইন্দু শ্রী দেবী
বউ বাজার উপশাখা

শেহজাদ খান সুয়াদ
জন্ম : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : নাজমুল হুদা
চর হাজীগঞ্জ-ফরিদপুর উপশাখা

নাবিহা সেহরিশ
জন্ম : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ নাফিউল হক সরকার
কাঁকনহাট উপশখা

নাজিফা ইসলাম আরিবাহ
জন্ম : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ সুমন উদ্দিন
নাঙ্গলকোট উপশাখা

শেহ্জা শাজনিন আরিশা
জন্ম : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ হযরত আলী
ভূয়াপুর উপশাখা

আওয়াদ মুহাম্মদ মাবরুর
জন্ম : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
মাতা : জুয়াইরা হোসেন
কোম্পানি সেক্রেটারিয়েট

সৈয়দ তাহমিদুল ইসলাম সিদরাত
জন্ম : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : সৈয়দ তরিকুল ইসলাম শুভ
বান্দরবান শাখা

সাঈদ আবদুল্লাহ বিন তাহমিদ
জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : তাহমিদ বিন হেলাল
গোয়াল ভাওর বাজার উপশাখা

প্রশান্তি পূর্ণতা
জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : সাদ্দাম হোসেন
এমডি'স অফিস

নুসাইবা তাসনিম
জন্ম : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ নাঈম মিয়া
আদিতমারী উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

মোঃ আরহান রহমান

জন্ম : ০২ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : মোঃ আল মামুন
পারুলিয়া বাজার উপশাখা

দেবশ্রী নাথ

জন্ম : ০২ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : কার্তিক দেব নাথ
ফেনী শাখা

গাজী মোবাশ্বির মুত্তাকিন

জন্ম : ০৩ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : গাজী মোঃ মুঈদুল হক
লোন পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

ইরাজ সরকার রাধব

জন্ম : ০৬ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : দেবাশীষ সরকার শুভ
ঢাকা নিউ মার্কেট উপশাখা

আবরার মাহির

জন্ম : ০৭ অক্টোবর ২০২৪
মাতা : মোছাঃ তমিশ্রা জাহান
আরশিনগর শাখা

ওয়াফিয়া আলম

জন্ম : ০৯ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : মোঃ ওয়াহিদুল আলম
হাটহাজারী শাখা

এশাম জামান ইমাম

জন্ম : ১০ অক্টোবর ২০২৪
মাতা : সাদেকা কুলসুম রিপা
ডেটা প্রসেসিং অ্যান্ড আইটি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট

মোঃ শাজলান আহমেদ

জন্ম : ১০ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : মোঃ আসিফ আব্দুল্লাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা

জিভান ইসলাম

জন্ম : ১৪ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : শামীম হাসান
ঘরিষার উপশাখা

ওয়াহাজ আহমেদ আরহাম

জন্ম : ১৫ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : আজমির আহমেদ
দত্তপাড়া বাজার-লক্ষ্মীপুর উপশাখা

তাজওয়ার রহমান

জন্ম : ২০ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : এস.কে. তাজবীর রহমান
চলনা বাজার উপশাখা

ধৃতি ভট্টাচার্য

জন্ম : ২৭ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : জয়ন্ত ভট্টাচার্য
শান্তিরহাট উপশাখা

পরিবারে যারা এলো

সব্যসাচী তঞ্চঙ্গ্যা
জন্ম : ২৯ অক্টোবর ২০২৪
পিতা : রুবেল তঞ্চঙ্গ্যা
জাজিরা উপশাখা

রুসলান আকন ইমতিনান
জন্ম : ০২ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ রিয়াদ আকন
পটুয়াখালী শাখা

মানহা ইবনাত
জন্ম : ০২ নভেম্বর ২০২৪
মাতা : নাহিদা আক্তার
মিরপুর শাখা

আজওয়াদ আহমদ জুবরান
জন্ম : ০২ নভেম্বর ২০২৪
মাতা : ফাতেমা-তুজ-জোহরা জুঁই
রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

মুহাম্মদ ইসহাক আমিন
জন্ম : ০৫ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মুহাম্মদ আমিনুর রুশুল
সন্দ্বীপ শাখা

মোহাম্মদ আহিল হাসান
জন্ম : ০৬ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ জাহিদুল হাসান
পঞ্চবটি শাখা

ইনায়া আজলিন
জন্ম : ১২ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ রেজাউল করিম
আমবাগান উপশাখা

আহিন মাহমুদ
জন্ম : ১৫ নভেম্বর ২০২৪
মাতা : শারমিন জাহান
মিরপুর-৬ উপশাখা

তাহদিব রহমান
জন্ম : ১৫ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ মনিলুর রহমান
বারদী বাজার-মেহেরপুর উপশাখা

ইনসিয়া রহমান দুআ
জন্ম : ১৫ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ ওয়াহিদুর রহমান
পিরোজপুর শাখা

জয়েমুল এহতেশাম
জন্ম : ১৯ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : নুর কাবিদ হোসেন
কুঞ্জছায়া উপশাখা

ফারজাদ কবির
জন্ম : ২৬ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মিনহাজুল কবির
হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন

পরিবারে যারা এলো

মিলহান ইবনে আফফান
জন্ম : ২৯ নভেম্বর, ২০২৪
পিতা : সৈয়দ মুহাম্মদ আফফানুল করিম সৌরভ
বিশ্বরোড পয়েন্ট উপশাখা

হুমায়রা বিনতে হাসান
জন্ম : ২৯ নভেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ শাখায়াথ হাসান মজুমদার
চান্দিনা শাখা

নওয়াজিশ হুদা নাঈদ
জন্ম : ০১ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : আজমিরুল হুদা
পি.সি. রোড উপশাখা

মোবাশ্বের ইসলাম আরহাম
জন্ম : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : রবিউল ইসলাম
ময়নামতি শাখা

শানায়া হীরা
জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : শোভন হীরা
মানিকগঞ্জ শাখা

ইশরাক আহমেদ
জন্ম : ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
মাতা : মাশিয়াত জাহান
নর্থ ব্রুক হল রোড শাখা

ফাইয়াদ তাজওয়ার সারিম
জন্ম : ২৫ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : পলাশ হোসেন
তাহেরপুর শাখা

ইয়ানা রহমান
জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : মোঃ সুজন রহমান
সার্ভিস এবং এস্টেট ডিভিশন

আবদুর রহমান ওমর
জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : আশেকুর রহমান পরাগ
বিশ্বরোড পয়েন্ট উপশাখা

আহিয়ান বিন আরিফ (আয়াজ)
জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
পিতা : আহমেদ আল আরিফ
প্রিন্সিপাল শাখা

যাদের হারিয়েছি

মোহাম্মদ মহসিন মজুমদার
অলংকার মোড় শাখা
যোগদানের তারিখ : ২ মে ১৯৯৫
মৃত্যু : ২৭ আগস্ট ২০২৪

মোঃ আমান আলী
বগুড়া শাখা
যোগদান : ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৭
মৃত্যু : ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

IFIC

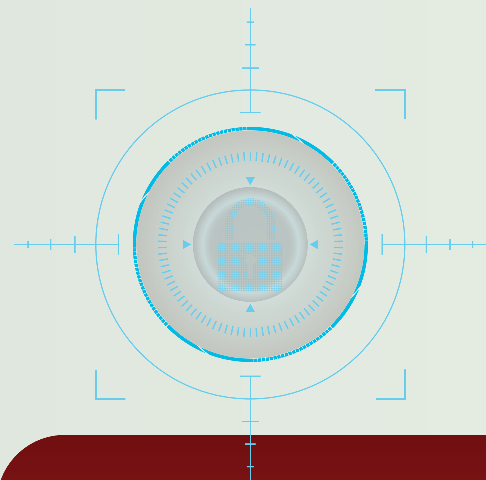

প্রিয় গ্রাহক,
আপনার IFIC কার্ড/অ্যাপের PIN/OTP/CVV/
Expiry/Password কাউকে জানাবেন না,
সন্দেহজনক QR/Link স্ক্যান/ক্লিক করবেন না।
IFIC ব্যাংক গ্রাহকের কাছে এ সকল কর্মকাণ্ড
করতে কখনও অনুরোধ করে না।

বিস্তারিত ১৬২৫৫

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

আমাদের কোথাও
কোনো এজেন্ট নেই

Published by :

IFIC Bank PLC
Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
Hunting Number: 09666716250, Fax: 880-2-9554102
newsletter@ificbankbd.com
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd